# ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

(Matthew Henry Commentary)

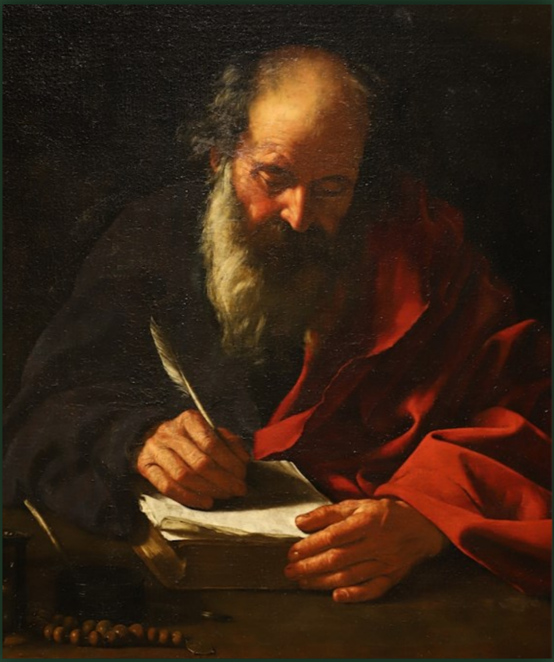

## ইফিসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের টীকাপুস্তক

Commentary on the Letter of Paul to the Ephesians

# ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

## ইফিষীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের উপর লিখিত ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

প্রাথমিক অনুবাদ : যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্‌স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

**Matthew Henry Commentary in Bengali**

**The Letter of Paul to the Ephesians**

**Primary Translator :** Joash Nitol Baroi

**Editor:** Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

**Translation Resource:**

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)

Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

**Published By:**

International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

# ইফিষীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

## ভূমিকা

অনেকে মনে করেন ইফিষীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের এই পত্রটি একটি ঘূর্ণায়মান পত্র, যা একাধিক মণ্ডলীর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং ইফিষীয় মণ্ডলীর কাছে এর যে অনুলিপিটি প্রেরণ করা হয়েছিল, সেটিকেই ক্যাননে অন্তর্ভুক্ত করা হয়; আর তাই এতে বিশেষভাবে মণ্ডলীর নামটি সম্বোধন করা হয়েছে। এই ধারণাটিকে আরও ভালভাবে সমর্থন দেওয়া যায় এ কারণেই যে, পৌলের যতগুলো পত্র রয়েছে তার মধ্যে কেবল এই একটিতেই কোন বিশেষ মণ্ডলীকে নিয়ে কথা বলা হয় নি। এখানে বরং সার্বজনীন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সমাজকে নিয়ে কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে তাদের কথা, যারা অতীতে অযিহূদী ছিল এবং এখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছে। কিন্তু অপরদিকে আমরা এটাও দেখতে পাই যে, পত্রটির সূচনায় মণ্ডলীর নাম সম্বোধন করা হয়েছে (১:১) *ইফিষে অবস্থিত পবিত্র লোক ও যারা খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বস্ত তাদের সমীপে*; এবং সমাপ্তিতেও তিনি বলছেন যে, তিনি তুখিককে তাদের কাছে পাঠাবেন, যাকে ইফিষীয় মণ্ডলীতে পাঠানোর ব্যাপারে তিনি ২ তীমথিয় পত্রে উল্লেখ করেছিলেন। এটি এমন একটি পত্র যা একটি কারাগারে বসে লেখা হয়েছিল। অনেকে এটা লক্ষ্য করেছেন যে, পৌল যখন কারাগারে ছিলেন সেই সময়টাতেই যেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের কথা সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে। তাঁকে যখন পীড়ন ও নির্যাতন ঘিরে রেখেছিল সবচেয়ে বেশি পরিমাণে, সে সময় তাঁর মধ্যে ঈশ্বরীয় সান্ত্বনা ও অনুগ্রহের অভিজ্ঞতাও আরও অধিক কার্যকরী হয়েছিল। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, ঈশ্বরের লোকেরা, বিশেষ করে তাঁর পরিচর্যাকারীরা যখন দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্যে থাকেন, তখন তারা নিজেদের এ অবস্থা থেকে যতটা না বের করে নিয়ে আসতে চান, তার চেয়ে বেশি চান সাধারণ মানুষের তথা অপরের মঙ্গল সাধন করতে। প্রেরিত পৌলের উদ্দেশ্য ছিল ইফিষীয় মণ্ডলীকে সত্যে স্থাপন ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং এ লক্ষ্যে তাদেরকে সুসমাচারের চমৎকার শিক্ষার সাথে আরও বেশি পরিচিত করে তোলা। প্রথম অংশে তিনি দেখিয়েছেন, যে ইফিষীয়রা এক সময় মূর্তিপূজার চরম আধারে নিমজ্জিত ছিল, তারা এখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করে ও ঈশ্বরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এক অভূতপূর্ব সুযোগ লাভ করেছে। তিনি তাদের এই মন পরিবর্তনের পূর্ববর্তী অধঃপতিত জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন, অধ্যায় ১-৩। পরবর্তী অংশে (অর্থাৎ অধ্যায় ৪,৫ ও ৬) তিনি তাদেরকে ধর্মের প্রধান দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন, যা একাধারে ব্যক্তি ও সম্পর্কগত। সেই সাথে তিনি তাদেরকে বিশ্বস্তভাবে সমস্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন ও আরও বেগবান হতে পরামর্শ দিয়েছেন। বিশিষ্ট গবেষক জ্যাংখাই লক্ষ্য করেছেন যে, এই পত্রে আমরা সমগ্র খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ধর্মীয় মতবাদের

BACIB | International Bible CHURCH

# ভূমিকা

সারাংশটি দেখতে পাই, কারণ ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা যা কিছু এই পৃথিবীতে থেকে জানতে পারি, তার প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান বিষয় এই পত্রে আলোচিত হয়েছে।

# ইফিষীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

## অধ্যায় ১

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই:-

ক. পুরো পত্রটির একটি ভূমিকা, যা অন্যান্য পত্রগুলোর মতই, পদ ১,২।

খ. ইফিষীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের উপরে যে অপরিমেয় আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে ঈশ্বরের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, পদ ৩-১৪।

গ. তাদের পক্ষ হয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌলের ঐকান্তিক প্রার্থনা, পদ ১৫-২৩।

প্রেরিত পৌল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কখনো এতটুকু কার্পণ্য করেন নি। তিনি একই সাথে এই দুটো কাজই চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন, যা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের অন্যতম একটি মহান ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এবং যারা একাগ্রতার সাথে ঈশ্বরের উপাসনা করতে চায় তাদের জন্য এক অমূল্য নির্দেশনা।

## ইফিষীয় ১:১-২ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. প্রেরিত পৌল নিজেকে যে নামে পরিচয় দিলেন, যা তাঁর সত্যিকার পরিচয়: *পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুও প্রেরিত*। যীশু খ্রীষ্টের কাজে নিযুক্ত হওয়া, মানব জাতির কাছে খ্রীষ্টের দূত হিসেবে প্রেরিত হওয়াটাকে তিনি এক মহা সম্মানের বিষয় বলে অভিহিত করেছেন। প্রেরিত পৌল ছিলেন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী মণ্ডলীর অন্যতম প্রধান ও নেতৃস্থানীয় একজন ব্যক্তি, কারণ তিনি এক অভূতপূর্ব উপায়ে খ্রীষ্টের প্রেরিত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সকল প্রেরিতকেই একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য প্রভুর পরিচর্যাকারী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। তাদেরকে মহান প্রভু অসাধারণ সব দান ও পবিত্র আত্মার সার্বক্ষণিক উপস্থিতি দ্বারা আশীর্বাদ করেছিলেন, যাতে করে তারা সুসমাচার প্রচার ও তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং মণ্ডলীর শিশু অবস্থায় তার সেবা ও পরিচর্যা কাজ করার জন্য সব দিক থেকে উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেন। পৌল ছিলেন এমনই একজন প্রেরিত। তিনি কোন মানুষের নির্দেশে বা তাঁর নিজের ইচ্ছায় এই পদে অধিষ্ঠিত হন নি; বরং তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই পদপ্রাপ্ত হয়েছেন। সাবলীলভাবে ও পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে, পৌলকে ঈশ্বর এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন (অন্যান্য সকল প্রেরিতের মত)। খ্রীষ্ট নিজে তাঁকে তাঁর কাজে নিযুক্ত করেছেন। খ্রীষ্টের প্রত্যেক বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীর নিশ্চয়ই প্রেরিত পৌলের মত করে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তার জীবনে যা সাধিত হবে সেটাকেই তার

সম্মান ও আনন্দের বিষয় বলে বিবেচনা করা উচিত।

২. যাদের কাছে এই পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল: *ইফিষে অবস্থিত পবিত্র লোক ও যারা খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বস্ত*, অর্থাৎ যে সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ইফিষীয় মণ্ডলীর সদস্য ও এশিয়ার তৎকালীন বৃহত্তর নগরী ইফিষের নাগরিক ছিলেন। তিনি তাদের পবিত্র লোক বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ তারা আক্ষরিক অর্থে তা-ই ছিলেন। তারা সত্যে ও পবিত্রতায় ভূষিত ছিলেন। সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে অবশ্যই পবিত্র লোক হতে হবে। যদি তারা পৃথিবীতে এ ধরনের চরিত্রের অধিকারী হতে না পারেন, তাহলে তারা কখনোই স্বর্গে পবিত্র ও মহিমান্বিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবেন না। পৌল তাদেরকে খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করেছেন। তারা যীশুতে বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং তাঁর প্রতি, তাঁর সত্যে ও তাঁর বাক্যে একনিষ্ঠ ছিলেন। যারা বিশ্বস্ত নয়, যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে না, তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে না এবং প্রভুর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের যেভাবে চলা প্রয়োজন সেভাবে চলে না, তারা পবিত্র লোক নয়। লক্ষ্য করুন, বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়া ও করুণা লাভ করা শুধুমাত্র পরিচর্যাকারীদের জন্য সম্মানের বিষয় নয়, বরং সেই সাথে প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্যই এটি চূড়ান্ত মর্যাদা ও আনন্দের বিষয়। খ্রীষ্ট *যীশুতে*, যাঁর কাছ থেকেই তারা তাদের সকল অনুগ্রহ ও আত্মিক শক্তি পেয়ে থাকেন, যাঁর মাঝে তাদের সকলের ব্যক্তিত্ব ও তাদের কার্যসমূহ গৃহীত হয়।

৩. প্রৈরিতিক শুভেচ্ছা বাণী: *আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক*। প্রত্যেকটি পত্রেই পৌল এভাবে তাঁর পাঠকদের আ-শীর্বাদ করেছেন। এই আশীর্বাদ-বাণী বন্ধুদের প্রতি প্রেরিত পৌলের অন্তরের নিখাদ শুভাকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করে। অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদেরকে ঈশ্বরের বিনামূল্যে দত্ত ও আমাদের যা পাওয়ার কথা নয় এমন ভালবাসা ও আনুকূল্য এবং তাঁর সেই অনুগ্রহপূর্ণ আত্মাকে উপলব্ধি করতে হবে। শান্তির মধ্য দিয়েই সকল আত্মিক ও পার্থিব অনুগ্রহ, সেগুলো ফল ও প্রভাব অনুভূত হয়। অনুগ্রহ ব্যতীত শান্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ব্যতীত অন্য আর কারও কাছ থেকে শান্তি ও অনুগ্রহ পাওয়া সম্ভব নয়। এই বিশেষ আশীর্বাদ ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে দেন না, বরং দেন আমাদের মহান পিতা হয়ে তাঁর পক্ষ থেকে এক বিশেষ সম্পর্কের চিহ্ন হিসেবে। এই বিশেষ আশীর্বাদ আসে খ্রীষ্টের কাছ থেকেও, যিনি তা তাঁর লোকদের জন্য ক্রয় করেছেন, যার অধিকার আছে তাদের উপরে এই অনুগ্রহ দান করার। নিশ্চয়ই পবিত্র লোকেরা ও যারা খ্রীষ্টে বিশ্বস্ত, তারা ইতোমধ্যে সেই মহান অনুগ্রহ ও শান্তি পেয়ে গেছেন। কিন্তু এই অনুগ্রহ ও শান্তির আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত। সর্বোত্তম পবিত্র ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজন প্রতিনিয়ত পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ লাভ। তারা চান যেন সবসময় তা আরও বৃদ্ধি পায় ও এর উত্তরণ ঘটে। এ কারণে তাদের উচিত প্রার্থনা করা, একাধারে নিজের জন্য এবং অপরের জন্যও, যাতে করে সেই অনুগ্রহ তাদের সকলকে ঘিরে থাকে সব সময়।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর পৌল তাঁর পত্রটির মূল বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করেছেন। যদিও

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে মনে হতে পারে এই পত্রটির কিছু কিছু বিষয় অস্বাভাবিক, তথাপি ঈশ্বরের আত্মা এই অধ্যায়ে স্বর্গীয় বিষয়সমূহ নিয়ে করা আলোচনাগুলোকে অনুমোদন দিয়েছেন যেন সেগুলো প্রার্থনা ও প্রশংসার ভাষা হয়ে উঠতে পারে। এই সকল কথামালা যেমন ঈশ্বরের প্রতি গৌরব ও মহিমা নির্দেশক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা, ঠিক তেমনি তা অন্যদের প্রতিও গভীর গুরুত্বহহ নির্দেশনা দান করে। প্রার্থনার মাধ্যমে বাণী- প্রচার করা সম্ভব, যা সম্ভব প্রশংসার মাধ্যমেও।

## ইফিষীয় ১:৩-১৪ পদ

পৌল পত্রের এই অংশটি শুরু করেছেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও প্রশংসার মধ্য দিয়ে। এরপর তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জলতা ও প্রচুর প্রেমপূর্ণ বাক্য ব্যয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক আমাদের প্রতি দত্ত মহান অনুগ্রহ ও আশীর্বাদের জন্য তাঁর গৌরব করেছেন। ঈশ্বরের প্রতি গৌরব ও প্রশংসা দান করার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের জীবনের প্রতি তাঁর সকল আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের জন্য আমাদের সামর্থ্য অনুসারে যথাযোগ্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারি।

ক. সার্বিকভাবে তিনি ঈশ্বরকে তাঁর সকল আত্মিক আশীর্বাদের জন্য আশীর্বাদ করেছেন, পদ ৩। এই আশীর্বাদে তিনি তাঁকে সম্বোধন করেছেন *আমাদের যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা* নামে; কারণ একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পিতা ছিলেন তাঁর ঈশ্বর; আবার ঈশ্বর হিসেবে এবং অনুগ্রহপূর্ণ ত্রিত্বের দ্বিতীয় সত্তা হিসেবে তিনি ছিলেন খ্রীষ্টের পিতা। এই সম্বোধন খ্রীষ্ট ও তাঁর বিশ্বাসীদের মধ্যকার রহস্যময় সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা হলেন সকল বিশ্বাসীদের ঈশ্বর ও পিতা। যীশু খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা ব্যতীত কোন পাপপূর্ণ মানুষই ধার্মিক ও পবিত্র ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের আশা করতে পারে না। লক্ষ্য করুন, আত্মিক আশীর্বাদ হচ্ছে সর্বোত্তম আশীর্বাদ, যা ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়ে থাকেন এবং যার জন্য আমাদেরও উচিত তাঁকে আশীর্বাদ করা। তিনি আমাদেরকে সমস্ত প্রকার আত্মিক আশীর্বাদে পূর্ণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা পূর্ণ করেছেন যা আমাদেরকে সত্যিই আশীর্বাদে ভূষিত করে। আমরা ঈশ্বরের প্রতি সেই একইভাবে আশীর্বাদ ফিরিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রশংসা ও তাঁর গৌরব করার মধ্য দিয়ে এর চেষ্টা করতে হবে। আমাদের উচিত হবে সবসময় তাঁর দয়ার কথা ভেবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ঈশ্বর যাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন, সকলকেই তিনি আত্মিক দানে ভূষিত করেছেন। যাকেই খ্রীষ্ট এই দান দিয়েছেন, তিনি তা বিনামূল্যে দিয়েছেন। পার্থিব আশীর্বাদের ক্ষেত্রে এমনটা হয় না; কাউকে দেওয়া হয় স্বাস্থ্য, কিন্তু তাকে সম্পদ দেওয়া হয় না; আবার কাউকে সম্পদ দেওয়া হয়, কিন্তু স্বাস্থ্য দেওয়া হয় না। কিন্তু ঈশ্বর যখন কাউকে আত্মিক আশীর্বাদ দান করেন, তখন তিনি তাঁর সব কিছু দিয়ে আশীর্বাদ করেন। *তিনি আমাদের সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্বাদ করেছেন*। অনেকের মতে এই সকল আশীর্বাদ একেবারেই আলাদা এবং এগুলো পার্থিব জীবন ত্যাগ না করলে পাওয়া সম্ভব নয়। কিংবা হয়তো আমরা এভাবে পাঠ করতে

পারি, স্বর্গীয় বস্তুসমূহে, অর্থাৎ যা স্বর্গ থেকে নেমে আসে এবং যা মানুষকে স্বর্গে গমনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে ও সেখানে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি যে, আমাদেরকে আত্মিক ও স্বর্গীয় বিষয়সমূহের প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হতে হবে। আত্মিক ও স্বর্গীয় আশীর্বাই সর্বোত্তম আশীর্বাদ, যা থাকলে আমরা কখনো নিঃস্ব হব না এবং যা না থাকলে আমরা নিঃস্ব না হয়ে পারি না। পার্থিব *বস্তুর প্রতি তোমরা আকৃষ্ট হয়ো না, বরং যা কিছু স্বর্গের, তার প্রতিই আকৃষ্ট হও*। খ্রীষ্টে আমরা এই সকল মহান দান ও অনুগ্রহ লাভ করেছি; কারণ আমাদের সকল সেবা ও পরিচর্যা কাজ খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায়, সে কারণে আমাদের প্রতি দত্ত সকল আ-শীর্বাদের একই উপায়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। এ কারণে খ্রীষ্টই ঈশ্বর ও আমাদের মাঝে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী।

খ. খ্রীষ্টে আমরা যে সকল বিশেষ আত্মিক আশীর্বাদ ও অনুগ্রহে পূর্ণ হয়েছি এবং যেগুলোর জন্য আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে আশীর্বাদ করা প্রয়োজন, সেগুলোর কথা এখানে বলা হয়েছে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

১. মনোনয়ন ও নিরূপণ, যা এই সকল আত্মিক আশীর্বাদ ও দানের গোপন উৎসধারা, পদ ৪,৫,১১। মনোনয়ন বা বাছাই করা এ কথা প্রকাশ করে যে, সমগ্র মানব জাতি বা জনসংখ্যার মধ্য থেকে মাত্র অল্প কিছু মানুষকে ঈশ্বরের জন্য আলাদা করে বেছে নেওয়া হবে। নিরূপণ বলতে বোঝায় স্বর্গীয় আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রদান করার জন্য প্রস্তুত করা, বিশেষভাবে *সন্তানদের দত্তকতা গ্রহণ করা*। এর পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ে আমরা যেন তাঁর দত্তক সন্তান হিসেবে পরিণত হতে পারি এবং তাঁর সন্তান হিসেবে সমস্ত সুযোগ ও উত্তরাধিকার উপভোগের অধিকার আমরা পাই। এখানে আমরা এই ভালবাসাপূর্ণ কাজটি সম্পাদিত হওয়ার একটি সময়ের উল্লেখ দেখতে পাই: এই ঘটনাটি ঘটেছিল পৃথিবী *সৃষ্টি করবার আগে*। ঈশ্বরের লোকদের অস্তিত্ব সৃষ্টি হওয়ার আগে শুধু নয়, এই পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার আগেই এই মনোনয়নের কাজটি চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছিল; কারণ তাদেরকে ঈশ্বরের অনন্তকালীন কর্তৃত্ব ও শাসনের অধীনে মনোনীত করা হয়েছিল। এতে করে আমাদের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ হয়ে ওঠে আরও মূল্যবান ও চির আকাঙ্ক্ষিত। আপনার দরজায় যখন একজন ভিক্ষুক আসে, আপনি কিন্তু কোন কিছু আগে থেকে না ভেবেই তাকে ভিক্ষা দিয়ে থাকেন। কিন্তু একটি সন্তানের জন্য তার পিতা যে পরিকল্পনা ও ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন তা বহু চিন্তার ফসল এবং তা অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে তার শেষ ইচ্ছা ও বিধান অনুসারে ধার্য করা হয়। যেহেতু তা স্বর্গীয় ভালবাসাকে প্রতিফলিত করে, সে কারণে তা ঈশ্বরের মনোনয়নের আশীর্বাদকে নিশ্চয়তা দান করে; কারণ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অনুসারে যে মনোনয়ন করা হয়ে থাকে তা কখনো লজ্জিত হয় না। তিনি তাঁর লোকদের উপরে তাঁর আত্মিক আশীর্বাদ অর্পণ করার মধ্য দিয়ে তাঁর অনন্তকালীন উদ্দেশ্য পূর্ণ করে থাকেন। তিনি আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন, ঠিক যেভাবে আমাদেরকে খ্রীষ্টে মনোনয়ন করা হয়েছে, যিনি এই মনোনয়নের প্রধান নির্দেশক, যাকে যথাযোগ্যভাবে বলা হয়ে থাকে ঈশ্বরের *মনোনীত*, তাঁর দ্বারা *নির্বাচিত*। এই

মনোনীত মুক্তিদাতার জন্যই তাদের উপরেও অনুগ্রহের দৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। এই মনোনয়নের একটি মহান ও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবলোকন করুন: *যেন আমরা তাঁর সাক্ষাতে ভালবাসায় পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই*। তিনি এটি আগেই দেখেন নি যে, তারা সকলে পবিত্র হবে; বরং তিনি আগেই এটি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে, তিনি তাদেরকে পবিত্র করবেন। যাদেরকে অনন্তকালের জন্য সুখী হওয়ার উদ্দেশ্যে মনোনীত করা হয়েছে, তাদেরকে আগে পবিত্র করে তোলা হবে। তাদের এই পবিত্রীকরণ এবং সেই সাথে তাদের পরিত্রাণ, দুটোই স্বর্গীয় ভালবাসার পরিকল্পনার ফল। *যেন আমরা তাঁর সাক্ষাতে নিষ্কলঙ্ক হই*। আমাদের পবিত্রতা যেন নেহায়েত বাহ্যিক চেহারা ও পরিচ্ছদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে না পড়ে, যার মাধ্যমে মানুষের কাছে নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র হওয়া যায়; বরং আমাদের ভেতরটাকে, আমাদের প্রকৃত সত্তাটাকে করতে হবে পবিত্র, যেখানে ঈশ্বর দৃষ্টিপাত করবেন, যা স্বয়ং ঈশ্বরের থাকবার জায়গা। এ ধরনের পবিত্রতা আসে ঈশ্বরের প্রতি এবং সৃষ্টিজগতের সমস্ত প্রাণীর প্রতি ভালবাসা থেকে। এই দয়া ও ভালবাসাই সকল সত্যিকার পবিত্রতার মূল নীতি। মূল শব্দটি এমন এক নির্দোষিতার কথা প্রকাশ করে, যা কোন মানুষই তার পার্থিব জীবদ্দশায় অর্জন করতে পারে না। আর এই কারণে অনেকে মনে করে থাকেন এটি এমন এক নিখুঁত ও খাঁটি পবিত্রতা যা পবিত্র লোকেরা তাদের আসন্ন জীবনে অর্জন করবেন। প্রভু ঈশ্বরের সাক্ষাতে চিরকালের জন্য তারা অবস্থান করবেন। এখানে আরও আমরা দেখি ঈশ্বরের মনোনয়নের কর্তৃত্ব ও প্রত্যক্ষ পরিচালনা। এই কাজ তিনি নিজের ইচ্ছার মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুসারে করেছিলেন (পদ ৫), এমন কোন কিছুর জন্য নয় যা তিনি আগে থেকে পূর্বাভাস দেখেছিলেন। বরং তিনি এই কাজ করেছিলেন তাঁর নিজ সার্বভৌম ইচ্ছার কারণে এবং সেই কাজ তাঁর কাছে অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল বলে। এই কাজটি সাধিত হয়েছিল তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে, যা ছিল তাঁর অনঢ় ও অটল ইচ্ছা, যিনি সমস্ত কিছুই তাঁর ইচ্ছা ও মন্ত্রণা অনুসারে সাধন করেন (পদ ১১), যিনি ক্ষমতায় পূর্ণ হয়ে তাঁর মনোনয়নকে বাস্তবে রূপ দান করার জন্য সমস্ত কিছুই করে থাকেন। তিনি প্রজ্ঞার সাথে সকল আদেশ ও বিধান আগেই প্রণীত করে থাকেন। তিনি তাঁর নিজের মহিমা ও গৌরবার্থে তাঁর মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থাপন করেছেন: তিনি তাঁর অনুগ্রহের মহিমার প্রশংসার জন্যই তা করেছিলে (পদ ৬), উদ্দেশ্য এই যে, আগে থেকে খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করেছি যে আমরা, আমাদের দ্বারা যেন ঈশ্বরের মহিমার প্রশংসা হয় (পদ ১২)। যেন আমরা এমন এক উপায়ে জীবন ধারণ করি যার কারণে তাঁর গৌরব ও মহিমা প্রশংসিত হয় এবং তিনি সর্বোচ্চ স্থানে মহান ও প্রশংসার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হন। সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের কাছ থেকে ও তাঁর মধ্য থেকে এবং তাঁর মাধ্যমে এসেছে। এ কারণে সকলের উচিত তাঁতেই নিবদ্ধ থাকা এবং তাঁকেই প্রশংসার কেন্দ্রবিন্দু করে রাখা। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের মহিমা ধ্বনিত হওয়া তাঁরই অন্যতম একটি উদ্দেশ্য, আর আমাদেরই উচিত এই দায়িত্ব পালন করা। এই অনুচ্ছেদটিকে অনেকে একটু ভিন্নভাবে দেখে থাকেন এবং বিশেষভাবে এই সকল ইফিষীয়দের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত বলে মনে করে থাকেন। যারা জানতে চায় যে, এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কী বলা হয়ে থাকে, তারা আরেকজন সুপরিচিত কমেন্ট্রি লেখক লোকির (খড়পশব) লেখাটি পড়ে দেখতে পারেন।

২. দ্বিতীয় যে আত্মিক আশীর্বাদের বিষয়টি প্রেরিত পৌল বিবেচনা করেছেন সেটি হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ: যে অনুগ্রহে তিনি আমাদের সেই প্রিয়তমের দ্বারা অনুগ্রহ দান করেছেন, পদ ৬। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পিতার কাছে প্রিয়তম ছিলেন (মথি ৩:১৭), যেমনটা ছিলেন স্বর্গদূত ও পবিত্র ব্যক্তিদের কাছেও। ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়াটা আমাদের জন্য এক মহা সুযোগ, যা আমাদের কাছে তাঁর ভালবাসা এবং আমাদের তাঁর যত্নের অধীনে ও তাঁর পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বোঝায়। আমরা এমনিতে ঈশ্বরের কাছে এভাবে গৃহীত হতে পারি না, পারি কেবল যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ও তাঁর দ্বারা। তিনি তাঁর প্রিয়তমের জন্য তাঁর লোকদেরকে ভালবাসেন।

৩. পাপ ক্ষমা এবং যীশু খ্রীষ্টের রক্তের মধ্য দিয়ে উদ্ধার লাভ, পদ ৭। উদ্ধার ব্যতীত কখনোই পাপের ক্ষমতা পাওয়া সম্ভব নয়। পাপের কারণেই আমরা বন্দী হয়েছিলাম এবং আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ ব্যতীত কখনোই এই বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারি না। যীশু খ্রীষ্টে রয়েছে আমাদের এই মুক্তি। পাপের দোষ ও কলঙ্ক যীশু খ্রীষ্টের রক্ত ব্যতীত অন্য কোন কিছু দিয়ে মোছা যায় না। আমাদের সকল আত্মিক আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ এই পথ ধরেই আমাদের কাছে আসে। এই যে মহা সুযোগ আমাদের কাছে বিনামূল্যে আসে, তার জন্য অত্যন্ত সদয়তার সাথে সমস্ত মূল্য পরিশোধ করে তা ক্রয় করে নিয়েছেন আমাদের অনুগ্রহপূর্ণ প্রভু। আর তথাপি তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুসারেই সাধিত হয়েছে। খ্রীষ্টের সন্তুষ্টি এবং ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহ মানুষের পরিত্রাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর আমাদের জন্য খ্রীষ্টের বিকল্প হওয়া ও নিশ্চয়তা দানের কারণে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মহান অনুগ্রহের কারণেই কেবল আমরা পেয়েছি এই নিশ্চয়তার স্বীকৃতি, কারণ তাঁর আইন ভঙ্গকারীর প্রতি চূড়ান্ত শাস্তি দানই ছিল সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজ। কিন্তু তাঁর নিজ পুত্রের জামিন দানের কারণেই তিনিও তাঁর অসীম অনুগ্রহ এই পাপী মানুষদের প্রতি বর্ষণ করেছেন এবং তাকে নিঃশর্তে মুক্ত করে দিয়েছেন। আর কোন কিছুই তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে নি, যেখানে ঈশ্বর নিজে তার ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন। এখানে তিনি শুধু যে তাঁর অনুগ্রহের নিদর্শন প্রকাশ করেছেন তা-ই নয়, সেই সাথে তিনি তা সমস্ত জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে আমাদের প্রতি উপচে পড়তে দিয়েছেন (পদ ৮)। তিনি তাঁর ভালবাসা ও অনুগ্রহ প্রকাশে দিয়েছেন জ্ঞানের পরিচয় এবং তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়নে দিয়েছেন বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার পরিচয়, যেভাবে তিনি তা সম্পাদন করেছেন। স্বর্গীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কত না বিস্ময়করভাবে কাজ করে থাকে! ন্যায় বিচার ও দয়ার মধ্যে এক সন্তোষজনক সমন্বয় সাধিত হয়ে থাকে, ঈশ্বর তাঁর বিধানের মর্যাদা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সাথে পাপীদের মন পরিবর্তন ও তাদের পরিত্রাণও একই সাথে সুনিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

৪. আরেকটি যে সুযোগের কথা প্রেরিত পৌল এখানে উল্লেখ করেছেন এবং ঈশ্বরের প্রতি আশীর্বাদবাণী উচ্চারণ করেছেন তা হচ্ছে এই – ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর ইচ্ছার নিগূঢ়তত্ত্ব জানিয়েছেন (পদ ৯), অর্থাৎ তিনি তাঁর মঙ্গল ইচ্ছার কথা মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন, যা তিনি বহু আগেই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন ও তা গোপন করে রেখেছিলেন। আর এখন পর্যন্ত তা পৃথিবীর এক বিরাট অংশের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়েছে। খ্রীষ্টের কাছে

এর জন্য আমরা দায়বদ্ধ, যিনি তাঁর পিতার অনন্তকালীন ক্রোড়ে আমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থানের কথা আমাদের কাছে ঘোষণা করেছেন। তাঁর উত্তম পরিকল্পনা অনুসারে মানুষের উদ্ধারের জন্য তাঁর সমস্ত গোপন মন্ত্রণা, যা তিনি সম্পন্ন করবেন বলে উদ্দেশ্য স্থির করেছেন বা সঙ্কল্প করেছেন, তা কেবলই তাঁর কারণে ও তাঁর দ্বারা ঘটেছে, অন্য আর কারও জন্য বা অন্য আর কারও দ্বারা নয়। এই প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর ইচ্ছার নিগূঢ় রহস্য আমাদেরকে জ্ঞাত করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রচুররূপে তার দ্যুতি ছড়িয়েছে। এটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (পদ ১৩) সত্যের বাক্য হিসেবে ও আমাদের পরিত্রাণের সুসমাচার হিসেবে। এর প্রত্যেকটি কথা সত্য। এতে আমাদের জন্য রয়েছে সবচেয়ে ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলো, যা আমরা এখান থেকে শিক্ষা পাই। ঈশ্বরের সুস্পষ্ট প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে এর নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে ও সীলমোহর করা হয়েছে, যাতে করে স্বর্গীয় সত্যের খোঁজ করার জন্য আমাদের যেন অন্য কোথাও আর যেতে না হয়। এটি আমাদের পরিত্রাণের সুসমাচার: এটি পরিত্রাণের সুসমাচার ঘোষণা করে এবং এর মাঝে আমাদের জন্য যে সুযোগ রয়েছে তার প্রস্তাবনা রাখে। এই প্রস্তাবনার প্রতি যে পথ রয়েছে তার দিকেই তা নির্দেশ করে। মহান পবিত্র আত্মা এই সত্য বাক্যের পাঠ ও এর পরিচর্যার মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মার প্রতি এই পরিত্রাণের কার্যকারিতা দান করে থাকেন। কত না গৌরবময় এক পুরস্কার এই সুসমাচার আমাদের জন্য, কত না অনুগ্রহপূর্ণ আমাদের ঈশ্বর যিনি আমাদেরকে তা দান করেছেন! এ যেন অন্ধকারে পথ দেখানো একটি বাতি, যার জন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না, যার প্রতি আমাদের অবশ্যই অবধান করা উচিত।

৫. খ্রীষ্টের সাথে ও খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সংযোগ সাধন এক দারুন সুযোগ, এক চমৎকার আত্মিক আশীর্বাদ এবং অন্য আরও অনেক অনুগ্রহের ভিত্তি। ঈশ্বর তাঁর নিরূপিত কালে এই পরিকল্পনা করেছিলেন যে, সমস্ত কিছুই তাঁতে সংগ্রহ করা যাবে (পদ ১০)। স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সমস্ত প্রকাশ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই। সকল প্রকার ধর্ম তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। যিহূদী ও অযিহূদীরা প্রত্যেকে যীশু খ্রীষ্টের সাথে নিজেদেরকে সংযুক্ত করার মধ্য দিয়ে একত্রিত হয়েছিল। তাঁতেই স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুতে এক করা যায়। স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝে শান্তি স্থাপিত হয়, মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁরই মধ্য দিয়ে। স্বর্গদূতদের অগণিত বাহিনী খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই মণ্ডলীর সাথে এক হয়েছে। ঈশ্বর নিজে এই উদ্দেশ্য স্থির করেছিলেন। তিনি এই লক্ষ্য স্থাপনের সময় এটাও স্থির করেছিলেন যে, সময় পূর্ণ হলে তিনি তাঁর পুত্র খ্রীষ্টকে প্রেরণ করবেন, ঠিক যে সময় ঈশ্বর আগে থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন ও ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রকাশ করেছেন।

৬. অনন্তকালীন উত্তরাধিকার হচ্ছে সেই মহান আশীর্বাদ যা আমরা খ্রীষ্টের কারণে পেয়েছি: খ্রীষ্টে আমরা একটি উত্তরাধিকারও লাভ করেছি, পদ ১১। স্বর্গ হচ্ছে সেই উত্তরাধিকার, যার আনন্দ ও সুখভোগ একটি আত্মার জন্য যথেষ্ট। আমরা তা পেয়েছি এ কথায় উত্তরাধিকারে আদলে, পিতার কাছ থেকে সন্তানদের জন্য প্রদত্ত উপহার হিসেবে। প্রথমে আমরা তাঁর সন্তান, তারপরে উত্তরাধিকারী। আমরা তাঁর কাছ থেকে যে সকল আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করেছি তার সবই অতি ক্ষুদ্র মনে হবে, যদি আমরা তাঁর দত্ত উত্তরাধিকারের

সাথে তা তুলনা করি। একজন উত্তরাধিকারী যখন নাবালক থাকে, তখন সে সব উত্তরাধিকার অর্থহীন বলে মনে হয়, যা তার উপযুক্ত বয়সের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা এই উত্তরাধিকার লাভ করেছে, যা তাদের অধিকারে রয়েছে, কিন্তু একমাত্র নির্দিষ্ট সময়টি অতিক্রান্ত হলে পরেই তারা প্রকৃত অর্থে তা উপভোগ করতে পারবে। তখন খ্রীষ্ট থাকবেন তাদের মস্তক এবং তাদের প্রতিনিধি।

৭. পবিত্র আত্মা নিজে তাদের এই আশীর্বাদের জন্য তাদেরকে বায়না দিয়েছেন। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, *সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা তোমাদের সীলমোহর করা হয়েছে* (পদ ১৩)। পবিত্র আত্মা স্বয়ং পবিত্র এবং তিনি আমাদেরকেও পবিত্র করতে পারেন। তাঁকে বলা হয়ে থাকে প্রতিজ্ঞার আত্মা, কারণ তিনি আমাদের কাছে সকল প্রতিজ্ঞা করে থাকেন। আমাদেরকে পবিত্র আত্মার প্রতিজ্ঞায় সীলমোহরকৃত করা হয়েছে। বিশ্বাসীদেরকে তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের জন্য সীলমোহরাঙ্কিত করা হয়ে থাকে; যার অর্থ ঈশ্বরের উদ্দেশে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করে রাখা। আমরা যে তাঁরই সন্তান ও তাঁরই অধিকার, তা বোঝানোর জন্যই পবিত্র আত্মা আমাদেরকে পৃথক করে রাখেন। সেই আমাদের উত্তরাধিকারের বায়না হিসেবে দান করা হয়েছে, পদ ১৪। বায়না হচ্ছে মূল্য প্রদানের একটি অগ্রিম অংশ এবং পুরো অর্থটি যে প্রদান করা হবে, এটি তারই নিশ্চয়তা। পবিত্র আত্মার দানও আমাদের জন্য তেমনিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। পবিত্রকারী ও সান্ত্বনাদানকারী হিসেবে তাঁর সকল কাজ ও সেসবের প্রতিক্রিয়া অঙ্কুরিত ও মুকুলিত হয় এই বায়না দানের মধ্য দিয়েই। এই আত্মার আলোবর্তিকা হচ্ছে এক চির ভাস্বর ও উজ্জ্বল আলোরই বায়না, প্রতিশ্রুতি। পবিত্রীকরণ হচ্ছে এক পরিপূর্ণ পবিত্রতার বায়না এবং তাঁর সকল সান্ত্বনা হচ্ছে চিরকালীন আনন্দের বায়না। যাদের জন্য এই উদ্ধার ও পরিত্রাণ ক্রয় করে আনা হয়েছে তারা যে পর্যন্ত না তা লাভ করে সে পর্যন্ত পবিত্র আত্মাকে আমাদের জন্য বায়না হিসেবে রাখা হবে, যেন তা উত্তরাধিকারীদের জন্য নিশ্চয়তাস্বরূপ হয়। খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা তাদের জন্য এই পরিত্রাণ ক্রয় করা হয়েছে। এই পরিত্রাণ পাপের কারণে বন্ধক রাখা হয়েছিল এবং তা অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের আমাদের জন্য তা পুনরুদ্ধার করেছেন। লক্ষ্য করুন, এই সমস্ত কিছু থেকে আমরা এক মহান অনুগ্রহপূর্ণ দানের নিশ্চয়তা পাই, যার নিশ্চয়তা দিচ্ছেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা।

প্রেরিত পৌল মানব জাতির প্রতি এই সকল আত্মিক সুযোগ দানের কথা ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনের কথা উল্লেখ করেছেন, আর তা হচ্ছে – *যেন আমরা সকলে আমাদের পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের গৌরব ও প্রশংসা করি, যারা সর্বপ্রথম যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি*। এখানে আমরা বলতে বোঝানো হয়েছে যাদের কাছে সুসমাচার সর্বপ্রথম প্রচার করা হয়েছে এবং যারা সর্বপ্রথম যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিল এবং তাদের আশা ও আস্থা স্থাপন করেছিল। লক্ষ্য করুন, অনুগ্রহ লাভে জ্যেষ্ঠতা এক অনবদ্য প্রাপ্তি: *তাঁরা আমার আগে বিশ্বাস করেছেন*, এ কথা বলেছেন স্বয়ং প্রেরিত পৌল (রোমীয় ১৬:৭)। যারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কাল যাবৎ খ্রীষ্টের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসছেন, তাদের ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার বিশেষ কারণ রয়েছে। তাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাসে শক্তিশালী হতে হবে এবং আরও কার্যকরভাবে তাঁর প্রশংসা

করতে হবে। এটাই আমাদের সকলের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এর জন্যই আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ কারণেই আমাদেরকে পরিত্রাণ করা হয়েছে। এটাই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মহান উদ্দেশ্য। ঈশ্বর আমাদের জন্য যা কিছু করেছেন তার সব কিছুর মূলে রয়েছে এই উদ্দেশ্যটি: *তাঁর মহিমার প্রশংসার জন্য*, পদ ১৪। তাঁর আকাঙ্ক্ষা হল এই যে, তাঁর অনুগ্রহ ও ক্ষমতা ও অন্য সকল নিখুঁত বৈশিষ্ট্য যেন এর মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে দৃশ্যনীয় ও সুখ্যাতি সম্পন্ন, সেই সাথে মানব সন্তানরা যেন তাঁকে গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত করে।

## ইফিষীয় ১:১৫-২৩ পদ

আমরা এই অধ্যায়ের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি, যেখানে রয়েছে ইফিষীয়দের পক্ষ হয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌলের একাগ্র প্রার্থনা। যে ব্যক্তিদের জন্য আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই তাদের জন্য আমাদের উচিত প্রার্থনা করা। আমাদের প্রেরিত পৌল ঈশ্বরকে আশীর্বাদযুক্ত করেছেন ইফিষীয়দের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ দানের কারণে। এরপরেই তিনি প্রার্থনা করে বলেছেন যে, তিনি তাদের জন্য আরও কিছু করতে চান। তিনি তাদের প্রতি দত্ত আত্মিক সকল আশীর্বাদের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন ও প্রার্থনা করেছেন যেন তাদেরকে তা আরও বেশি পরিমাণে দেওয়া হয়; কারণ ইস্রায়েলের *গৃহে এই সকল দানের জন্য ঈশ্বরের কাছে যাচঞা করা হবে, যেন তিনি তাদেরকে তা দান করেন*। তিনি তাঁর পুত্রের, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের হাতে আমাদের জন্য এই সকল বিশেষ আত্মিক আ-শীর্বাদ গচ্ছিত রেখেছেন। কিন্তু এরপর তিনি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে তা প্রার্থনার মাধ্যমে নিয়ে নেই, তা অর্জন করি। এক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু কোন অংশ বা কোন ভাগ্য নেই, বিশ্বাস ও প্রার্থনা ব্যতীত অন্য আর কোন কিছু দিয়ে আমরা তা দাবী করতে পারি না। তাদের জন্য প্রার্থনা করার একটি কারণ ছিল এই যে, তিনি তাদেরকে ভাল বলে জানতেন। যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস *এবং সমস্ত পবিত্র লোকের প্রতি ভালবাসা* তাদের মধ্যে ছিল, পদ ১৫। খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস ও পবিত্র লোকদের প্রতি ভালবাসাকে সকল প্রকার অনুগ্রহ লাভের কারণ বলে ধার্য করা হবে। পবিত্র লোকদের প্রতি ভালবাসার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা। যারা পবিত্র লোকদেরকে ভালবাসা করেন, ভালবাসেন, তারা সমস্ত পবিত্র লোকদেরই ভালবাসেন। অনুগ্রহে তারা যত দুর্বলই হোন না কেন, এই পৃথিবীতে তারা যত হীন-দরিদ্রই হোন না কেন, সামাজিকভাবে যত নিচু স্তরের ও নগণ্যই হোন না কেন, তারা সব সময়ই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র।

তাদের জন্য প্রার্থনা করার আরেকটি কারণ হচ্ছে এই যে, তারা এই পরিত্রাণের উত্তরাধিকারের বায়না পেয়েছিল। এই বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করতে পারি পূর্ববর্তী অংশের সাথে এই বাক্যাংশগুলোর সংযুক্তি লক্ষ্য করে। অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অংশের পরবর্তী কথাগুলো কল্পনা করলে এমনটা মনে করা যেতে পারে, “হয়তোবা তোমরা ভাববে যে, বায়না একবার গ্রহণ করার মানে হচ্ছে ওটা সবসময় তোমাদের অনুসরণ করতে থাকবে,

যার কারণে তোমরা এতটাই আনন্দিত ও সুখী হয়েছ যে, তোমরা আর এ বিষয়ে কোন যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন বোধ কর নাঃ তোমাদের নিজেদের জন্যও প্রার্থনা করার দরকার নেই, আমারও তোমাদের জন্য প্রার্থনা করার দরকার নেই।" কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি পৌল যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু: *আমিও তোমাদের জন্য ধন্যবাদ আদায় করতে ক্ষান্ত হই না, আমার প্রার্থনার সময়ে তোমাদের কথা স্মরণ করি*, পদ ১৬। তিনি যখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন তাদের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ বর্ষণ করার জন্য, সে সময়ও তিনি এই প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকেন না যে, প্রভু যেন প্রতিনিয়ত তাদেরকে আশীর্বাদ করেন (পদ ১৭), যেন তিনি আরও বেশি করে তাদেরকে পবিত্র আত্মার উপহার দান করেন। লক্ষ্য করুন, এমন কি সবচেয়ে উত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্যও প্রার্থনা করার প্রয়োজন আছে। যখন আমরা আমাদের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বন্ধুদের কোন মঙ্গলের কথা শুনব, আমাদের তখন অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত হবে, যাতে করে তারা আরও বেশি করে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহে বৃদ্ধি পায়। এখন আমরা দেখব, পৌল ইফিষীয়দের পক্ষ হয়ে ঠিক কী প্রার্থনা করেছিলেন? এমন নয় যে, তারা নির্যাতন থেকে মুক্ত হোক; এমন নয় যে তারা এই পৃথিবীর ধন-সম্পদ, সম্পদ বা সুখভোগের অধিকারী হোক। কিন্তু তিনি আরও মহান যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করেছেন তা হচ্ছে, তাদের উপলব্ধির চোখ যেন খুলে যায় এবং তাদের জ্ঞান যেন আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি তাদের বাস্তব ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কথা বুঝিয়েছেন। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও সান্ত্বনার মধ্য দিয়ে তাদের উপলব্ধি ও জ্ঞান এক ভিন্ন আলোতে উপনীত হবে। এভাবে তারা মহান পরিত্রাণের দান অধিকার হিসেবে অর্জন করে নিতে পারবেন। শয়তান এক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে। সে ইন্দ্রিয় ও কামনা-বাসনার অধিকারী হতে বলে; যেখানে খ্রীষ্ট আমাদেরকে আহ্বান জানান জ্ঞানে বৃদ্ধি লাভ করার জন্য। লক্ষ্য করে দেখুন:-

ক. কখন এই জ্ঞান আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরের কাছ থেকে পাব, পদ ১৭। আমাদের প্রভু হলেন জ্ঞানের ঈশ্বর। তাঁর কাছ থেকে যে জ্ঞান আসে তার চাইতে উৎকৃষ্ট আর কোন জ্ঞান নেই, কারণ তিনি *আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর (পদ* ৩) এবং *মহিমার পিতা*। ঈশ্বর নিজে সর্ব গৌরবে অসীম মহিমান্বিত ও ভাস্বর, কিন্তু তথাপি তিনি চান যেন তাঁর সৃষ্টিকুল তাঁর প্রশংসা, গৌরব ও মহিমা করে। তিনি সেই সমস্ত গৌরবের রূপকার, যে গৌরব ও মহিমায় তাঁর পবিত্র লোকেরা ভূষিত হয়ে থাকেন। জ্ঞানের আত্মা দান করার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে জ্ঞান দান করে থাকেন; কারণ ঈশ্বরের আত্মা হলেন পবিত্র লোকদের শিক্ষাদাতা। তিনি হলেন প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশের আত্মা। আমরা বাক্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার প্রত্যাদেশ পেয়েছি; কিন্তু তাতে কি কোন লাভ হবে, যদি আমাদের অন্তরে জ্ঞানের আত্মা না থাকে? যে আত্মা আমাদেরকে পবিত্র শাস্ত্রের মহান বাক্য গ্রহণে আহ্বান জানিয়েছেন, সেই একই আত্মা যদি আমাদের অন্তর থেকে অজ্ঞানতার পর্দা সরিয়ে না দেন এবং আমাদেরকে সঠিকভাবে তা উপলব্ধি করার মত জ্ঞান না দেন, তাহলে আমরা কখনোই এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারব না। *তাঁর জ্ঞান লাভ করা* বা তাঁর সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান লাভে পরিপূর্ণ হওয়া; খ্রীষ্ট সম্পর্কে শুধুমাত্র চোখের দেখা কোন ধারণা নয়, বরং তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও তাঁর প্রতি পূর্ণ বাধ্যতা। এতে

করে আমাদের পক্ষে জ্ঞানের ও প্রত্যাদেশের আত্মার সাহায্য লাভ করা সম্ভব হবে। এই জ্ঞানই আমাদেরকে সর্ব প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে। তিনি প্রার্থনা করেছেন যেন তাদের *হৃদয়ের চোখ আলোকময় হয়*, পদ ১৮। লক্ষ্য করে দেখুন, যারা তাদের চোখ খুলে রেখেছে এবং যাদের ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা আছে, তাদের তা আরও জানা উচিত ও আরও আলোকিত হওয়া উচিত। তাদের জ্ঞানকে হতে হবে আরও স্পষ্ট, আরও পরিষ্কার এবং আরও বাস্তব। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কখনোই এমনটা ভাবা উচিত নয় যে, তারা যথেষ্ট পরিমাণে ঈশ্বরকে জানতে পেরেছে, বরং তাদের প্রতিনিয়ত আরও পরিষ্কার জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। তাদের উচিত একজন জ্ঞানী ও বিবেচক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়ে ওঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালানো।

খ. তাদের যে বিষয়ে জ্ঞান আরও বাড়ানো দরকার বলে তিনি বিশেষভাবে মনে করেছেন।

১. *তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা*, পদ ১৮। খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস হচ্ছে এক আহ্বান। ঈশ্বর আমাদেরকে এই ধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং এ কারণেই বলা হয়েছে তাঁর আহ্বান। এই আহ্বানে আমাদের জন্য রয়েছে প্রত্যাশা; কারণ যারা ঈশ্বরের সাথে পথ চলে, তাদের মধ্যে একটি আস্থা তৈরি হয়। আমাদের এই আহ্বানের প্রত্যাশা কী তা জানা, ঈশ্বরের লোকদের অপরিমেয় সুযোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের কী কী আশা করার আছে তা সঠিকভাবে জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। স্বর্গীয় পৃথিবীর প্রত্যাশা পোষণ করলে আমাদের পক্ষে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ ও মর্যাদা বজায় রাখা আরও সহজতর হয়ে ওঠে। আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রত্যাশার সবচেয়ে প্রধান বিষয়গুলোর একটি পরিষ্কার উপলব্ধি অর্জনের জন্য এবং তার সাথে পরিপূর্ণভাবে পরিচিত হয়ে ওঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে হবে এবং একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করতে হবে।

২. *পবিত্র লোকদের মধ্যে তাঁর উত্তরাধিকারের মহিমারূপ ধন*। পবিত্র লোকদের জন্য স্বর্গীয় যে উত্তরাধিকার প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তার পাশাপাশি তাদের জন্য বর্তমানে আরও একটি উত্তরাধিকার রয়েছে; কারণ অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে গৌরবের সূচনা ঘটে, আর পবিত্রতার অঙ্কুরেই অনুভূত হয় আনন্দ। এই উত্তরাধিকারে রয়েছে এক অভূতপূর্ব মহিমা, প্রাচুর্যপূর্ণ মহিমা, যা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে ঈশ্বরের চোখে আরও চমৎকার ও সত্যিকার মর্যাদাপূর্ণ করে তোলে। আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের এই মহান নীতি, এই সন্তুষ্টি ও শক্তি সম্পর্কে জানা ও এর স্বাদ নেওয়া আসলেই অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত। এই গৌরবময় উত্তরাধিকার হয়তোবা স্বর্গের পবিত্র ব্যক্তিদের মাঝে অবস্থিত, যেখানে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সম্পদ দিয়ে ঢেলে সাজিয়েছেন, যেন তারা সকলে সেখানে সুখী ও মহিমান্বিত হতে পারে। সেখানে তাঁর সকল পবিত্র লোকেরা সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ও গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে থাকেন। পৃথিবীতে স্বর্গ সম্পর্কিত এই জ্ঞান আমাদের জন্য অত্যন্ত কাম্য এবং তা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। আমাদেরকে পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন, ধ্যান ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই জ্ঞান লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যেন আমরা যথা সম্ভব স্বর্গ সম্পর্কে জানতে পারি, যেন আমরা সেখানে গমনের জন্য প্রস্তুত হই এবং সেখানে বসবাসের জন্য অন্তরে তীব্র

আকাঙ্ক্ষা তৈরি করি।

৩. *আমরা যারা বিশ্বাস করেছি, আমাদের প্রতি তাঁর পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্ব*, পদ ১৯। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ও তাঁর সর্বব্যাপী ক্ষমতার প্রতি এক বাস্তব বিশ্বাস তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ হওয়ার ও তাঁর সাথে পথ চলার জন্য একান্ত অপরিহার্য। আমাদের আত্মায় বিশ্বাসের কাজ শুরু করার জন্য ও তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে মহা ক্ষমতাশালী অনুগ্রহ কাজ করে থাকে, তার সম্পর্কে জানা অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত একটি বিষয়। একটি আত্মার মাঝে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করানো ও তাঁর সমস্ত ধার্মিকতা নিজের মাঝে ধারণের মনোভাব তৈরি করা এবং অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা অন্তরে স্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। এই সমস্ত কাজ আমাদের জীবনে সাধন করার জন্য যে অত্যন্ত মহান ও সর্বশক্তিমান কোন ক্ষমতা কাজ করে থাকে তা বলাই বাহুল্য। প্রেরিত পৌল এখানে অত্যন্ত জোরালোভাবে ও উৎসাহের সাথে তাঁর মনের অনুভূতি ব্যক্ত করছেন। তিনি অনেক সময়ই ঈশ্বরের *পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্ব*কে নানাভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, যে পরাক্রম ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি দেখিয়ে থাকেন এবং যে পরাক্রমের বলে তিনি খ্রীষ্টকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছিলেন, পদ ২০। এটি নিশ্চয়ই সারা পৃথিবীতে সুসমাচারের সত্যের এক মহা প্রমাণ। কিন্তু আমাদের নিজেদের ভেতরে এর যে সকল নিদর্শন দেখা যায় (আমাদের পবিত্রীকরণ ও মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার নিশ্চয়তা হিসেবে খ্রীষ্টের মৃত্যু থেকে জীবন লাভ) সেগুলোই হচ্ছে আমাদের জন্য এর সবচেয়ে বাস্তবিক প্রমাণ। যদিও এটি আরেকজনের কাছে সুসমাচারের সত্য প্রমাণ করতে পারে না, যে কি না আসলে কিছুই জানে না (এখানে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানই সবচেয়ে বড় প্রমাণ), তথাপি সে পরীক্ষামূলকভাবে কথা বলতে সক্ষম, ঠিক সেই সামেরীয়ের মত, "আমরা নিজেরাই তার কথা শুনেছি, আমরা আমাদের অন্তরে এক দারুন জোরালো পরিবর্তন অনুভব করছি।" এমন কথা শুনে আমরাও পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি নিয়ে বলে উঠতে সক্ষম হই, "এখন আমরা বিশ্বাস করেছি ও নিশ্চিত হয়েছি যে, ইনিই সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।" অনেকে মনে করে থাকেন যে, প্রেরিত পৌল এখানে পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্বের কথা বলেছেন, যার দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের দেহকে পুনরুত্থিত করে অনন্ত জীবন দান করবেন। অথবা এটি সেই মহা পরাক্রম, যা খ্রীষ্টকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলার সময় তাঁর ভেতরে প্রবাহিত হয়েছিল। এই পরাক্রমের বলে কবর থেকে পুনরুত্থিত ও জীবিত হয়ে উঠে অনন্ত জীবন লাভ করা, তথা এই মহান পরাক্রমের স্বাদ গ্রহণ করা কত না কাঙ্ক্ষিত!

খ্রীষ্ট ও তাঁর পুনরুত্থান সম্পর্কে কিছু কথা বলার পর প্রেরিত পৌল তাঁর বিষয়বস্তু থেকে কিছুটা সরে এসেছেন এবং তিনি যীশু খ্রীষ্টের অসীম মর্যাদা ও তাঁর উচ্চ অবস্থানের প্রতি তাঁর বিনম্র শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। তিনি স্বর্গে তাঁর *পিতার ডান পাশে বসে আছেন*, পদ ২০,২১। যীশু খ্রীষ্ট সকলের উর্ধ্বে উপনীত হয়েছেন এবং তিনি সকলের  কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছেন, সকলে তাঁর অধীনস্থ হয়েছে। উর্ধ্বস্থিত পৃথিবীর সমস্ত মহিমা এবং উভয় পৃথিবীর সকল ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। পিতা *সবকিছুই তাঁর পায়ের নিচে রাখলেন* (পদ ২২), তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে, গীতসংহিতা ১১০:১। যে সকল প্রাণী তাঁর

অধীনস্থ হবে, তাদেরকে অবশ্যই তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। যদি এর অন্যথা হয়, তাহলে তাঁর শাসনদণ্ডের নিচে ফেলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে ও তাদের ধ্বংস সাধন করা হবে। *ঈশ্বর তাঁকে সকলের উপরে মস্তকস্বরূপ করলেন*। এটি ছিল খ্রীষ্টের প্রতি দত্ত ঈশ্বরের উপহার, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে, তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে আরও প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাঁর জন্য এক আত্মিক দেহ প্রস্তুত করতে। আর এটি ছিল মণ্ডলীর প্রতি দত্ত একটি উপহার, কারণ মণ্ডলীকে এমন এক মস্তক দেওয়া হয়েছিল যিনি এই সকল মহা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে পরিপূর্ণ ছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে *সকলের উপরে মস্তকস্বরূপ* করে বসিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা দ্বারা পূর্ণ করেছিলেন। পিতা পুত্রকে ভালবাসেন এবং তিনি সমস্ত কিছু তাঁর হাতে অর্পণ করেছেন। কিন্তু আমাদের জন্য যে বিষয়টি এই সান্ত্বনাকে পূর্ণতা দান করেছে তা হচ্ছে, তিনি মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। তাঁর উপরে সমস্ত কিছুর দায়িত্বভার ও শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। তাঁকে সকল ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি মণ্ডলীর প্রতি তাঁর দত্ত অনুগ্রহের প্রতি যথাযথ আনুকূল্য বজায় রেখে তিনি তাঁর এই স্বর্গীয় রাজ্যের পরিচালনা কার্য সম্পাদন করতে পারবেন। এ কারণে আমরা জাতিগণের দূতদের কাছে এই জবাব দিতে পারি যে, প্রভু স্বয়ং সিয়োন প্রতিষ্ঠা করেছেন। যে ক্ষমতা এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছে ও এখন পর্যন্ত ধরে রেখেছে, সেই একই ক্ষমতা মণ্ডলীকে সমর্থন যোগাচ্ছে। আমরা এ কথা নিশ্চিতভাবে জানি যে, খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে ভালবাসেন, কারণ এই মণ্ডলী তাঁরই দেহ (পদ ২৩), তাঁর আত্মিক দেহ, যার প্রতিপালন তিনি অবশ্যই করবেন। তাঁর মাঝে যে পূর্ণতা রয়েছে, তাতেই সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট সমস্ত কিছুর পূর্ণতা সাধন করেছেন। তিনি তাঁর মণ্ডলীর সকল সদস্যের ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিখুঁত করে তোলেন, তিনি তাদেরকে তাঁর আত্মায় পরিপূর্ণ করেন, এমন কি ঈশ্বরীয় অনুগ্রহের পরিপূর্ণ করেন (ইফিষীয় ৩:১৯)। আর তথাপি মণ্ডলীর সমস্ত বিষয় তিনি পূরণ করবেন বলে এখানে বলা হয়েছে; কারণ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে খ্রীষ্টের দায়িত্ব সম্পন্ন হয় না যদি তাঁর মণ্ডলীকে তিনি পরিপূর্ণ না করেন, তার অভাবগুলো পূরণ না করেন। কীভাবে তিনি একজন রাজা হবেন, যদি তাঁর কোন রাজ্য না থাকে? তাই খ্রীষ্ট একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তখনই তাঁর পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেন, যখন তাঁর মণ্ডলী পূর্ণতা অর্জন করে।

# ইফিষীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

## অধ্যায় ২

এই অধ্যায়ে আমরা যে বিবরণ দেখতে পাই তা হচ্ছে:-

ক. এই সকল ইফিষীয়দের প্রকৃতিগত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা (পদ ১-৩) এবং আবারও এ বিষয়ে বর্ণনা, পদ ১১-১২।

খ. সেই মহা পরিবর্তন, যা তাদের মধ্যে মন পরিবর্তনকারী অনুগ্রহের কারণে দেখা গিয়েছিল (পদ ৪-১০) এবং আবারও এ বিষয়ক বর্ণনা, পদ ১৩।

গ. সেই মহান ও পরাক্রমশালী সুযোগ, যা বিশ্বাস স্থাপনকারী যিহূদীরা ও অযিহূদীরা উভয়েই খ্রীষ্টের কাছ থেকে পেয়েছিল, পদ ১৪-২২।

প্রেরিত পৌল তাদেরকে এ বিষয় উপলব্ধি করার ও অভিভূত হওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন যে, স্বর্গীয় অনুগ্রহের প্রভাবে তাদের মাঝে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যারা এ ধরনের অনুগ্রহপূর্ণ অবস্থানে উপনীত হন তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একই ধরনের অনুগ্রহের মহান পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। এ কারণে আমরা এখানে মন পরিবর্তন করে নি এমন মানুষের দুর্দশার চিত্র যেমন পাই, তেমনি পাই মন পরিবর্তনকারী আত্মার অপূর্ব আনন্দের চিত্র। এই পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটি চিত্রই তাদের প্রত্যেককে সতর্ক করে তোলার জন্য যথেষ্ট, যারা নিজেদের পাপে এখন পর্যন্ত ডুবে আছে। এতে করে তারা অবশ্যই সেই কারাকূপ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে। ঈশ্বর যাদেরকে স্পর্শ করবেন তারা পাবে অনুপম সান্ত্বনা ও আনন্দ। তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে, তাদেরকে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তা কতটা মহান ও গৌরবময়।

## ইফিষীয় ২:১-৩ পদ

ইফিষীয়দের প্রকৃতিগত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কথা এখানে আংশিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন:-

১. যারা তাদের মন পরিবর্তন করে না, তারা পড়ে থাকে তাদের অপরাধ ও পাপের মাঝে। হ্যাঁ, অপরাধ ও পাপ, যার দ্বারা বোঝানো হয়েছে তাদের সর্বপ্রকার স্বভাবগত ও প্রত্যক্ষ পাপের কথা, তাদের অন্তরের ও তাদের জীবনের সমস্ত অপরাধের কথা। পাপ আসলে আত্মার মৃত্যুস্বরূপ। যেখানে তা দেখা দেয়, সেখানেই তা আত্মিক জীবনের সমস্ত সত্তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। পাপীরা এই পার্থিব জীবন মৃতাবস্থায় কাটায়, তারা যে কোন প্রকার নৈতিকতা ও আত্মিক জীবনে শক্তির ক্ষমতাচ্যুত অবস্থানে থাকে। ঈশ্বরের সাথে তাদের

সমস্ত প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং জীবন-জলের ঝর্ণা থেকে তারা আর পান করতে পারে না। আইনের চোখে তারা মৃত, কারণ তাদেরকে দোষী হিসেবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

২. পাপে পূর্ণ অবস্থা হচ্ছে এই পৃথিবীর কালিমা ও কলুষতায় পূর্ণ অবস্থা, পদ ২। প্রথম পদে প্রেরিত পৌল তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে কথা বলেছেন, আর এই পদে তিনি বলছেন বাহ্যিক অবস্থার কথা: *ঐ সমস্ত পাপে*, ঐ সকল অপরাধ ও কালিমায় তোমরা আগে জীবন-যাপন করতে। পৃথিবীর লোকেরা যেভাবে চলে তোমরাও সেভাবে চলতে। পৃথিবী যে কাজ করে তোমরাও সে কাজ করতে।

৩. আমরা প্রকৃতিগত ভাবেই শয়তান ও পাপের হাতে দাসত্ব বরণ করে থাকি। যারা তাদের অপরাধ ও পাপের মধ্য দিয়ে পথ হাঁটে এবং এই পৃথিবীর মত অনুসারে চলে, তারা বাতাসের অধিপতির ইচ্ছা অনুসারে চলে ও কাজ করে। শয়তান, বা শয়তানদের রাজাকে এভাবেই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মথি ১২:২৪-২৬ পদ দেখুন। পতিত স্বর্গদূতদের বাহিনী একটি শক্তির রূপে একজন নেতার অধীনে একত্রিত হয়েছে। এ কারণে তাকে এখানে একবচন রূপে অন্ধকারের শক্তি নামে অভিহিত করা হয়েছে। বাতাসকে দেখানো হয়েছে তার রাজ্যের সিংহাসন হিসেবে। যিহূদী ও অযিহূদী উভয় জাতিরই এই ধারণা ছিল যে, বাতাস হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আত্মায় পরিপূর্ণ এবং সেখানেই তারা তাদের কাজ চালিয়ে যায় ও নিজেদেরকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে থাকে। শয়তানেরও এই একই ক্ষমতা রয়েছে বাতাসের নিম্ন স্তরে (ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে)। সেখানে সে মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রলোভিত করে থাকে এবং পৃথিবীর প্রতি যতভাবে পারা যায় ক্ষতি সাধন করে থাকে। কিন্তু এটি ঈশ্বরের লোকদের জন্য সান্ত্বনা ও আনন্দের বিষয় যে, যিনি মণ্ডলীর ও সমস্ত কিছুর উপরে মস্তক হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি শয়তানকে পরাজিত করেছেন এবং তাকে শিকলে আবদ্ধ করেছেন। তথাপি দুষ্ট লোকেরা শয়তানের দাস,কারণ তারা তার কথা মত চলে। তারা এই মহা গোলযোগ সৃষ্টিকারীর জন্য তাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছে এবং তাদের সমস্ত কাজ তাকে ঘিরেই তারা পরিচালনা করে থাকে। তাদের জীবন-যাপন প্রণালী ও পন্থা শয়তানের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুসারে এবং তার প্রলোভনে সাড়া দিয়ে চলে। তারা শয়তানের অধীনস্থ এবং তারা তারই ইচ্ছা অনুসারে বন্দী অবস্থায় জীবন কাটায়। সে নিজেকে এই পৃথিবীর অধিপতি বলে দাবী করে। *যে আত্মা অবাধ্যতার সন্তানদের মধ্যে এখন কাজ করছে সেই আত্মার অধিপতি* বলে সে নিজের পরিচয় দেয়। *অবাধ্যতার সন্তান* হচ্ছে তারা, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের অবাধ্য হয় এবং শয়তানের সেবা করে। এক্ষেত্রে সে অত্যন্ত ক্ষমতার সাথে ও কার্যকরভাবে কাজ করে থাকে। বাধ্য আত্মায় যে মঙ্গল বিষয়গুলো থাকে তা নিয়ে যেমন পবিত্র আত্মা কাজ করে থাকেন, তেমনি মন্দ মানুষের আত্মায় যে মন্দ বিষয় থাকে তা নিয়ে কাজ করে থাকে মন্দ-আত্মা। এখনও সে সেই একই কাজ করছে। তবে কেবল এখন নয়, যখন থেকে এই পৃথিবী মহান সুসমাচারের অনুগ্রহপূর্ণ আলোতে উদ্ভাসিত হতে শুরু করেছে, তখন থেকেই সে এ ধরনের কাজ চালিয়ে আসছে। প্রেরিত পৌল আরও বলেছেন, সেই লোকদের মধ্যে আমরাও সকলে আগে নিজ

নিজ দৈহিক অভিলাষ অনুসারে আচরণ করতাম। এখানে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যিহূদীদের প্রতি, যাদেরকে তিনি এখানে প্রকৃতিগতভাবে সবচেয়ে হতভাগ্য ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা মন পরিবর্তন না করা অযিহূদীদের মতই কুটিল ও মন্দ চরিত্রের। তাদের স্বভাব সম্পর্কে তিনি এরপরে আরও কথা বলেছেন।

৪. আমরা স্বভাবগতভাবেই মাংসিক অভিলাষ ও আমাদের মন্দ বাসনার প্রতি ঝুঁকে পড়ি, পদ ৩। দৈহিক ও মনের বিবিধ ইচ্ছা পূর্ণ করার মাধ্যমে মানুষ মাংসিক ও আত্মিক কলুষতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এর থেকেই প্রেরিত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে দূরে থাকতে বলেছেন ও নিজেদেরকে পরিষ্কার রাখতে বলেছেন, ২ করিন্থীয় ৭:১। দেহ ও মনের সমস্ত বাসনা পূরণ করার মধ্যে রয়েছে সেই সকল পাপ ও মন্দতা যা আত্মার নিম্নতর বা উচ্চতর সমস্ত প্রকার সত্তা দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। আমরা এমন সব পাপের মাঝে বেষ্টিত রয়েছি যার প্রতি আমাদেরকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে, যেন তা কোনভাবে আমাদের চরিত্র ও স্বভাবকে আক্রান্ত করতে না পারে। পার্থিব চিন্তা একজন মানুষকে তার পার্থিব ও মাংসিক ক্ষুধা ও অভিলাষের দাসে পরিণত করে ফেলে। *দৈহিক ও মনের বিবিধ ইচ্ছা*, এভাবেই পৌল তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, যা তাদের লালসার মাত্রা ও যারা এই লালসা ধারণ করে তাদের উপরে এর প্রভাব কেমন তা বোঝায়।

৫. *এই স্বভাবের কারণে অন্য সকলের মত আমরাও ক্রোধের সন্তান ছিলাম*। যিহূদীরা তা-ই ছিল, আর অযিহূদী পৌত্তলিকরাও ছিল তা-ই। তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল কেবল কৃষ্টি, প্রথা আর রীতি-নীতির, কিন্তু স্বভাবের দিক থেকে তারা ছিল একই। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের ভেতরে আদিম জান্তব সত্তা ও প্রকৃতিগত প্রবণতা ও লালসা বিদ্যমান ছিল। সমস্ত মানুষই স্বভাবজাত দিক থেকে অবাধ্যতার সন্তান, সেই সাথে তারা ক্রোধেরও সন্তান: ঈশ্বর প্রতিদিন মন্দদের উপরে ক্রোধান্বিত হন। আমাদের অবস্থান ও আমাদের চলার পথ এমনই ক্রোধ পাওয়ার যোগ্য। আমরা ঈশ্বরের সামান্যতম ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতেই নিঃশেষ হয়ে যেতাম, যদি আমাদের প্রতি স্বর্গীয় অনুগ্রহ বর্ষিত না হত। কেন তাহলে পাপীরা ফিরে আসে না সেই মহান আশীর্বাদের দিকে, যার কারণে তারা ক্রোধের সন্তান থেকে পরিণত হয় ঈশ্বরের সন্তানে ও তাঁর গৌরবময় উত্তরাধিকারে! এভাবেই প্রেরিত পৌল এই পদগুলোতে আমাদের প্রকৃতিগত সত্তার দুর্দশার কথা প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীতে আবারও কয়েকটি পদে আমরা তাঁকে এ নিয়ে বিশেষভাবে কথা বলতে দেখি।

## ইফিষীয় ২:৪-১০ পদ

এখানে প্রেরিত পৌল সেই গৌরবময় পরিবর্তনের কথা বলার মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন, যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল মন পরিবর্তনকারী অনুগ্রহের সুবাদে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. কার দ্বারা এবং কীভাবে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল ও কার্যকর হয়েছিল।

১. নেতিবাচকভাবে: *তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি*, পদ ৮। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের মন পরিবর্তন এবং আমাদের চিরকালীন পরিত্রাণ কেবলমাত্র সাধারণ কোন প্রকৃতি প্রদত্ত সক্ষমতা নয়, কিংবা আমাদের কোন গুণাবলী বা দক্ষতাও নয়: তা কাজের ফল নয়, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে, পদ ৯। এই পরিবর্তনগুলো আমাদের কোন কাজের কারণে হয় না। আর এই কারণে এ নিয়ে সকল প্রকার গর্ব ও অহঙ্কার একেবারেই অন্যায্য। যিনি গর্ব করেন তার নিজেকে নিয়ে গর্ব করা উচিত নয়, বরং ঈশ্বরতেই গর্ব করা উচিত। মানুষের নিজের দক্ষতা ও ক্ষমতার কারণে গর্ববোধ করার কোন অবকাশ নেই, যদিও হয়তোবা সে এমন কিছু করেছে যার জন্য সে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রচুর অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভের দাবীদার।

২. ইতিবাচকভাবে: *কিন্তু ঈশ্বর করুণাধনে ধনবান বলে*, পদ ৪। ঈশ্বর নিজে এই মহান ও আনন্দময় পরিবর্তনের রূপকার। তাঁর ভালবাসা আমাদের প্রতি এর পরিপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত। এ কারণেই তিনি আমাদের প্রতি তাঁর করুণা দানের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন। তিনি জানেন আমরা খুব সামান্য প্রাণী, আর তাই তিনি তাঁর ভালবাসা আমাদেরকে দিতে চান। তাঁর দয়া ও করুণার কারণে আমরা তাঁর সামনে নিজেদেরকে নত করতে ও তাঁর প্রতি প্রণিপাত করতে বাধ্য। লক্ষ্য করে দেখুন, ঈশ্বরের ক্ষুদ্র প্রাণীদের প্রতি তাঁর অনন্তকালীন ভালবাসা বা মঙ্গল কামনার উৎসধারা হচ্ছে তাঁর এই করুণা ও দয়া। ঈশ্বরের ভালবাসা হচ্ছে সবচেয়ে মহান ভালবাসা এবং তাঁর দয়া ও করুণা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া ও করুণা। তার মহত্ত্ব অবর্ণনীয় ও মানুষের ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। *অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পেয়েছ* (পদ ৫) এবং *অনুগ্রহে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তোমরা পরিত্রাণ পেয়েছ – তা ঈশ্বরেরই দান* (পদ ৮)। লক্ষ্য করুন, প্রত্যেক মন পরিবর্তনকারী পাপী একেকজন পরিত্রাণপ্রাপ্ত পাপী। তারা সকলে পাপ ও ক্রোধ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাদের সকলকে পরিত্রাণের অধীনে আনা হয়েছে এবং ঈশ্বরের এই অসীম অনুগ্রহই তাদেরকে অনন্তকালীন সুখ ও শান্তি দান করেছে। এই অনুগ্রহ, যা তাদেরকে মুক্তি দান করেছে, তা হচ্ছে ঈশ্বরের অমূল্য মঙ্গলময়তা ও তাঁর আনুকূল্য। তিনি তাদেরকে ব্যবস্থা পালন করার কারণে উদ্ধার করেন নি, বরং খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করার কারণেই করেছেন। এর মধ্য দিয়েই তারা সুসমাচারের এই মহা আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করতে পেরেছে। বিশ্বাস ও পরিত্রাণ এই উভয়ই হচ্ছে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত অমূল্য উপহার। স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই মহা বিশ্বাসের নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয় এবং ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই আমরা মানুষের কাছে আমাদের বিশ্বাসে সাক্ষ্য ও প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারি। তাঁরই কারণে আমরা পরিত্রাণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি এবং স্বর্গীয় সহায়তা ও অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পেয়ে থাকি। ঈশ্বর সকলকে এই আদেশ দিচ্ছেন যেন প্রত্যেকটি মানুষ, তথা সমগ্র মানব জাতি অনুগ্রহের অংশীদার হয়।

খ. এই পরিবর্তন যেখানেই সাধিত হোক না কেন, সেখানেই বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রকৃতিগত অবস্থার দুর্দশার কথা বর্ণিত হয়েছে। এর কোন কোনটি এই অংশে বিবৃত করা হয়েছে এবং অন্যগুলো নিচের আরও কয়েকটি পদের পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. আমরা যারা মৃত ছিলাম তাদেরকে জীবিত করা হয়েছে (পদ ৫)। আমাদেরকে পাপের মৃত্যু থেকে রক্ষা করা হয়েছে এবং একটি আত্মিক জীবনের ভিত্তি আমাদের অন্তরে স্থাপন করা হয়েছে। আত্মার অনুগ্রহ হচ্ছে আমাদের আত্মার এক নতুন জীবন। মৃত্যু এই অনুভূতির পথ রুদ্ধ করে দেয়, এর সমস্ত শক্তি ও প্রভাব সীলবদ্ধ করে দেয়। পাপের তা-ই করে এবং যা কিছু উত্তম তা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু অনুগ্রহ এ সকল অনুগ্রহের বিষয় উন্মুক্ত করে দেয় এবং আত্মাকে আরও বৃদ্ধি দান করে। লক্ষ্য করে দেখুন, মন পরিবর্তনকারী একজন পাপী পরিণত হয় একজন জীবন্ত আত্মায়। সে পবিত্র এক জীবন ধারণ করে, কারণ তার দ্বিতীয় জন্ম হয়েছে স্বয়ং ঈশ্বর হতে। সে ব্যবস্থার প্রতি বাধ্য থেকে জীবন ধারণ করে, কারণ সে ক্ষমা প্রদানকারী ও পবিত্রকারী অনুগ্রহ দ্বারা পাপের দোষ থেকে মুক্তি লাভ করেছে। সে খ্রীষ্টের সঙ্গে জীবিত হয়েছে। আমাদের আত্মিক জীবন সূচিত হয় খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সম্মিলনের মধ্য দিয়ে। তাঁতেই আমরা জীবন পাইঃ *যেহেতু আমি বেঁচেছি, তাই তোমরাও বাঁচবে*।

২. আমাদের মধ্যে যারা কবরপ্রাপ্ত হয়েছে তারা আবারও পুনরুত্থিত হবে, পদ ৬। যা এখনও পূর্ণ হতে বাকি আছে সে বিষয়ে এখানে এমনভাবে বলা হয়েছে যেন তা ইতোমধ্যে সাধিত হয়ে গেছে। যদিও আমরা নিশ্চিত জানি যে, অবশ্যই তাঁর সাথে সম্মিলিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের সকল প্রকার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠব, যাঁকে পিতা ঈশ্বর স্বয়ং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। তিনি যখন খ্রীষ্টকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছিলেন, তখন তিনি কার্যত খ্রীষ্টের সকল শিষ্য ও বিশ্বাসীদেরকেও একই সাথে পুনরুত্থিত করেছেন, কারণ তিনিই ছিলেন তাদের সকলের মস্তকস্বরূপ। যখন তিনি তাঁকে স্বর্গে তাঁর ডান পাশে স্থান দিলেন, তখন তিনি আসলে কার্যত তাঁর সমস্ত বিশ্বাসীদেরকেই সেখানে স্থান দিলেন, কারণ খ্রীষ্ট তাদের সকলের মস্তকস্বরূপ ছিলেন। খ্রীষ্টকে যখন ঈশ্বরের ডান পাশে স্বর্গীয় সিংহাসনে বসানো হল, তখন তিনি অগ্রগামী হয়ে তাঁর লোকদের জন্য স্থান প্রস্তুত করে রাখলেন, যেন তিনি এরপর তাদেরকে নিয়েই সেই স্বর্গীয় মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন ও তাদেরকে তাঁর সাথে আসন গ্রহণ করাতে পারেন। এ কারণে তিনি তাদের আগে পুনরুত্থিত হয়েছেন যেন তারাও তাঁর মত পুনরুত্থিত হতে পারে। তিনি আমাদের *তাঁর সঙ্গে স্বর্গীয় স্থানে বসালেন*। এই উক্তিটিকে অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে। পাপীরা ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে, অপরদিকে পবিত্র আত্মার অধিকারীরা স্বর্গীয় আসনে উপবিষ্ট হবে এবং এই পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে উপনীত হবে। এই পৃথিবী তাদের কাছে কিছুই নয়, যদি অপর পৃথিবীর সাথে তার তুলনা করা হয়। পবিত্র লোকেরা শুধু যে খ্রীষ্টের মুক্ত করা লোক তা নয়, সেই সাথে তারা তাঁর সাথে উচ্চ স্থানে উচ্চীকৃতও হয়েছেন। খ্রীষ্টের আত্মার অনুগ্রহে তারা তাঁর সাথে আরেক নতুন পৃথিবীতে উত্তোলিত হয়ে পদার্পণ করার সুযোগ লাভ করেছেন এবং তারা এখন এর সার্বক্ষণিক প্রত্যাশায় নিমগ্ন রয়েছেন। তারা শুধুমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন তা নয়, তারা তাঁর সাথে উচ্চীকৃতও হয়েছেন যেন তাঁর সাথে রাজত্ব করতে পারেন। তারা খ্রীষ্টের সাথে সিংহাসনে আরোহণ করবেন, যেভাবে তিনি তাঁর পিতার সাথে সিংহাসনে বসেছিলেন।

গ. লক্ষ্য করে দেখুন, এই পরিবর্তনের পরিকল্পনা ও তা সাধনে ঈশ্বরের কত না মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিহিত ছিল:-

১. অন্যদের প্রতি: *যেন খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি তাঁর যে দয়া দেখিয়েছেন তা দ্বারা আগামী যুগ যুগ ধরে তিনি তাঁর অনুপম অনুগ্রহরূপ ধন প্রকাশ করেন* (পদ ৭), যাতে করে তিনি আমাদেরকে তাঁর মহা মঙ্গলময়তা ও দয়ার নিদর্শন ও প্রমাণ দেখাতে পারেন, যা ভবিষ্যত সময়ে পাপীদের মন ফেরানোর জন্য উৎসাহের বিষয় হবে। লক্ষ্য করুন, পাপীদের মন পরিবর্তন ও তাদেরকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের যে মঙ্গলময়তা আমরা দেখি, তা পরবর্তী সময়ে প্রত্যেকের জন্য তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের উপরে আশা স্থাপন করার জন্য এক উপযুক্ত উৎসাহব্যঞ্জক উপকরণ। ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনার মাঝে তা অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেন হতভাগ্য পাপীরা এখান থেকে দারুন উৎসাহ পেতে পারে। এ ধরনের অনুগ্রহ ও দয়ার প্রত্যাশা যদি আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমাদের কি আদৌ কোন হতাশায় নিমজ্জিত থাকা উচিত? যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে, যাঁর মধ্য দিয়ে ও যাঁর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর সকল ভালবাসা ও অনুগ্রহের প্রবাহধারা বইয়ে দেন।

২. মন পরিবর্তনকারী পাপীদের প্রতি: *কারণ আমরা তাঁরই হাতের তৈরি, খ্রীষ্ট যীশুতে সৎকর্মের জন্য সৃষ্ট (পদ* ১০)। আমরা এখানে দেখতে পাই সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের অনুগ্রহ, কারণ আমাদের সকল আত্মিক দান তাঁরই কাছ থেকে এসেছে। আমরা তাঁর হাতের তৈরি। পৌল এখানে সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টির কথা বুঝিয়েছেন; শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে নয়, পবিত্র লোক হিসেবেও। নতুন মানুষ এক নতুন সৃষ্টি এবং ঈশ্বর তার সৃষ্টিকর্তা। এটি এক নতুন জন্ম এবং আমরা সকলে তাঁর ইচ্ছায় জন্মেছি বা আমাদেরকে জন্ম দেওয়া হয়েছে। যীশু খ্রীষ্টতে, অর্থাৎ তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন ও যে কষ্ট ভোগ করেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহপূর্ণ আত্মা দ্বারা যেভাবে আমরা প্রভাবিত হয়েছি। *সৎকর্মের জন্য সৃষ্ট*। প্রেরিত পৌল এর আগে কর্মের বিভেদের ক্ষেত্রে স্বর্গীয় অনুগ্রহ দ্বারা সাধিত পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন, পাছে তাঁর কথা মনে হয় যে তিনি ভাল কাজ করতে নিরুৎসাহিত করছেন। তিনি এখানে লক্ষ্য করেছেন যে, যদিও এই পরিবর্তন বলতে প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তনকে বোঝানো হয় নি (*কারণ আমরা সকলে ঈশ্বরেরই হাতের তৈরি*), তথাপি ঈশ্বর তাঁর নতুন সৃষ্টিতে আমাদের সকলকে ভাল কাজ করার জন্য প্রস্তুত করেছেন ও আমাদের নিয়তি নির্ধারণ করেছেন: *খ্রীষ্ট যীশুতে সৎকর্মের জন্য সৃষ্ট*, যেন আমরা সকলে তাঁর জন্য সেই সকল কাজে ফলবান হই। ঈশ্বর যেখানেই তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা উত্তম নীতি স্থাপন করেছেন, তা আমাদের সৎকর্ম সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে। *এই সৎকর্ম ঈশ্বর আগে প্রস্তুত করেছিলেন*; তিনি এর পরিকল্পনা করেছিলেন ও তা যথা সময়ে সাধিত হওয়ার জন্য স্থির করে রেখেছিলেন। কিংবা কথাগুলোকে এভাবে পড়া যায়, *এই সৎকর্মের জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন*। আমাদের তাঁর মহান ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে দেওয়ার মধ্য দিয়ে, পবিত্র আত্মার সহযোগিতা দানের মধ্য দিয়ে এবং আমাদের মাঝে এমন একটি অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন। পবিত্রতায় অবস্থিতি করার মধ্য দিয়ে আমরা সৎকর্মের পথে চলবো, ঈশ্বরকে দৃষ্টান্তমূলকভাবে গৌরবান্বিত

করবো এবং মহিমায় উদ্ভাসিত করবো।

# ইফিষীয় ২:১১-১৩ পদ

এই পদগুলোতে প্রেরিত পৌল ইফিষীয় প্রকৃতিগত দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। *অতএব স্মরণ কর*, পদ ১১। তিনি যেন এখানে বলতে চেয়েছেন, "তোমাদের স্মরণ করা উচিত যে, তোমরা কোথায় ছিলে এবং এখন যেখানে রয়েছে তার সাথে তুলনা করা উচিত, যেন তোমরা নিজেদেরকে নত কর এবং ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আরও আন্তরিক হও।" লক্ষ্য করুন, মন পরিবর্তনকারী পাপীরা সবসময় প্রকৃতিগতভাবে তারা যে পাপপূর্ণ ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল সেই অবস্থানের উপর তাদের চিন্তা প্রতিফলিত করে থাকে। *জন্মগতভাবে তোমরা অযিহূদী ছিলে*, এর অর্থ হচ্ছে, তারা তাদের প্রকৃতিগত কলুষতার মাঝে জীবন কাটাতো এবং তারা ছিল *তক্‌ছেদ-না-করানো*, অর্থাৎ চুক্তির অনুগ্রহের বাহ্যিক চিহ্ন ও আগ্রহ তাদের ছিল না। "তক্‌ছেদ-না-করানো লোক" বলে অভিহিত করা হত, অর্থাৎ "তোমাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে যিহূদী বলে স্বীকৃত লোকেরা এর জন্য তিরস্কার করতো ও অপমানিত করতো, যারা তাদের তক্‌ছেদ-করানো পরিচয়ের জন্য বাড়তি সম্মান দাবী করতো এবং তারা বাহ্যিক ব্যবস্থা পালন ব্যতীত অন্য আর কিছুর প্রতি গুরুত্ব দিত না।" লক্ষ্য করুন, ভণ্ড শিক্ষকেরা তাদের বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধার উপর নির্ভর করে নিজেদেরকে মূল্যায়ন করে এবং যারা তাদের চেয়ে আপাতদৃষ্টিতে নিচু পর্যায়ের তাদেরকে তিরস্কার ও অপমান করে থাকে, যা একেবারেই অনুচিত। প্রেরিত পৌল বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের আসন্ন দুর্দশার কথা প্রকাশ করেছেন, পদ ১২। "*সেই সময়ে*, যখন তোমরা অযিহূদী ছিলে এবং মন পরিবর্তন না করা অবস্থায় ছিলে।"

১. "খ্রীষ্টবিহীন অবস্থায় ছিলে, খ্রীষ্টের কোন জ্ঞান তোমাদের মধ্যে ছিল না এবং তাঁর প্রতি কোন আগ্রহ বা তাঁর সাথে কোন সম্পর্কও তাদের ছিল না।" এটি মন পরিবর্তন না করা সমস্ত পাপী ও যাদের মধ্যে বিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে এমন সকলের ক্ষেত্রেই সত্যি যে, খ্রীষ্টের প্রতি তাদের সত্যিকার কোন আকর্ষণই নেই। একটি আত্মায় খ্রীষ্টের না থাকাটা নিতান্তই দুঃখজনক বিষয়। তাদের মধ্যে খ্রীষ্ট ছিলেন না।

২. ইস্রায়ে*লের লোক হিসেবে যে অধিকার সেই অধিকারের বাইরে ছিলে*। তারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর কেউ ছিল না এবং খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সাথে তাদের কোন সংযোগ ছিল না। ইস্রায়েলী না হওয়ায় তারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সদস্য হতে পারে নি। খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সদস্য হওয়া এবং এর সদস্যদের সাথে সহভাগিতা রক্ষা করতে পারাটা কোন সামান্য সুযোগ নয়।

৩. *প্রতিজ্ঞাযুক্ত নিয়মগুলোর সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক ছিল না*। অনুগ্রহের চুক্তির মূল বিষয়বস্তু সব সময়ই এক ছিল, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এর সাথে নানা বিষয়ের সংযাগ সাধন করা হয়েছে এবং যুগের আবর্তনে নানা ধরনের পরিমার্জন সাধন করা হয়েছে। এই চুক্তিকেই বলা হয়েছে প্রতিজ্ঞাযুক্ত নিয়ম। এই নিয়ম বা চুক্তিতে যুক্ত রয়েছে প্রতিজ্ঞা বা

শপথ, কারণ প্রতিজ্ঞা করার মধ্য দিয়েই এই নিয়ম স্থাপন করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে এর মাঝে রয়েছে খ্রীষ্টের মহান প্রতিজ্ঞা, তাঁর মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন লাভের প্রতিজ্ঞা। ইফিষীয়রা তাদের অযিহূদী সত্তার কারণে এই প্রতিজ্ঞার নিয়মের সাথে অপরিচিত ছিল। তারা কখনো এ সম্পর্কে জানতে পারে নি, বা ন্যূনতম ধারণাও তাদের ছিল না। মন পরিবর্তন হয় নি এমন সমস্ত পাপীই এই নিয়মের সাথে অপরিচিত, আর এতে তাদের কোন আগ্রহও নেই। যাদের মাঝে খ্রীষ্ট নেই এবং প্রতিজ্ঞার নিয়মের মধ্যস্থতাকারীর প্রতি যাদের কোন আগ্রহ নেই, প্রতিজ্ঞার নিয়মের প্রতিও তাদের কোন আগ্রহ নেই।

৪. *তোমাদের কোন আশা ছিল না*। এর অর্থ হল, এই জীবনে পরে তাদের কোন আশা ছিল না। ঈশ্বরে যদি আশা ও বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তি না থাকে, তাহলে আত্মিক ও অনন্তকালীন আশীর্বাদের জন্যও কোন আশা থাকে না। যারা খ্রীষ্টবিহীন ও প্রতিজ্ঞার নিয়ম যাদের কাছে অপরিচিত, তাদের কোন ভাল আশা থাকতে পারে না। খ্রীষ্ট এবং এই নিয়ম হচ্ছে সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য আশার ভিত্তিস্বরূপ। ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের দূরত্ব ছিল অনেক বেশি: *তোমরা পৃথিবীতে ঈশ্বরবিহীন ছিলে*। তারা যে সকল দেব-দেবতার পূজা করতো, সে সবের কোন একটি সম্পর্কে সামান্য কোন জ্ঞানের অভাব নয়, বরং ঈশ্বর সম্পর্কে কোন কিছু না জেনে এবং তাঁর প্রতি কোন ধরনের নির্ভরতার পরিচয় না দিয়ে ও তাঁর প্রতি কোন ধরনের আগ্রহ প্রকাশ না করেই তারা জীবন কাটাচ্ছিল। এখানে উক্ত শব্দগুলো হচ্ছে *পৃথিবীতে ঈশ্বরবিহীন ছিলে*; কারণ যদিও তারা অনেক দেবতার পূজা করতো, কিন্তু তথাপি তাদের মধ্যে সত্যিকার ঈশ্বর ছিলেন না।

প্রেরিত পৌল এরপরে (পদ ১৩) দেখিয়েছেন যে, কীভাবে তাদের এই অবস্থার একটি সুখকর পরিবর্তন সাধন করা হল: *কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে, এক কালে দূরে ছিলে যে তোমরা– তোমাদের খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা কাছে আনা হয়েছে*। তারা যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে বহু দূরে ছিল। তারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর কাছ থেকে, তাঁর প্রতিজ্ঞার কাছ থেকে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী আশার কাছ থেকে এবং স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে ছিল; তাই বলা যায় তারা সমস্ত মঙ্গলের কাছ থেকে দূরে ছিল, ঠিক যেভাবে অপব্যয়ী পুত্র দূর বিদেশে পিতার কাছ থেকে দূরে অবস্থান করছিল। এর আগের পদগুলোতে এই রূপক চিত্রটি প্রকাশ করা হয়েছে। মন পরিবর্তন না করা পাপীরা নিজেদের ও ঈশ্বরের মাঝে একটি ব্যবধান সৃষ্টি করে: *তার ঔদ্ধত্য তাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো*। "কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা কাছে আনা হয়েছে। মন পরিবর্তন করার সাথে সাথেই তোমরা খ্রীষ্টের সাথে সম্মিলিত হয়েছ এবং বিশ্বাসে তোমরা তাঁর সাথে সংযুক্ত হয়েছ, আর তোমাদেরকে পবিত্র ও উচ্চীকৃত করা হয়েছে।" তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নেওয়া হয়েছে, ঘরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, মণ্ডলীতে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে, অনুগ্রহের চুক্তির আওতায় নেওয়া হয়েছে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন, পবিত্র লোকেরা ঈশ্বরের খুব কাছে অবস্থান করেন। মন্দ লোকদের কাছ থেকে পরিত্রাণ শত হাত দূরে থাকে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য সবসময় সহায় হিসেবে থাকেন। আর এই সমস্ত কিছু সম্ভব হয়েছে খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা, তাঁর কষ্টভোগ ও মৃত্যুর

গুণে সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তি ঈশ্বরের নৈকট্য ও তাঁর অনুগ্রহের মহানুভবতা উপভোগ করতে থাকে, যা সম্ভবপর হয়েছে খ্রীষ্টের মৃত্যু ও আত্মত্যাগের কারণে।

## ইফিষীয় ২:১৪-২২ পদ

এখন আমরা এই অধ্যায়ের শেষ অংশে এসে উপস্থিত হয়েছি, যেখানে আমরা দেখব যিহূদী ও অযিহূদীরা উভয়েই যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে যে মহান ও চির আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ পেতে পারে তার বর্ণনা। প্রেরিত পৌল এখানে দেখিয়েছেন যে, যাদের মধ্যে শত্রুভাব বিরাজ করছিল তাদেরকে আবার পুনর্মিলিত করা হয়েছে। যিহূদী ও অযিহূদীদের মধ্যে এক বিরাট শত্রুভাবাপন্নতা ছিল; ঈশ্বর ও মন পরিবর্তন না করা প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেও এই একই শত্রুভাবাপন্নতা বিরাজ করে। এখন যীশু খ্রীষ্টই আমাদের শান্তি, পদ ১৪। তিনি তাঁর নিজ উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য শান্তি নিয়ে এসেছেন এবং তিনি আমাদের পুনর্মিলন সাধন করতেই এসেছেন।

১. যিহূদী ও অযিহূদীদের মধ্যে পুনর্মিলন সাধন। তিনি উভয়কে এক করে দিয়েছেন। তিনি এই চমৎকার কাজটি সাধন করেছেন, যে কারণে যাদের মাঝে আগে বিরাজ করতো এক চরম দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতা, যারা পরস্পরকে ঘৃণা করতো এবং একে অপরের ছিদ্র অন্বেষণ করতো, তারাই এক হয়েছে এবং এক চিন্তা ও এক মানসিকতার অধিকারী হয়েছে। *তিনিই নিজ দেহে উভয়কে এক করেছেন এবং এই দুইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের যে দেওয়াল আমাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করতো তা ভেঙ্গে ফেলেছেন*, পদ ১৪। তিনি তাঁর দেহে সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করেছেন, যাতে করে তিনি ব্যবস্থাী আইনের সকল বাধা-নিষেধ দূর করে দিতে পারেন। একে বলা হয়েছে ব্যবস্থার *সমস্ত আদেশ ও অনুশাসন*, কারণ এর সাথে যুক্ত ছিল একাধিক বাহ্যিক আইন ও আনুষ্ঠানিকতা, যার সাথে আত্মিক পবিত্রতা ও ভক্তির কোন সম্পর্কই ছিল না। এই সকল অনুশাসন দূর করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্বাসীদের একটি মণ্ডলী প্রস্তুত করেছেন, যেখানে যিহূদী ও অযিহূদীর কোন ভেদাভেদ নেই। এভাবেই তিনি নিজে এই দুটিকে দিয়ে একটি নতুন মানুষ তৈরি করেছেন।

২. ঈশ্বর ও পাপীদের মাঝে একটি শত্রুতা বিরাজ করে। এখানে যিহূদী বা অযিহূদীর ভিত্তিতে বিভেদ করার কোন সুযোগ নেই। আর খ্রীষ্ট এসেছেন সেই শত্রুতাকেই বধ করতে, তাদেরকে ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্মিলিত করতে, পদ ১৬। পাপ ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে প্রবল বিরোধ ও কলহ তৈরি করে। খ্রীষ্ট এই কলহ ও বিবাদকে রুখতে এসেছেন এবং এর সমাপ্তি ঘটাতে এসেছেন। এই কাজের জন্য তিনি যিহূদী ও অযিহূদী উভয়কেই সংগৃহীত করেছেন এবং একটি দেহে এক করেছেন, যেন তারা আর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে উত্থিত না হয়। ক্রুশে নিজ দেহ উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে তিনি এই শত্রুতাকে চিরতরে বিনাশ করে দিয়েছেন। তিনি নিজে হত হয়ে এই শত্রুতার ইতি টেনেছেন, যা ঈশ্বর ও হতভাগ্য পাপীদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। এই উভয় পক্ষই খ্রীষ্টের মৃত্যুতে দারুনভাবে সুফল লাভ করেছে, পদ ১৭। খ্রীষ্ট ক্রুশে হত হয়ে শান্তি ক্রয় করে এনেছেন, যা সমস্ত বিরোধিতাকে

নির্মূল করতে পারে। এই শান্তি ক্রয় করা হয়েছে বলেই যিহূদী ও অযিহূদী উভয়ে এখন বিনামূল্যে ঈশ্বরের কাছে গমন করতে পারে (পদ ১৮): *কেননা তাঁরই দ্বারা*, তাঁরই নামে ও তাঁরই ভক্তির গুণে আমরা ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছি; *আমরা উভয় পক্ষের লোক এক পবিত্র আত্মায় পিতার কাছে উপস্থিত হবার ক্ষমতা পেয়েছি*। ইফিষীয়রা যখন তাদের মন পরিবর্তন করেছিল, তখন তারা যিহূদীদের মত সেই একই আত্মার ক্ষমতায় ঈশ্বরের কছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। যে সম্পর্কে প্রেরিত পৌল তাদেরকে বলেছেন, *অতএব তোমরা আর এখন আগন্তক ও বিদেশী নও*, পদ ১৯। তিনি তাদেরকে এই কথার মধ্য দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, তারা এখন আর ঈশ্বরের স্বর্গীয় ইস্রায়েল রাজ্যের বাইরের কেউ নয়, বরং তারই একটি অংশ, *পবিত্র লোকদের সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের গৃহের লোক*। পবিত্র সহপ্রজা হওয়ার অর্থ হচ্ছে, ইস্রায়েলের নাগরিক হিসেবে তাদের প্রত্যেকের সমান অধিকার ও সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে।

লক্ষ্য করুন, এখানে মণ্ডলীকে একটি নগরের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, যেখানে প্রত্যেক মন পরিবর্তনকারী পাপী অবাধে বিচরণ করতে পারে। একটি বাসগৃহের সাথেও তুলনা করা হয়েছে একে, যেখানে প্রত্যেক মন পরিবর্তনকারী পাপী পরিবারের একজন সদস্য, ঈশ্বরের গৃহের একজন সেবক ও সন্তান। ২০ পদে মণ্ডলীকে একটি দালানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রেরিতরা ও ভাববাদীরা হলেন সেই দালানের ভিত্তিস্তম্ভ। অবশ্য তাদেরকে দ্বিতীয় স্তরের ভিত্তি হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে, কারণ যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং হলেন সেই দালানের প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর প্রধান ভিত্তি। তাঁর এই ভিত্তির উপরে এসে যিহূদী ও অযিহূদীরা একত্রিত হয়েছে এবং একটি মণ্ডলী গঠন করেছে। খ্রীষ্ট তাঁর নিজ শক্তিবলে সেই দালানকে ধারণ করে আছেন: *তাঁতেই সমস্ত গাঁথুনি সংযুক্ত হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে*, পদ ২১। সকল বিশ্বাসী যীশু খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসে একীভূত হয়ে খ্রীষ্টীয় ভালবাসা গঠন করে এবং তাদের প্রত্যেকের মাঝে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী উপাসনালয়ের সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে একটি পবিত্র সমাজ, যেখানে ঈশ্বর ও তাঁর লোকদের মাঝে বিদ্যমান থাকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেখানে তারা ঈশ্বরের কাছে তাদের আত্মিক নৈবেদ্য ও দান-উপহার উৎসর্গ করে এবং সেখান থেকেই ঈশ্বর তাদের উপরে ঢেলে দেনে অবারিত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের ঐশ্বর্য। বিশ্বজনীন মণ্ডলী খ্রীষ্টরূপ ভিত্তিপ্রস্তরের উপরে স্থাপিত হয়েছে এবং খ্রীষ্টরূপ কোণের প্রধান প্রস্তরেই তারা একত্রিত হয়েছে, যার ফলে তারা গৌরবে সুসজ্জিত হয়ে গড়ে তুলেছে মণ্ডলীর চূড়া: *তাঁতে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য তোমাদেরকেও একসঙ্গে গেঁথে তোলা হচ্ছে*, পদ ২২। লক্ষ্য করুন, শুধুমাত্র সার্বজনীন মণ্ডলীকে নয়, একক প্রত্যেকটি মণ্ডলীকেই আলাদা করে ঈশ্বরের মন্দির বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই মন্দির হচ্ছে ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মার আবাসস্থল। ঈশ্বর এখন সমস্ত বিশ্বাসীদের মধ্যে বসবাস করেন। তারা পরিণত হয়েছে ঈশ্বরের জীবন্ত বাসগৃহে, যার পরিচালনায় রয়েছেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা। এই পবিত্র বিশ্বাসীদের সাথে ঈশ্বর চিরকাল বসতি করবেন।

# ইফিষীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

## অধ্যায় ৩

এই অধ্যায়ে দু'টি অংশ রয়েছে:-

ক. পৌল তাঁর নিজের সম্পর্কে ইফিষীয়দের কাছে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি ঈশ্বর কর্তৃক অযিহূদীদের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, পদ ১-১৩।

খ. ইফিষীয়দের জন্য ঈশ্বরের কাছে তাঁর ঐকান্তিক ও আন্তরিক প্রার্থনা, পদ ১৪-২১।

আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি যে, প্রেরিত পৌল পাঠকদের প্রতি তাঁর নির্দেশনা ও পরামর্শ এবং ঈশ্বরের কাছে তাদের প্রতি তাঁর প্রার্থনা ও মধ্যস্থতার এক সংমিশ্রণ এখানে প্রকাশ করেছেন। তিনি জানতেন যে, যাদের জন্য তিনি এই চিঠি লিখছেন এবং তাঁর সকল নির্দেশনা দান করছেন তার সবই মূল্যহীন, যদি ঈশ্বর তাঁকে সাহায্য না করেন এবং এই লেখাগুলো কার্যকরী করে না তোলেন। যীশু খ্রীষ্টের সকল পরিচর্যাকারীর জন্যই এটি এক চমৎকার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত, যেন তারা তাদের পরিচর্যা কাজ করা ও তাতে সাফল্য অর্জন করার জন্য একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করেন, যেন ঈশ্বরের আত্মা সেই কাজে স্পর্শ করেন ও তা সফল করেন।

## ইফিষীয় ৩:১-১৩ পদ

এখানে আমরা দেখি পৌল তাঁর নিজের সম্পর্কে ইফিষীয়দের কাছে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে জানাচ্ছেন যে, তিনি ঈশ্বর কর্তৃক অযিহূদীদের কাছে প্রেরিত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ক. আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, তিনি তাদেরকে সেই নির্যাতন ও কষ্টভোগের কথা জানিয়েছেন, যা তিনি এই পদে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত ভোগ করেছেন, পদ ১। উক্তির প্রথম অংশটি বিগত অধ্যায়ের সুত্র টেনে আনে এবং আমরা তা দু'ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি:-

১. "*এজন্য*, অর্থাৎ এই কারণে – বিগত অধ্যায়ে যে শিক্ষাটি আমি উল্লেখ করেছি সেই শিক্ষা প্রচার করার জন্য এবং সুসমাচারের মহান সুযোগ যে শুধুমাত্র যিহূদীদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং সেই সাথে বিশ্বাসী অযিহূদীদের জন্যও, যদিও তারা তক্‌ছেদবিহীন, এ কথা প্রচার করার জন্য - এজন্যই আমি এখন একজন বন্দী, যীশু খ্রীষ্টে বন্দী। আমি তাঁরই কারণ ও তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করতে গিয়ে কষ্টভোগ করছি। তথাপি আমি তাঁরই বিশ্বস্ত

পরিচর্যাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গিয়েছি এবং তাঁর বিশেষ সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধানে অধীনস্থ হয়েছি। তিনি আমাদের সকল কষ্ট ও দুঃখভোগের মাঝেও আমাকে এভাবে আ-শীর্বাদ করেছেন।" লক্ষ্য করে দেখুন, খ্রীষ্টের দাসরা যদি বন্দীও হন, তথাপি তারা হন খ্রীষ্টেরই বন্দী। তিনি কখনো তাঁর বন্দীদেরকে তুচ্ছ করেন না। তিনি কখনো তাদের মন্দ চরিত্রের জন্য তাদের অমঙ্গল কামনা করেন না, যেখানে এই পৃথিবী সবসময় তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। ঈশ্বর কখনো তাঁর লোকদের খারাপ চান না। পৌল যখন কারাগারে ছিলেন তখন তিনি খ্রীষ্টের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন এবং খ্রীষ্ট তাঁকে তাঁর স্বীকৃতি দিয়েছেন। *তোমরা যারা অযিহূদী, তোমাদের জন্য*। যিহূদীরা তাঁকে নির্যাতন করেছিল ও তাঁকে বন্দী করেছিল, কারণ তিনি ছিলেন অযিহূদীদের কাছে প্রেরিত এবং তিনি তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি যে, খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই সবসময় তাঁর পবিত্র সত্য প্রকাশ করতে হবে, তা অন্যদের কাছে যত তুচ্ছ ও ঘৃণ্যই হোক না কেন এবং এর কারণে তাদেরকে যত নির্যাতন ও কষ্টভোগ করতে হোক না কেন।

২. তাঁর এই উক্তিটিকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:- "*এজন্য*, এ কারণে – যেহেতু তোমরা আর অপরিচিত ও বিদেশী নও (ইফিষীয় ২:১৯), বরং খ্রীষ্টে এক হয়েছ এবং তাঁর মণ্ডলীর অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। আমি পৌল, যীশু খ্রীষ্টে বন্দী আমি তোমাদের জন্য এই প্রার্থনা করছি যে, তোমরা যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত মানুষ হয়ে উঠে সেভাবে কাজ করতে পার এবং একই অনুগ্রহের ভাগীদার হতে পার।" এই উক্তির প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই তিনি নিজেকে প্রকাশ করছেন পদ ১৪ এর বিষয়বস্তু অনুযায়ী, যেখানে তিনি মধ্যবর্তী বেশ কয়েকটি পদের পর আবারও প্রথম পদে যে ধরনের কথা বলছিলেন সেই একই বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলছেন। লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের চিহ্ন পেয়ে থাকেন, তারা প্রয়োজনের সময় অবশ্যই প্রার্থনায় রত হন, যাতে করে তারা সেই অনুগ্রহে আরও পরিপূর্ণ হন ও অগ্রগামী হন এবং সেই অনুগ্রহ অনুসারে কাজ করার জন্য আরও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থাতেও ইফিষীয়দের জন্য ঈশ্বরের কাছে পৌলকে প্রার্থনা করতে দেখে আমাদের শেখা উচিত যে, আমাদের নিজেদের কোন দুঃখ-কষ্ট বা পীড়নের জন্য যেন আমরা কোনভাবেই আমাদের নিজেদের পাশাপাশি অন্যদের জন্য মঙ্গল কামনা করতে ভুলে না যাই এবং আমরা যেন অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে অন্যদের জন্যও প্রার্থনা করি। তিনি আবারও তাঁর নিজ কষ্টভোগের কথা বলছেন: *অতএব আমার প্রার্থনা এই, তোমাদের জন্য আমি যেসব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছি, তাতে যেন নিরুৎসাহ না হও; সেই সব তোমাদের গৌরব* (পদ ১৩)। তিনি যখন কারাগারে ছিলেন, তিনি সেখানে প্রচুর কষ্ট সহ্য করেছেন। যদিও তাদের কারণে তিনি নির্যাতিত হয়েছেন, তথাপি তিনি এতে কখনো নিরুৎসাহিত হন নি, কিংবা তাদের প্রতি বিমুখ হন নি, কারণ তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনে মহা পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ইফিষীয়দের প্রতি পৌলের কত না দয়া ও ভালবাসা ছিল! প্রেরিত পৌল নিজেকে প্রতিনিয়ত সঞ্জীবিত করেছেন ও উৎসাহ দিয়েছেন, যেন তিনি তাঁর এই তীব্র নির্যাতন ও পীড়নে আশা হারিয়ে না ফেলেন ও নিজেকে যেন টিকিয়ে রাখতে

পারেন। আর এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি তাদেরকে বলেছেন যে, তাঁর এই কষ্টভোগ তাদেরই গৌরব, আর তাই এই কষ্টভোগ মোটেও তাদের জন্য নিরুৎসাহব্যঞ্জক কিছু নয়। তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে এ কথা বিবেচনা করতে হবে যে, তাদেরকে যে কারণে পরিচর্যা দান করা হচ্ছে ও পরিচর্যাকারীরা যে কারণে তাদের জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছেন, তার কারণ ছিল তাদের কাছে সুসমাচারের সত্যতা নিরূপণ করা ও তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি সম্পূর্ণভাবে বশ্যতা স্বীকার করানো। লক্ষ্য করুন, শুধুমাত্র খ্রীষ্টের নিজ বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীই নন, সেই সাথে তাদের যারা অনুসারী রয়েছেন তারাও সকলে এই আনন্দ ও গৌরবের অংশীদার হতে পারবেন, যখন তারা সুসমাচার প্রচারের জন্য নির্যাতিত হবেন ও কষ্টভোগ করবেন।

খ. প্রেরিত পৌল তাদেরকে এ কথা জানাচ্ছেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁকে এই দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন। তিনি এই কাজ করার জন্য দারুনভাবে যোগ্য ও উপযুক্ত, কারণ এক বিশেষ প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে তাঁকে এই কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য যোগ্যতা দান করা হয়েছে।

১. ঈশ্বর তাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন: ঈশ্বরের অনুগ্রহের *যে ব্যবস্থা তোমাদের উদ্দেশে আমাকে দেওয়া হয়েছে তার কথা তো তোমরা ইতোমধ্যেই শুনেছ*, পদ ২। তারা যদি এ কথা না শুনতো, তাহলে তিনি এতটা নিশ্চিতভাবে তাদেরকে এই কথাগুলো বলতেন না, বরং তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকত। গ্রীক ইজি শব্দটি অনেক সময় ইতিবাচক উক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমরা এই অংশটি এভাবে পাঠ করতে পারি, *যেহেতু তোমরা এ কথা ইতোমধ্যেই শুনেছ*। অন্যান্য আরও কয়েকটি স্থানের মত এখানেও তিনি সুসমাচারকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের *ব্যবস্থা* নামে অভিহিত করেছেন, কারণ এটি পাপী মানুষের প্রতি স্বর্গীয় অনুগ্রহের দান। পৃথিবীতে অনুগ্রহপূর্ণ যত প্রত্যাদেশ সংঘটিত হয়েছে ও স্বর্গের আনন্দের যত শুভসংবাদ প্রচারিত হয়েছে, তার সবই ঈশ্বরের অনুপম সমৃদ্ধশালী অনুগ্রহের আত প্রকাশের কারণেই হয়েছে। পবিত্র আত্মার হাতেও তা এক মহা মূল্যবান হাতিয়ার হয়ে ওঠে, যার মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের আত্মায় অনুগ্রহের কার্য সাধন করে থাকেন। পৌল তাঁর প্রতি এই মহান অনুগ্রহ বর্ষণের কথা বলছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, ঈশ্বর নিজে তাঁকে সুসমাচার প্রচার করা ও মানুষের কাছে এর শিক্ষা দেওয়ার জন্য কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দিয়েছেন। তাঁকে প্রধানত অযিহূদীদের কাছে পরিচর্যা কাজ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে: *তোমাদের উদ্দেশে আমাকে দেওয়া হয়েছে*। আবারও সুসমাচারের কথা বলতে গিয়ে তিনি উচ্চারণ করেছেন, *সেই অনুসারে আমি সেই সুসমাচারের পরিচারক হয়েছি* (পদ ৭)। এখানে তিনি আবারও তাঁর কর্তৃত্বের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছেন। তাঁকে একজন পরিচারক করা হয়েছে। তিনি নিজেকে পরিচারক করেন নি, তিনি নিজে থেকে এই সম্মান গ্রহণ করেন নি। ঈশ্বর তাঁকে যেটুকু অনুগ্রহ দান করেছেন তিনি সেটুকুই গ্রহণ করেছেন ও ধারণ করেছেন। ঈশ্বর তাঁকে তাঁর কাজ সম্পাদন করার জন্য উপযুক্ত করেছেন ও দক্ষ করে তুলেছেন। আর এভাবেই তিনি পৌলকে গড়ে তুলেছেন অন্যতম সফল একজন প্রেরিত হিসেবে। তিনি যখন সুসমাচার প্রচার করেছেন, তখন ঈশ্বর প্রদত্ত পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়েই করেছেন। তাই তিনি তাঁর এই শ্রম দানে সফলতা অর্জন করেছিলেন। লক্ষ্য করুন,

ঈশ্বর যাদেরকে তাঁর কাজে নিযুক্ত করেন তাদেরকে এই কাজ করার জন্য উপযুক্ত করে তোলা হয় এবং তাদেরকে শক্তি ও সামর্থ্যে পূর্ণ করা হয়। স্বর্গীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের একটি কার্যকর শক্তি এই স্বর্গীয় অনুগ্রহের দান দিয়ে থাকে।

২. ঈশ্বর যেহেতু তাঁকে এ কাজে নিযুক্ত করেছেন, সে কারণে তিনি তাঁকে প্রচুররূপে আ-শীর্বাদযুক্ত করে এই দায়িত্ব পালনের জন্য সম্পূর্ণ যোগ্যতায় পরিপূর্ণ করেছেন, যা তিনি পেয়েছেন খ্রীষ্টের নিকট হতে দত্ত একটি বিশেষ প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে। তিনি সেই নিগূঢ় তত্ত্ব বা রহস্য ও সেই প্রত্যাদেশ উভয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন।

(১) যে রহস্য উন্মোচিত হয়েছে তা হচ্ছে, *ফলত সুসমাচারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট যীশুতে অযিহূদীরাও উত্তরাধিকারের সহভাগী, দেহের একই অঙ্গের সহভাগী ও প্রতিজ্ঞার সহভাগী হয়* (পদ ৬)। এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে বিশ্বাসী যিহূদীদের স্বর্গীয় উত্তরাধিকারে সহ-উত্তরাধিকারী করা হবে। তাদেরকে একই স্বর্গীয় দেহের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সদস্য করা হবে। তারা সুসমাচারের প্রতিজ্ঞায় যিহূদীদের মতই উৎসাহী হয়ে উঠবে, বিশেষ করে পবিত্র আত্মা অবতীর্ণ হওয়ার মহান প্রতিজ্ঞায়। তারা যীশু খ্রীষ্টে একত্রিত হবে, যাঁর মাঝে সকল প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা লাভ করে। এটিই সেই মহান সত্য যা প্রেরিত পৌলের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, আর সেই সত্য হচ্ছে মূলত এই– ঈশ্বর অযিহূদীদেরকে কোন প্রকার ব্যবস্থী বিধানের বাধ্যবাধকতা না মেনে শুধুমাত্র খ্রীষ্টে বিশ্বাস করার মাধ্যমে পরিত্রাণ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন।

(২) এই সত্যের প্রত্যাদেশ সম্পর্কে তিনি কথা বলেছেন, পদ ৩-৫। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, সুসমাচারের মণ্ডলীতে যিহূদী ও অযিহূদীদের সম্মিলন একটি রহস্য, এক বিরাট রহস্য, যা পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হওয়ার বহু আগে ঈশ্বর কর্তৃক পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা বহু যুগ মানুষের জ্ঞানে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিল, তা তিনি এখন তাঁর দাসের মধ্যবর্তী প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে মানব জাতিকে জানতে দিচ্ছেন। দেখুন প্রেরিত ২৬:১৬-১৮। আর এই রহস্যটিকে বলা হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের নিগূঢ়তত্ত্ব, কারণ তিনিই তা উন্মোচিত করেছেন (গালাতীয় ১:১২)। তিনি আরও বলছেন যে, *আগের যুগের মানুষের কাছে সেই নিগূঢ়তত্ত্ব এভাবে জানানো হয় নি, যেভাবে এখন পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে তাঁর পবিত্র প্রেরিত ও ভাববাদীদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে* (পদ ৫)। এর অর্থ হচ্ছে, "এই যুগের ভাববাদীদের কাছে, নতুন নিয়মের ভাববাদীদের কাছে ও প্রেরিতদের কাছে এখন যেভাবে এই নিগূঢ়তত্ত্বের রহস্য উন্মোচন করা হচ্ছে, সেভাবে খ্রীষ্টের আগের যুগে কারও কাছেই প্রকাশ করা হয় নি; কারণ এই নতুন নিয়মের যুগের ভাববাদী ও প্রেরিতরা পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এই মহান সত্য লাভ করেছেন।

গ. প্রেরিত পৌল তাঁর পাঠকদেরকে জানাচ্ছেন যে, কীভাবে তিনি এই পদে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি সমস্ত মানুষের প্রতি, বিশেষ করে সমস্ত অযিহূদীদের প্রতি বিবেচনা করে এ কথাগুলো বললেন।

১. অযিহূদীদের কথা বিবেচনা করেঃ অযিহূদীদের *কাছে আমি খ্রীষ্টের সেই ধনের বিষয়ে*

*সুসমাচার প্রচার করি, যে ধনের অনুসন্ধান করে ওঠা যায় না*, পদ ৮। লক্ষ্য করুন, এই পদে তিনি কতটা নম্রভাবে নিজের সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং যীশু খ্রীষ্টকে কতটা উঁচুতে স্থান দিয়েছেন।

(১) কতটা নম্রভাবে তিনি নিজের সম্পর্কে কথা বলেছেন: *আমি সমস্ত পবিত্র লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম*। প্রেরিত পৌল, যিনি ছিলেন প্রেরিতদের প্রধান, তিনি নিজেকে বলছেন *সমস্ত পবিত্র লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম*। তিনি নিজেকে ছোট করে তুলে ধরেছেন এ কারণে যে, তিনি এর আগে ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের অনুসারীদের প্রতি নির্যাতনকারী। তিনি তাঁর নিজের কাছে ছিলেন অত্যন্ত ক্ষুদ্র একজন ব্যক্তি, যার নিজস্ব কোন যোগ্যতাই নেই। লক্ষ্য করুন, যাদেরকে ঈশ্বর সম্মানজনক দায়িত্ব দিয়ে অগ্রে গমন করান, তাদেরকে তিনি তাদের নিজেদের চোখে ছোট ও ক্ষুদ্র করেন। ঈশ্বর যখন মানুষকে নম্র হওয়ার অনুগ্রহ দান করেন, তখন তিনি তাকে অন্যান্য সকল অনুগ্রহ দান করে থাকেন। তবে এখানে আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যে, কীভাবে পৌল তাঁর নিজের সম্পর্কে কথা বলছেন এবং তাঁর পদ সম্পর্কে কথা বলছেন। তিনি নিজেকে ক্ষুদ্র প্রতিপণ্ন করলেও তাঁর পদমর্যাদার গৌরব তিনি প্রকাশ করেছেন। খ্রীষ্টের একজন বিশ্বস্ত শিষ্যকে সর্বদা নত ও নম্র থাকতে হবে। এমন কি তার পবিত্র পদমর্যাদার সম্মান ও গুরুত্বের প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রকাশ করলেও নিজেকে তার কোনভাবেই বড় করে দেখা চলবে না।

(২) যীশু খ্রীষ্টকে তিনি কতটা উঁচু স্থান দিয়েছেন: খ্রীষ্টের *সেই ধন, যে ধনের অনুসন্ধান করে ওঠা যায় না*। যীশু খ্রীষ্টে যিহূদী ও অযিহূদী উভয়ের জন্যই করুণা, অনুগ্রহ ও ভালবাসার এক অসীম ধনভাণ্ডার নিহিত রয়েছে। অথবা এখানে সুসমাচারের ধনের কথা বলা হয়েছে, যা খ্রীষ্ট প্রদত্ত অমূল্য সম্পদ। এই ধন যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং ক্রয় করেছেন ও বিনামূল্যে বিশ্বাসীদেরকে দান করেছেন। এই ধন এমন যা কেউ কখনো খুঁজে পেতে পারে না। প্রেরিত পৌলের দায়িত্ব ছিল খ্রীষ্টের যে ধন অনুসন্ধান করে ওঠা যায় না, সেই মহা ধনের সন্ধান অযিহূদীদের কাছে জানানো। এটি ছিল তাঁর জন্য এক মহা সম্মানের বিষয় যা তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন: "*আমাকে এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে*; আমি এমন নগণ্য এক প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বর আমাকে এই অনুগ্রহ দান করেছেন।" অযিহূদীদের জন্যও এটি ছিল এক অবর্ণনীয় অনুগ্রহ যে, তাদের কাছে খ্রীষ্টের এই বিরল ধনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

২. সমস্ত মানুষের কথা বিবেচনা করে, পদ ৯। তাঁর কাজ ও দায়িত্ব ছিল সমস্ত মানুষকে এটি দেখানো যে, ঈশ্বরের সেই নিগূঢ়তত্ত্বের পরিকল্পনা কী, পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই যা ঈশ্বর নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, যিনি যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন; দেখুন যোহন ১:৩ পদ: *সকলই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে কিছুই তাঁকে ছাড়া হয় নি*। এ কারণে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, তিনি যিহূদীদের পাশাপাশি অযিহূদীদের জন্যও পরিত্রাণ দান করবেন, কারণ তিনি তাদের উভয়ে স্রষ্টা। প্রেরিত পৌল আরও বলেছেন, *উদ্দেশ্য এই, যেন এখন মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় স্থানের সমস্ত শাসনকর্তা ও ক্ষমতার অধিকারীদের কাছে ঈশ্বরের বহুবিধ প্রজ্ঞা জানানো যায়*, পদ ১০। এটি ছিল

অনেক কারণের মধ্যে একটি, যে কারণে ঈশ্বর মানুষের কাছে এই নিগূঢ়তত্ত্বের পরিকল্পনা উন্মোচন করেছেন, বিশেষভাবে যিহূদীদের পাশাপাশি, ঈশ্বরের নির্ধারিত ইস্রায়েল জাতির পাশাপাশি অযিহূদীদের কাছে, তথা সমস্ত জাতির কাছে এই স্বর্গীয় রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ঈশ্বর অনন্তকাল ধরে এই পরিকল্পনা যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সাধন করার জন্য স্থির করে রেখেছিলেন। মানুষের পরিত্রাণ সাধনের জন্য তিনি তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে যে মহান বিধান স্থাপন করেছিলেন ও এক মহান উৎসর্গের নিয়ম সূচিত করেছিলেন, সেটাই প্রকাশিত হয়েছে এই নিগূঢ়তত্ত্বে। প্রেরিত পৌল আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে এখানে উক্তি করেছেন, *তাঁতেই আমরা তাঁর উপরে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সাহস এবং পূর্ণ ভরসায় ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হবার ক্ষমতা পেয়েছি*, পদ ১২। এর অর্থ এভাবে বলা যায়, "তাঁরই কারণে আমরা নিঃশঙ্কোচে ও নির্দ্বিধায় ঈশ্বরের কাছে আমাদের অন্তর খুলে দিতে পারি, একজন পিতার মত তাঁর কাছে আসতে পারি এবং তিনি যে আমাদের সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনবেন সে নিশ্চয়তা আমরা পেতে পারি। আর এই সমস্ত কিছু তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন যীশু খ্রীষ্টের উপরে আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের মহান মধ্যস্থতাকারী ও আমাদের জন্য অনুরোধকারী হিসেবে তাঁকে আমাদের অন্তরে স্থান দিই।" আমরা ঈশ্বরের কাছে তাঁর কথা শোনার জন্য নম্রতাপূর্ণ সাহস নিয়ে আসতে পারি, কারণ আমরা জানি যে, তাঁর কাছ থেকে ক্রোধযুক্ত অভিশাপ আসার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট নিজে সেই কাজটি করেছেন। আর সেই সাথে আমরা এটাও আশা করতে পারি যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা শান্তিদায়ক ও সান্ত্বনাজনক বাণী শুনব। আমরা ঈশ্বরের সাথে আত্মবিশ্বাস সহকারে কথা বলতে পারি, কারণ আমরা জানি আমাদের ও ঈশ্বরের মাঝে একজন ক্ষমতাধর ও কার্যকর মধ্যস্থতাকারী আছেন, যিনি আমাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে আমাদের পক্ষ হয়ে ওকালতি করছেন।

## ইফিষীয় ৩:১৪-২১ পদ

এখন আমরা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে চলে এসেছি, যেখানে রয়েছে পৌলের স্নেহের পাত্র ইফিষীয়বাসীর জন্য ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আবেদনপূর্ণ ও সদয় প্রার্থনা। এখানে শুরুতেই তিনি উচ্চারণ করেছেন, *এই কারণে*। হয়তো এখানে সরাসরি আগের পদের শেষ অংশের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। সেই অংশটি হচ্ছে – *যেন নিরুৎসাহ না হও*। বা এখানে হয়তো পৌল অধ্যায়টির প্রথম পদে যে বিষয়ে কথা বলছিলেন সেই প্রসঙ্গে আবারও তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন, যেখানে তিনি তাঁর নিজের বন্দীত্ব ও অপমানের কথা বলছিলেন। লক্ষ্য করুন:-

ক. কার কাছে তিনি প্রার্থনা করছেন – ঈশ্বরের কাছে, যিনি *আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা*, যে কথাটি আমরা ১:৩ পদে দেখতে পাই।

খ. প্রার্থনা করার জন্য তিনি কী ভঙ্গি ধারণ করেছিলেন – তাঁর ভঙ্গিটি ছিল অত্যন্ত নম্র ও

শ্রদ্ধাপূর্ণ: *আমি হাঁটু পেতেছি*। লক্ষ্য করুন, যখন আমরা আমাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে আসব, সে সময় আমাদের উচিত হবে আমাদের অন্তর দিয়ে তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করা এবং সবচেয়ে উপযুক্ত ও নম্রতাসূচক ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তি প্রকাশ করা। এখানে আমরা যীশু খ্রীষ্টের নামের উল্লেখ দেখতে পাই, কারণ তাঁর ভালবাসার স্বীকৃতি দান করা ছাড়া আমরা এগোতে পারি না, পদ ১৫। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বজনীন মণ্ডলী দারুনভাবে নির্ভর করে থাকে: *যাঁর কাছ থেকে স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত পরিবার তাদের নাম পেয়েছে*। যিহূদীরা আগে গর্ব করতো এই ভেবে যে, তারা অব্রাহামের বংশধর। কিন্তু এখন যিহূদী ও অযিহূদী উভয়েই খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাদের সত্তা ও পরিচয় খুঁজে পেয়েছে। খ্রীষ্টই এখন আমাদের সকলের পূর্বপুরুষ। অনেকের মতে এখানে স্বর্গে বসবাসকারী পবিত্র ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে, যারা গৌরবের মুকুট পরিধান করেন, সেই সাথে পৃথিবীতে অবস্থানকারী পবিত্র ব্যক্তিদের কথাও বলা হয়েছে, যারা এখানে অনুগ্রহের কার্য সাধন করছেন। তারা সকলে একত্রিত হয়ে একটি এক ও অভিন্ন পরিবার গঠন করেন। আর এই পরিবার গঠিত হয়ে যে নাম ধারণ করে, সেই নাম হচ্ছে "খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী"। তাদেরকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বলে আখ্যা দেওয়াটা সবচেয়ে উপযুক্ত, কারণ যীশু খ্রীষ্টের উপরে তাদের নির্ভরতা ও তাঁর সাথে তাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও সম্পূর্ণ।

গ. প্রেরিত পৌল ঈশ্বরের কাছে তাঁর বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য কী চাইছেন – আত্মিক আশীর্বাদ, যা সর্বোত্তম আশীর্বাদ। তা আমাদের নিজেদের ও আমাদের স্বজনদের জীবনে যেন নেমে আসে, সেজন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত একাগ্রতার সাথে সকলের জন্য প্রার্থনা করা ও আশীর্বাদ কামনা করা।

১. যে কাজের জন্য তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে ও যে কাজে তারা নিযুক্ত হয়েছেন সে কাজ সম্পাদন করার জন্য আত্মিক শক্তি: *যেন তিনি তাঁর মহিমা-ধন অনুসারে তোমাদের এই বর দেন, যাতে তাঁর আত্মার মধ্য দিয়ে তোমাদের অন্তর শক্তিশালী হয়*। এখানে *অন্তর* বলতে আত্মা বোঝানো হয়েছে। *শক্তিশালী হওয়া* বলতে বোঝানো হয়েছে আগের চেয়ে বা বর্তমানের চেয়ে শতগুণে বেশি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বসম্পন্ন হওয়া; এক উচ্চ স্তরের অনুগ্রহ দ্বারা পূর্ণ হওয়া ও দায়িত্ব পালনের জন্য আত্মিক সক্ষমতা অর্জন করা, প্রলোভন মোকাবেলা করার সামর্থ্য অর্জন করা, নির্যাতনের সময় ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হওয়া, ইত্যাদি। প্রেরিত পৌল প্রার্থনা করেছেন যেন এর সবই ঘটে *তাঁর মহিমা-ধন অনুসারে*, বা অন্যভাবে বলা যায় তাঁর মহিমাপূর্ণ ধন অনুসারে – যে অনুগ্রহ, দয়া ও ক্ষমতা ঈশ্বরের মাঝে অবস্থান করে, তা অনুসারেই যেন এই সমস্ত কিছু সাধিত হয়ে থাকে। তা সাধিত হয় সেই পবিত্র আত্মার মাধ্যমে, যিনি ঈশ্বরের লোকদের আত্মায় অনুগ্রহের প্রত্যক্ষ কার্যকারী। এই বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের আত্মা হতে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তা সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত শক্তি, আত্মার সর্বোত্তম ক্ষমতা, বিশ্বাস ও অন্য সকল অনুগ্রহের বল, ঈশ্বরের আদেশ পালনের জন্য ও তাঁর সেবা করার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি এবং আমাদের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী পথে চলার জন্য তীব্র ইচ্ছাশক্তি ও আনন্দময়তা। আর এ কথা বিবেচনা করে আমরা দেখি যে, অনুগ্রহের মহান

কাজ প্রথম যখন শুরু হয়, তার পর থেকেই তা ঈশ্বরের আত্মার আশীর্বাদ ও অনুগ্রহে অবিরামভাবে চলছে।

২. তাদের আত্মায় খ্রীষ্টের অবস্থান, পদ ১৭। খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের আত্মায় বসবাস করেন, যেভাবে তিনি সবসময় তাদের জীবনে ও তাদের কাজে-কর্মে তাঁর আবেশ ছড়িয়ে রাখেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের সকলের অন্তরে আকুল আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে খ্রীষ্ট যেন আমাদের অন্তরে বসবাস করেন। যদি খ্রীষ্টের বিধান সেখানে লেখা থাকে, আর খ্রীষ্টের ভালবাসার ছোঁয়া সেখানে লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই খ্রীষ্ট সেখানে বসবাস করবেন। খ্রীষ্ট প্রত্যেক উত্তম খ্রীষ্টানের অন্তরে তথা আত্মায় আবাস করেন। যে আত্মায় তিনি বাস করেন, সেই আত্মায় তিনি রাজত্বও করেন তাঁর প্রতি স্থাপিত বিশ্বাসের স্থিরতার উপর নির্ভর করে। বিশ্বাস আত্মার দরজা খুলে দেয়, যেন খ্রীষ্টকে সেখানে গ্রহণ করা হয়। বিশ্বাস তাঁকে গ্রহণ করে ও নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে। বিশ্বাসের মাধ্যমেই আমরা খ্রীষ্টে এক হই এবং তাঁর প্রতি আমাদের আত্মাকে নিবেদন করি।

৩. আত্মার মাঝে ধার্মিকতা ও ভক্তিপূর্ণ মনোভাব জাগ্রত করা: *যেন তোমরা ভালবাসায় দৃঢ়রোপিত ও দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হও*, ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের ভালবাসায় সুদৃঢ় অবস্থান নাও, যিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ও সেই সাথে আমাদের সকলের পিতা। অনেকেই ঈশ্বরকে ভালবাসে, কিন্তু তাতে হয়তো সত্যিকারের দৃঢ়তা ও স্থিরতা থাকে না। অনেকে নানা ফাঁকা বুলি ছাড়ে, বড় বড় কথা বলে, কিন্তু আসল মুহূর্তে তাদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে এই প্রত্যাশা মনে ধারণ করতে হবে যে, আমরা যেন ঈশ্বরের ভালবাসায় দৃঢ়রোপিত ও দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হই। অনেকে মনে করেন এখানে তাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা স্থির হওয়া ও দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে, যা তাদেরকে আরও বেশি করে ঈশ্বরের প্রতি ও অন্যদের প্রতি তাদের ভালবাসাকে অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারবে। আমাদের আত্মার ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের ভালবাসা গ্রথিত করার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকাটা কত না চমৎকার, যাতে আমরাও প্রেরিত পৌলের মত করে সবসময় আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত করতে পারি, তিনি আমাকে ভালবেসেছেন! এখন, এই ভালবাসার মনোভাব অর্জন করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা যেন আমরা আমাদের আত্মায় সবসময় ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা বজায় রাখি। এটাই হবে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার প্রমাণ। আমরা তাঁকে ভালবাসব, কারণ তিনি আমাদেরকে প্রথমে ভালবেসেছেন। এই ধারণাটি মাথায় রেখেই তিনি প্রার্থনা করেছেন।

৪. যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসার সাথে তাদের প্রারম্ভিক পরিচয় লাভের জন্য। আমরা খ্রীষ্টের ভালবাসার সাথে যত বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলব, তত বেশি তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা ঘনীভূত হবে এবং যারা তাঁর নিজের লোক, তাদের প্রতিও আমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। আর এর সবই হবে তাঁর কারণে: *যেন তোমরা সমস্ত পবিত্র লোকদের সঙ্গে বুঝতে সমর্থ হও* (পদ ১৮,১৯)। এর অর্থ হচ্ছে সেই ভালবাসা আরও পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা, যা আমাদের জন্য খ্রীষ্টের মাঝে রয়েছে। এ কথা পবিত্র লোকেরা স্পষ্টভাবে জানেন ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উচিত নয়

ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের চেয়েও অধিক জ্ঞান লাভের জন্য লক্ষ্য স্থির করা। বরং ঈশ্বর তাদেরকে দিয়ে যে কাজ করান ও তাদের জন্য যে পরিণতি তিনি লিখে রেখেছেন, তাতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাঁর নামকে ভালবেসে ও ভয়পূর্ণ ভক্তি করেই তাদেরকে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের উচিত সমস্ত পবিত্র লোকদের সাথে ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝতে সমর্থ হওয়ার চেষ্টা করা; অর্থাৎ পবিত্র লোকদেরকে এই পৃথিবীতে যতটুকু জ্ঞান লাভ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন তার চেয়ে বেশি জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা না চালাই। আমরা যেন সর্বশ্রেষ্ঠদের কাতারে দাঁড়ানোর মত প্রত্যাশা বুকে রাখি, কিন্তু তাদেরকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা যেন না ভাবি, কারণ সকল পবিত্র লোকের জন্যও একটি সীমারেখা চিহ্নিত করা আছে। প্রেরিত পৌল কত না চমৎকারভাবে খ্রীষ্টের ভালবাসার কথা আমাদের কাছে প্রকাশ করছেন, যা অত্যন্ত দৃশ্যনীয়। পরিত্রাণ দানকারী এই ভালবাসার পরিমাত্রা আমাদের পক্ষে পরিমাপ করা অসম্ভব: *প্রশস্ততা, দীর্ঘতা, উচ্চতা ও গভীরতা*। এই মাত্রাগুলো পরিমাপ করার মধ্য দিয়ে প্রেরিত পৌল যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসার মহত্ব, তাঁর ভালবাসার অতল ধনশালীতাকে তাৎপর্যময় করে তুলতে চেয়েছেন, *যা আকাশের চেয়েও উঁচু, তা পাতালের চেয়েও গভীর, পৃথিবী থেকেও তার পদন দীর্ঘ, সমুদ্র থেকেও তার পরিসর অনেক বেশি* (ইয়োব ১১:৮,৯)। অনেকে এই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন: এর প্রশস্ততার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি তা সকল যুগের, সকল জাতির ও সকল পদমর্যাদার মানুষের চেয়ে কতটা ব্যাপক বিস্তৃত। এর দীর্ঘতার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি আদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এই ভালবাসার বিস্তৃতি। গভীরতার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝি সবচেয়ে হতভাগ্য অবস্থাতেও আমাদের প্রতি এই ভালবাসার সুপ্রাপ্যতার কথা, যারা পাপের ফাঁদে পড়ে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে তাদের উদ্ধার লাভের সুনিশ্চয়তার কথা। উচ্চতার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি আমাদের চির উচ্চীকৃত ও সুমহান স্বর্গীয় আনন্দ ও গৌরবের কথা। আমাদের উচিত এই ভালবাসাকে অন্তর দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করা। সমস্ত পবিত্র লোক তা অনুধাবন করেছেন এবং এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য; কারণ খ্রীষ্টের ভালবাসার প্রতি তাদের সবসময় তীব্র বিশ্বাস ও আস্থা ছিল: *জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের ভালবাসা, তা যেন জানতে সমর্থ হও* (পদ ১৯)। যদি তা জ্ঞানের অতীত হয়, তাহলে কেমন করে আমরা তা জানতে পারব? আমাদেরকে অবশ্যই কোন কিছু জানার জন্য প্রার্থনা করতে হয় ও অন্তরে তীব্র আকাঙ্ক্ষা রাখতে হয় এবং তারপরও যদি তা আমাদের জানার জন্য অনেক কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে আমাদেরকে আরও বেশি করে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং যে কোন মূল্যে হোক তা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ঈশ্বরীয় ভালবাসার রহস্য কেউই সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে না, এর ব্যাপক বিস্তৃত জ্ঞানের সমাহার কখনো এক সাথে আয়ত্ব করতে পারে না। যদিও যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা সাধারণভাবে ধারণা করতে পারেন ও এর ছায়ারূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে পারেন, তথাপি স্বর্গীয় জ্ঞান পুরোপুরিভাবে অর্জন না করলে কেউই এই ভালবাসার স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন না।

৫. তিনি প্রার্থনা করেছেন যেন তারা সকলে ঈশ্বরের *সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশে পূর্ণ* হয়। এ

এক অভূতপূর্ব অনুভূতির প্রকাশ: পবিত্র শাস্ত্রে এর উল্লেখ না পেলে তা আমাদের ব্যবহার করা উচিত নয়। এই উক্তিটি যেন প্রকাশ করে স্বর্গীয় সত্তার অংশীদার হওয়া এবং আমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন নিখুঁত তেমনি তিনিও নিখুঁত – এই প্রকাশভঙ্গির আরেকটি রূপ। আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারব না, কিন্তু আমরা তাঁর পূর্ণতায় নিজেদেরকে পূর্ণ করতে পারব, কারণ ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে তাঁর সাদৃশ্যে পরিণত করতে চান। ঈশ্বর নিজে যেমন পূর্ণ তেমনি তিনি তাঁর লোকদেরকে পরিপূর্ণ করতে চান। তিনি চান যেন তারা সকলে তাদের যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে তার সবটুকু দিয়ে পরিপূর্ণ হয় এবং তিনি তাদেরকে যে দান ও মেধা দিয়েছেন তার সবটুকু যেন কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে। যারা খ্রীষ্টের অনুগ্রহের পূর্ণতার পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য অনুগ্রহ লাভ করে থাকে, তারা তাদের সামর্থ্য অনুসারে ঈশ্বরের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়। আর এই পরিপূর্ণতা অর্জন করার পথে তারা একে একে অর্জন করতে থাকেন ঈশ্বরের অনুপম শান্তি ও তাঁর মহিমান্বিত জ্ঞান।

প্রেরিত পৌল এই অধ্যায়টি শেষ করেছেন একটি দ্বৈত মতবাদ ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে, পদ ২০,২১। আমাদের প্রার্থনা প্রশংসার মধ্য দিয়ে শেষ করাটাই সবচেয়ে উত্তম। আমাদের অনুগ্রহশীল পরিত্রাণকর্তা আমাদেরকে সেটাই করতে শিখিয়েছেন। লক্ষ্য করুন, তিনি কীভাবে ঈশ্বরের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং ঠিক কীভাবে তিনি তাঁর প্রতি গৌরব মহিমা দান করছেন। তিনি তাঁকে এমন একজন ঈশ্বর হিসেবে বর্ণনা দিচ্ছেন *যিনি আমাদের সমস্ত চাওয়া ও চিন্তার চেয়েও অতিরিক্ত কাজ করতে পারেন*। ঈশ্বরের মাঝে রয়েছে এক অকল্পনীয় অনুগ্রহের পরিপূর্ণতা এবং দয়ার উপস্থিতি, যা সকল পবিত্র লোকদের প্রার্থনাও কখনো শুষ্ক করে ফেলতে পারে না। আমরা তাঁর কাছ থেকে যা কিছু চাই বা চাওয়ার আশা করি না কেন, তারপরও আমাদেরকে ঈশ্বরের আরও দেওয়ার আছে, আরও প্রচুররূপে দেওয়ার আছে। *তোমাদের মুখ উন্মুক্ত কর, যত দূর পর্যন্ত সম্ভব, কারণ তিনি তা প্রচুর পরিমাণে দিয়ে পূর্ণ করবেন*। লক্ষ্য করুন, আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে আমাদের মনের কথা খুলে বলব, তখন আমাদের উচিত তাঁর সর্বশক্তিমান ও সকল অভাব পূরণকারী ক্ষমতার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখা; *যে শক্তি আমাদের মধ্যে কাজ করে, সেই শক্তি অনুসারে*। তিনি আমাদেরকে ইতোমধ্যেই বলেছেন যে, আমাদের কাছে ইতোমধ্যে ঈশ্বরের এই শক্তির প্রমাণ রয়েছে। তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন ও আমাদের মাঝে যা সাধন করেছেন তার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের কাছে তাঁর অনুগ্রহের শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন এবং নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। যে শক্তি এখনও পবিত্র লোকদের জন্য কাজ করে সেই শক্তিই তাদের ভেতরে সঞ্চারিত হয়েছিল। এভাবে ঈশ্বরের বর্ণনা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁকে গৌরব ও মহিমা দান করেছেন। যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে তাঁর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করার জন্য আসি, তখন আমাদের অবশ্যই তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করতে হবে। যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে তাঁর প্রতি গৌরব ও প্রশংসা উচ্চারিত হয়। ঈশ্বরকে প্রশংসিত করার ক্ষেত্রে আমরা তাঁকে সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব ও যথার্থতার জন্য গৌরবে ভূষিত করি। তাঁর সকল কাজ ও সকল চিন্তা গৌরব ও প্রশংসার যোগ্য। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের প্রশংসার পাদপীঠ হচ্ছে মণ্ডলী। ঈশ্বর এই পৃথিবী থেকে যে প্রশংসা ও গৌরব গ্রহণ করে থাকেন

তার সবই আসে খ্রীষ্টের মণ্ডলী থেকে, যা ঈশ্বর গৌরবার্থেই নির্মিত একটি পবিত্র সমাজ, যার প্রত্যেকটি সদস্য তা সে যিহূদী হোক আর অযিহূদী হোক ঈশ্বরের প্রশংসার্থে নিয়োজিত হয়। এই সকল প্রশংসার মধ্যস্থতাকারী হলেন যীশু খ্রীষ্ট। সকল দান ঈশ্বরের কাছ থেকে খ্রীষ্টের হাত হয়ে আমাদের হাতে আসে, আবার সেই একইভাবে আমাদের সকল প্রশংসা ও গৌরব প্রথমে যীশু খ্রীষ্টের কাছে যায় এবং এরপরে তা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায়। যুগে যুগে ও পৃথিবীর শেষ সময় পর্যন্ত ঈশ্বর এভাবে প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত হতে থাকবেন; কারণ চিরকাল এই মণ্ডলীর অস্তিত্ব থাকবে ও মণ্ডলী তাঁর গৌরব করবে, আর তিনি চিরকাল মণ্ডলীর কাছ থেকে প্রশংসা ও গৌরব পেতে থাকবেন। আমেন। এ কথা পূর্ণ হোক; এবং নিশ্চয়ই তা পূর্ণ হবে।

# ইফিষীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

## অধ্যায় ৪

আমরা পত্রটির প্রথম অংশটি অতিক্রম করে এসেছি, যেখানে তিনটি অধ্যায় জুড়ে একাধিক পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কিত সত্যের উপর শিক্ষা আমরা পেয়েছি। এখন আমরা পত্রটির দ্বিতীয়ার্ধে প্রবেশ করেছি। এখানে আমরা দেখতে পাই বিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর এক গুরুগম্ভীর ও গুরুত্ববহ উপদেশ বাণী। পৌলের অন্যান্য পত্রগুলোর মত এই পত্রে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব প্রথম অংশটি হচ্ছে শিক্ষামূলক বা মতবাদভিত্তিক এবং তা মানুষের অন্তরে সুসমাচারের সত্য সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত করে। পরবর্তী অংশটি হচ্ছে বাস্তবভিত্তিক এবং বিশ্বাসীদের জীবন ও সমস্ত জীবন-যাপন প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন নির্দেশনায় পূর্ণ। পৌলের পত্রগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যেন তাদের বিশ্বাসের পূর্ণতা পায় এবং তাদের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী জীবনের ধারা ও চর্চা বজায় রাখে। এর আগে আমরা যা পড়েছি তাতে ছিল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সকল সুযোগ ও অধিকারের কথা, যা আমাদের জন্য এক সান্ত্বনাজনক বিষয়। এরপরে আমরা আমরা যা দেখি তা হচ্ছে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, এর পাশাপাশি আমাদের প্রতি এই সকল অনুগ্রহ দানের বিপরীতে ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে কী দাবি করেন। এই সকল সুযোগ ও দান সংক্রান্ত রহস্য উপলব্ধি করার জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি, আর তা হচ্ছে আমাদেরকে যে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা সহৃদয় অন্তরে, সচেতনভাবে পালন করা। অপরদিকে আমাদেরকে আন্তরিকভাবে সেই শিক্ষার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যা আমাদেরকে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে দান করা হয়েছে। এই শিক্ষা আমাদের জন্য একটি উত্তম ভিত্তিরূপে কাজ করবে, যার উপর নির্ভর করে আমরা আমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে চর্চা করতে সক্ষম হব। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী জীবন-যাপনের চর্চা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই অধ্যায়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানতে পারি:-

ক. সাধারণ অর্থে যা বিবেচ্য, পদ ১।

খ. পারস্পরিক ভালবাসা, ঐক্য ও সাম্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, সেই সাথে সেগুলোর উত্তরণ সাধনের জন্য যথাযথ মাধ্যম ব্যবহার ও লক্ষ্য নির্ধারণ, পদ ২-১৬।

গ. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী শুদ্ধতা ও জীবনের পবিত্রতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও এর সম্পর্কিত আরও আলোচনা (পদ ১৭-২৪) এবং কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ, পদ ২৫-৩২।

# ইফিষীয় ৪:১ পদ

আমাদের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী জীবনে চলার জন্য উদ্দীপনা ও উৎসাহ দানের কথা এই পদে বলা হয়েছে। পৌল এই পত্র লেখার সময় রোমে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। আর সেই সাথে তিনি ছিলেন প্রভুতে বন্দী, যা বোঝায় তিনি একান্তভাবে ঈশ্বরের প্রতি অনুগত ছিলেন তাঁর বন্দী অবস্থাতেও। এ সম্পর্কে আরও দেখুন ৩:১ পদে। তিনি আবারও এই কথাটি উল্লেখ করেছেন এটি দেখানোর জন্য যে, তিনি তাঁর এই বন্দীত্বের কারণে লজ্জিত ছিলেন না, কারণ তিনি খুব ভাল করেই জানতেন যে তিনি কোন দোষী হিসেবে শাস্তি পাচ্ছেন না। আর তাই তিনি যাদের কাছে এই পত্র লিখেছেন তাদের প্রতি তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর অপরিমেয় ভালবাসা ও আশীর্বাদ। এ ছিল এমন এক শিক্ষা যার জন্য কষ্টভোগ করা যথাযোগ্য হবে বলেই তিনি মনে করেছিলেন। সে কারণে তিনি তাদেরকে এই কষ্টকর বন্দীত্বের সময়েও তাঁর সান্ত্বনাসূচক ও ভালবাসায় সিক্ত এই পত্র লিখেছিলেন। এখানে আমরা দেখি একজন হতভাগ্য বন্দীর আকুতি, যিনি ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের একজন অন্যতম অগ্রদূত: "*অতএব প্রভুতে বন্দী আমি তোমাদের কাছে এই বিনতি করছি*। ঈশ্বর তোমাদের জন্য যা করেছেন এবং যে অবস্থায় থাকাকালে প্রভু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলেন ও যে পথে তোমরা চলতে সে কথা চিন্তা কর; কারণ এখন আমি তোমাদের কাছে একটি আর্জি নিয়ে এসেছি। এই আর্জি আমার বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার আর্জি নয়, আমাকে তোমাদের প্রভাব খাটিয়ে কারাগার থেকে বের করে আনার বিনতি নয়, যেটি যে কোন বন্দী তার কোন বন্ধুর কাছে প্রথমেই চেয়ে থাকে। বরং আমি চাই যেন তোমরা নিজেদেরকে উত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠা কর এবং তোমাদের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী জীবন ও আহ্বানের প্রকৃষ্ট রূপ অনুসারে জীবন ধারণ কর: *তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ তার যোগ্যরূপে চল*। যিনি তোমাদের পতিত অবস্থা থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন, তোমাদের পৌত্তলিক পরিচয় মুছে দিয়ে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী পরিচয় দান করেছেন।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অবশ্যই নিজেদেরকে সেই সুসমাচার দ্বারা পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে, যার মধ্য দিয়ে তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে ও এই মহা গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে। এ দু'টোই তাদের একান্ত দায়িত্ব। আমাদেরকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে আহ্বান জানানো হয়েছে; আমাদেরকে অবশ্যই সেই নামের প্রতি সাড়া দান করতে হবে এবং একজন প্রকৃত খ্রীষ্টানের মতই জীবন ধারণ করতে হবে। আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর মহিমার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এই রাজ্য ও তার মহিমার জন্য তাই অবশ্যই আমাদের অন্তরকে নিবিষ্ট করতে হবে এবং নিজেদেরকে উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করে অগ্রগামী হতে হবে।

# ইফিষীয় ৪:২-১৬ পদ

এখানে প্রেরিত পৌল আরও সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর আবেদন প্রকাশ করেছেন। তিনি এই অধ্যায়ে দু'টি বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন:- ভালবাসা, শুদ্ধতা ও পবিত্রতা, যেগুলো অর্জন করার জন্য বিশ্বাসীদেরকে প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে।

আমাদেরকে যে কারণে আহ্বান করা হয়েছে সে অনুসারে আমরা চলতে পারি না, যদি আমরা সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রতি বিশ্বস্ত না হই এবং সকল প্রকার পাপকে আমাদের শত্রু বলে বিবেচনা না করি।

এই অংশে আমরা দেখতে পাই পারস্পরিক ভালবাসা, ঐক্য ও সাম্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, সেই সাথে এগুলোর উত্তরণ সাধনের জন্য যথাযথ পন্থা অবলম্বন ও লক্ষ্য নির্ধারণ। পুরো পবিত্র শাস্ত্রে এই দায়িত্বগুলো আমাদের প্রতি যতটা কঠোরভাবে আরোপ করা হয়েছে, অন্য আর কিছুই তেমনভাবে আরোপিত হয় নি। ভালবাসা হচ্ছে খ্রীষ্টের রাজ্যের বিধান, তাঁর বিদ্যালয়ের পাঠ, তাঁর পরিবারের জীবিকা। লক্ষ্য করুন:-

ক. এই ঐক্য অর্জনের উপায়সমূহ: *সম্পূর্ণ নম্রতা, মৃদুতা ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল; ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল* হও, পদ ২। নম্রতা বলতে আমরা বিনয় বুঝে থাকি; নিজেকে অপরের চেয়ে উঁচু বলে প্রকাশ না করা, যা গর্বের পুরোপুরি বিপরীত। মৃদুতা বলতে বোঝানো হয়েছে আত্মার অসাধারণ আত্মপ্রকাশকে, যা মানুষকে অন্যের মন্দ সাধন করতে অনিচ্ছুক করে তোলে এবং সহজে অন্য কারও প্রতি রেগে ওঠে না বা কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয় না। সহিষ্ণুতা বা দীর্ঘসহিষ্ণুতা বলতে বোঝা যেতে পারে এমন একজন রোগীর কথা, যে ক্ষতের কারণে কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু প্রতিহিংসায় জ্বলছে না। *ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়ার* অর্থ হচ্ছে ভালবাসার নীতি অনুসরণ করে পরস্পরের যে ভুল-ত্রুটিগুলো আছে সেগুলোকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং কোন কিছুর প্রশ্নেই পরস্পরের প্রতি ভালবাসা থেকে সরে না আসা। সর্বোত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের একে অপরের ভার বহন করা প্রয়োজন এবং সর্বদা একে অপরের মঙ্গল সাধনের জন্য সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন, যেন সকলে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়। আমরা সবচেয়ে বেশি যা আমাদের মাঝে দেখি তা হচ্ছে পরস্পরকে ক্ষমা করতে পারাটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। এ কারণে আমাদের অবশ্যই এ কথা ভাবা অতিরঞ্জন হবে না যে, যদি আমরা অন্য কারও মাঝে এমন কোন কিছু খুঁজে পাই যা ক্ষমা করে দেওয়া আসলেই দুষ্কর তথাপি আমাদের উচিত হবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া, যেভাবে আমরা আমাদের নিজেদেরকে ক্ষমা করি। এই বিষয়গুলো যদি আমরা সঠিকভাবে মেনে না চলি তাহলে খ্রীষ্ট -বিশ্বাসীদের মধ্যে একতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। একতার পথে সর্ব প্রথম ধাপ হচ্ছে নম্রতা। নম্রতা ব্যতীত কোন মৃদুতা দেখা যায় না, ধৈর্য ধারণ করা যায় না; বা দীর্ঘসহিষ্ণু হওয়ার প্রশ্নই আসে না; আর এগুলো ছাড়া একতা সাধন করা যায় না। গর্ব ও লালসা শান্তি ভঙ্গ করে এবং যত প্রকার অন্যায় ও অপরাধের জন্ম দেয়। নম্রতা ও মৃদুতা শান্তি ফিরিয়ে আনে ও তা বজায় রাখে। কেবল গর্বের কারণে আসে অসন্তোষ; কেবল নম্রতার সাথে আসে ভালবাসা। যত বেশি নম্র মনের অধিকারী হওয়া যাবে, তত বেশি মানুষকে ভালবাসা যাবে। যে দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে সে দায়িত্ব পালনের পথে আমরা সঠিকভাবে চলতে পারি না, যদি আমরা নম্র না হই ও আমাদের অন্তরে মৃদুতা না থাকে; কারণ যাঁর মাধ্যমে আমাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে, যাঁর জন্য আমাদেরকে দায়িত্ব পালনের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তিনি তাঁর অন্তরের নম্রতা ও

মৃদুতার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। তাই তাঁর কাছ থেকেই আমাদের শেখা প্রয়োজন।

খ. প্রেরিত পৌল আমাদেরকে যে ঐক্যের কথা বলছেন: এটি হচ্ছে *পবিত্র আত্মার ঐক্য*, পদ ৩। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ঐক্যের অবস্থান হচ্ছে আমাদের অন্তরে বা আত্মায়। এটি কোন চিন্তায় অবস্থান করে না, বা কোন বিশেষ প্রতিমূর্তিতে বা কোন উপাসনার ভঙ্গিতেও অবস্থান করে না, কেবলই মানুষের অন্তরে ও আত্মায় বসবাস করে। অন্তরের ঐক্য ও ভালবাসা ঈশ্বরের আত্মা হতে নির্গত হয়। ঈশ্বর নিজে আমাদেরকে তা দান করে থাকেন এবং তাঁর এই দান আমাদের জন্য পবিত্র আত্মার ফল। আমাদের তা সবসময় সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। যদি অন্যরা আমাদের সাথে বিবাদ করতে আসে, আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত তাদের সাথে যেন কোনভাবেই বিবাদ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যদি অন্যরা আমাদেরকে তুচ্ছ করে ও ঘৃণা করে, তাহলে প্রত্যুত্তরে আমাদের আবার তাদেরকে তুচ্ছ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। *শান্তির যোগবন্ধনে* আমাদেরকে একত্রিত হতে হবে। শান্তি হচ্ছে একটি বন্ধন, কারণ তা মানুষকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং তাদেরকে পরস্পরের বন্ধু করে তোলে। একটি শান্তিপূর্ণ সহভাগিতা ও সম্পর্ক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে এক সাথে আবদ্ধ করে রাখে, অপরদিকে অনৈক্য ও বিবাদ তাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরায় ও তাদের অন্তরে ও ভালবাসায় চিড় ধরায়। কতগুলো ছেড়া কাপড় এক সাথে করে বাঁধলে তা শক্তিশালী বাঁধনে রূপ নেয়। শান্তির ঐক্যই হচ্ছে সমাজের শক্তি। এমনটা কল্পনা করা উচিত নয় যে, সমস্ত ভাল মানুষ এবং সমাজের সকল সদস্য সব দিক থেকে একমত হবে এবং সব দিক থেকে সমান হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে একই রকম বিবেক থাকা প্রয়োজন, একই ধরনের মানবতা সম্পন্ন আত্মা থাকা প্রয়োজন ও একই ন্যায় বিচারের মনোভাব থাকা প্রয়োজন। শান্তির ঐক্য তাদের সকলকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করে তুলবে।

গ. যে যথোপযুক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে এই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ঐক্য ও সাম্যকে আরও বেগবান করা প্রয়োজন। প্রেরিত পৌল এই লক্ষ্যে আমাদেরকে বেশ কয়েকটি বিষয় অনুসরণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

১. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী জীবনে আমাদের জন্য যে সকল ঐক্যের চিহ্ন রয়েছে, সেগুলো আমাদের জন্য আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। আমাদের একটিই অন্তর রয়েছে; কারণ *দেহ এক এবং পবিত্র আত্মাও এক*, পদ ৪। একটি দেহে যদি দু'টি আত্মা থাকে তাহলে তা হবে ভয়ানক ব্যাপার। যদি দেহ একটি থাকে, তাহলে সেই এক দেহের যা কিছু রয়েছে তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে একটিই অন্তর, একটিই আত্মা। সার্বজনীন মণ্ডলী হচ্ছে খ্রীষ্টের প্রতীকী স্বর্গীয় দেহ। প্রত্যেক উত্তম খ্রীষ্টানের উচিত এই এক দেহে একীভূত হওয়া, একে অন্যের সাথে সুসমাচারের সহভাগিতায় এক হওয়া, এক আত্মা দ্বারা চালিত হওয়া। এই আত্মা হলেন পবিত্র আত্মা, যিনি দেহকে কর্তৃত্ব করেন ও আমাদেরকে তাঁর বিশেষ দানে সঞ্জীবিত করেন। যদি আমরা খ্রীষ্টের হই, তাহলে আমরা একই আত্মায় চালিত হই এবং আমরা সকলে এক হই। *যেমন তোমরা তোমাদের আহ্বানের একই প্রত্যাশায় আহ্বান লাভ করেছ*। এখানে প্রত্যাশাকে আমাদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে সামনে আনা হয়েছে। একজন মাত্র

খ্রীষ্টে আমরা সকলে বিশ্বাস করি এবং একটিই স্বর্গে গমনের জন্য আমরা প্রত্যাশা করি, কাজেই আমরা অন্তরে সকলে এক। আমাদের প্রভু (পদ ৫) যীশু খ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর মস্তক, যাঁকে ঈশ্বর স্বয়ং এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী তাঁর অধীনস্থ। আমাদের সকলের একটিই বিশ্বাস, আর তা হচ্ছে এই সুসমাচার, যেখানে খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের শিক্ষা আমরা পাই। কিংবা বলা যায়, এটি সেই বিশ্বাসের অনুগ্রহ (খ্রীষ্টতে আনীত বিশ্বাস) যার দ্বারা সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী পরিত্রাণ লাভ করে। একটিই বাপ্তিস্ম আমরা গ্রহণ করেছি, যার মাধ্যমে আমরা সকলে আমাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেছি, যে বাপ্তিস্ম আমরা গ্রহণ করেছি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে। এ হচ্ছে সেই এক সাক্রামেন্ট ভিত্তিক চুক্তি, ঈশ্বরীয় বিধান, যার দ্বারা আমরা নিজেদেরকে প্রভু যীশুও সাথে যুক্ত করেছি। *সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক*, পদ ৬। এক ঈশ্বর, যিনি তাঁর সন্তানদের দ্বারা সৃষ্ট মণ্ডলীর প্রকৃত যে সকল সদস্য তাদের প্রত্যেকের উপর কর্তৃত্বকারী। তিনি সৃষ্টির সূত্রে আমাদের সকলের পিতা। তাঁর সাথে এমনই এক বিশেষ সম্পর্কে আমরা আবদ্ধ। তিনি সকলের উর্ধ্বে। তাঁর মহান বৈশিষ্ট্যের ও সত্তার কারণে তিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের উপরে চিরকাল শাসন ও কর্তৃত্ব করেন। আমাদের প্রত্যেকের মাঝে, সকল বিশ্বাসীদের মাঝে তিনি অবস্থান করেন। আমরা অনেকে থাকলেও তিনি আমাদেরকে এক অন্তর ও এক আত্মা বলে গণ্য করেন ও আমাদের সকলকে এক চোখে দেখেন।

২. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে সকল বিভিন্ন দানে ভূষিত করেছেন সেগুলো বিবেচনা করুন: *কিন্তু খ্রীষ্টের দানের পরিমাণ অনুসারে আমাদের প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহ দান করা হয়েছে*। যদিও খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সদস্যরা নানা বিষয়ে একমত হবেন, কিন্তু কিছু কিছু বিষয় আছে যেখানে তাদের মধ্যে দ্বিমত হবে। তবে এতে করে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক ভালবাসার কোন ঘাটতি পড়বে না, যেহেতু তারা সকলে একই প্রভুর কাছ থেকে এই অবারিত ভালবাসার উৎসধারা লাভ করেছেন। আমাদের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রত্যেককেই দেওয়া হয়েছে অনুগ্রহের একই দান, প্রত্যেককে একই মাত্রায় ও পরিমাণে তা দেওয়া হয়েছে, যেন আমরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারি। আমাদের পরিচর্যাকারীদের প্রত্যেককে অনুগ্রহ দান করা হয়েছে। অনেকে প্রচুর পরিমাণে তা পেয়েছেন, অনেকে একটু কম পরিমাণে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের এই সকল বিভিন্ন দান প্রথম যুগের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য এক দারুন আস্থা ও নির্ভরতার সুযোগ এনে দিয়েছিল। এ ধরনের সফল একজন প্রেরিত হলেন পৌল, যার সহকর্মী ছিলেন আপল্লো। পৌল দেখিয়েছেন যে, তাঁদের দুজনের মধ্যে বিবাদের কোন অবকাশই ছিল না, বরং সমস্ত কাজে তাদের মধ্যে একমত ও সংহতি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা যা করেছেন তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, খ্রীষ্টের *দানের পরিমাণ অনুসারে* তাঁদের *প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহ দান করা হয়েছে*। খ্রীষ্ট যেভাবে সবচেয়ে ভাল বলে বিবেচনা করেছেন, সেভাবেই তিনি তাদের আত্মার দান ও উপহার দিয়েছেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের সকল পরিচর্যাকারী ও খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সমস্ত সদস্য তাদের প্রাপ্ত দান ও উপহারের জন্য যীশু খ্রীষ্টের কাছে চিরঋণী। এ কারণেই তাদের উচিত পরস্পরকে ভালবাসা, কারণ *আমাদের প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহ দান করা হয়েছে*। প্রেরিত পৌল এই সুযোগে কিছু কিছু দানের কথা উল্লেখ করেছেন যা খ্রীষ্টের

উপরে আরোপিত হয়েছিল। আর খ্রীষ্ট সেই সকল দান আমাদের উপরে আরোপ করেছেন, যে বিষয়ে রাজা দায়ূদ বহু আগেই পূর্বাভাস দিয়েছিলেন তাঁর গীতে (গীত ৬৮:১৮): *তুমি ঊর্ধ্বে উঠেছ, বন্দীদেরকে বন্দীদশায় নিয়ে গিয়েছ, মানুষের মধ্যে দান গ্রহণ করেছ*। দায়ূদ যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যে কথা পৌল এই পদে ও পরবর্তী তিনটি পদে পুনরুল্লেখ করেছেন। *তিনি উঠলেন*; এই বাক্য থেকে আমরা বুঝতে পারি পৌল মানবীয় প্রকৃতির পক্ষে গমন করা সম্ভব এমন উভয় স্থানের কথা নির্দেশ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন উর্ধ্বস্থিত স্বর্গের কথা, যেখানে তিনি আরোহণ করেছেন, যেখানে তিনি উচ্চীকৃত ও মহিমান্বিত হয়েছেন। আমাদের গৌরবময় পরিত্রাণকর্তা আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত হয়েছিলেন এবং স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, যেখানে তিনি এখন আমাদের পিতা ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন, যা এই কথাই পুনরায় প্রমাণ করে যে, যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। পৃথিবীর বিখ্যাত বিজয়ী যুদ্ধ-বীরেরা যখন তাদের বিজয়-রথে চড়ে যুদ্ধবন্দীদেরকে শেকলে বেঁধে মহা সমারোহে নগরে প্রবেশ করেন, সেভাবেই খ্রীষ্ট যখন স্বর্গে প্রবেশ করবেন একজন বিজয়ীর বেশে, সে সময় তিনি *বন্দীদেরকে বন্দীদশায়* নিয়ে যাবেন। পুরাতন নিয়মে এই পঙক্তির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি তাঁর সমস্ত শত্রুদের উপরে বিজয় লাভ করবেন, বিশেষ করে যারা এর আগে অন্যদেরকে বন্দী কর রাখত; দেখুন বিচারকর্তৃকগণ ৫:১২। তিনি তাদেরকে জয় করেছেন, যারা আমাদেরকে পরাজিত করেছিল; যেমন পাপ, শয়তান ও মৃত্যু। তিনি এই সমস্ত কিছুকে তাঁর ক্রুশের উপরে পরাজিত করেছেন। এই পদে আরও বলা হয়েছে, তিনি *তাঁর লোকদের নানা বর দান করলেন*। তিনি তাদেরকে দান করার জন্য এই বর নিজে গ্রহণ করেছিলেন, যেন তিনি তাদেরকে তা আরও বহুগুণ পরিমাণে দিতে পারেন। বস্তুত তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে পবিত্র আত্মার বর দানে পরিপূর্ণ করেছিলেন।

প্রেরিত পৌল এভাবেই খ্রীষ্টের আরোহণের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, *তিনি আগে নেমেছিলেন*, পদ ৯। তাঁর মনের ভাবনা ছিল এই, "যখন দায়ূদ খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের কথা বলেছেন, তিনি তখন এটাও জানতেন যে, খ্রীষ্টকে এই পৃথিবীতে কতটা নিচু হতে হবে ও মানুষ তাঁকে ও তাঁর সম্মানকে কীভাবে ভূলুণ্ঠিত করবে। আর তাই যখন এ কথা বলা হল যে তিনি উঠলেন, তার অর্থ তিনি অবশ্যই আগে নেমেছিলেন; কারণ এছাড়া তাঁর এই মহান কাজের সার্থকতাই বা কোথায়?" পৃথিবীর *গভীরতম স্থানে*, এর দ্বারা হয়তো তাঁর মানব দেহ ধারণের কথা বোঝানো হতে পারে, যে কথা রাজা দায়ূদ কিছুটা আভাস দিয়েছেন গীতসংহিতা ১৩৯:১৫ পদে: *আমার দেহ তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে ছিল না, যখন আমি গোপনে নির্মিত হচ্ছিলাম, পৃথিবীর অধঃস্থানে শিল্পীত হচ্ছিলাম*। কিংবা গীতসংহিতা ৬৩:৯ পদ অনুসারে এখানে খ্রীষ্টের কবরস্থ হওয়ার কথা বোঝানো হতে পারে: *কিন্তু ওরা বিনাশার্থে আমার প্রাণের খোঁজ করে, তারা পৃথিবীর অধঃস্থানে যাবে*। খ্রীষ্টের মৃত্যুকে তিনি বলেছেন পৃথিবীর অধঃস্থানে যাওয়া। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর মনব দেহ নিয়ে মাটির ভেতরে, পাতালে প্রবেশ করেছিলেন। ভাববাদী যোনা যেমন তিন দিন ও তিন রাত তিমি মাছের পেটে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও পৃথিবীর উদরে অবস্থান করেছিলেন। *যিনি নেমেছিলেন, তিনিই সকল স্বর্গের অনেক উপরে উঠেছেন, যেন তিনি সমস্ত কিছু পূর্ণ করতে*

*পারেন*, পদ ১০। তাঁর এই পূর্ণতার অর্থ হচ্ছে তাঁর মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যের জন্য অনুগ্রহের দান ও আশীর্বাদ প্রদান করা। এখন পৌল আমাদেরকে বলছেন যে, খ্রীষ্ট তাঁর এই স্বর্গারোহণের মাধ্যমে আমাদের জন্য কী উপহার নিয়ে এসেছেন: *তিনি কয়েকজনকে প্রেরিত, কয়েক জনকে ভাববাদী, কয়েকজনকে সুসমাচার-প্রচারক ও কয়েকজনকে পুরোহিত ও শিক্ষক করে মনোনীত করেছেন*, পদ ১১। নিশ্চয়ই তিনি তাদের কাউকে কাউকে তাঁর স্বর্গারোহণের আগেই এই সকল দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন ও প্রেরণ করেছিলেন, মথি ১০:১-৫। তবে একজনকে এর পরে যুক্ত করা হয়, প্রেরিত ১:২৬। তাঁদের প্রত্যেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সর্বসাধারণের কাছে তাঁরা স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন, তাঁদের পদমর্যাদাও স্বীকৃত হয়েছিল। পবিত্র আত্মার দৃশ্যমান অবতরণের মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রত্যেকের তাঁদের দায়িত্ব পালনের জন্য অভিষেক লাভ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট তাঁর স্বর্গারোহণের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীকে সবচেয়ে বড় যে দানটি দিয়েছেন তা হচ্ছে শান্তি ও সম্মিলনের পরিচর্যা কাজ। পরিচর্যা কাজের দান হচ্ছে খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের ফল। পরিচর্যাকারীরা বহু দানে ও গুণে ভূষিত হয়েছেন, যা তাদেরকে দান করেছেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর যে সকল পরিচর্যাকারী নিযুক্ত করেছিলেন তারা ছিলেন দুই ধরনের– অসাধারণ গুণ সম্পন্ন যারা, তারা ছিলেন মণ্ডলীর বিশেষ উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে। এরা ছিলেন প্রেরিত, ভাববাদী ও সুসমাচার প্রচারকদের। প্রেরিতরা ছিলেন সর্বপ্রধান। তাদেরকে যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সেই সকল দান ও উপহার দ্বারা ভূষিত করেছিলেন যার দ্বারা তারা মহা আশ্চর্য কাজ ও অলৌকিক কাজ করতে পারতেন। ভাববাদীরা পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোর বিভিন্ন গুরুগম্ভ ীর ব্যাখ্যা প্রদান করতেন ও পাক বাক্য নিয়ে আলোচনা করতেন। সুসমাচার প্রচারকেরা ছিলেন অভিষিক্ত ব্যক্তি (২ তীমথিয় ১:৬), যাদেরকে প্রেরিতরা তাদের ভ্রমণে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে যেতেন (গালাতীয় ২:১)। প্রেরিতরা যে সকল মণ্ডলী স্থাপন করতেন, সেগুলোর পরিচর্যা কাজ করার জন্য প্রচারকদেরকে পাঠানো হত (প্রেরিত ১৯:২২) এবং যেহেতু তারা শুধু একটি মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজ করার জন্যই নির্ধারিত ছিলেন না, সে কারণে তাদেরকে বিভিন্ন মণ্ডলীতে প্রেরণ করা হত (২ তীমথিয় ৪:৯)।

এরপরে বলতে হয় সাধারণ পরিচর্যাকারীদের কথা। তারা অপেক্ষাকৃত একটু নিচু ও ছোট পরিসরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এরা ছিলেন পালক বা পুরোহিত এবং শিক্ষক। অনেকে এই দুটি পদকে একই পদ বলে মনে করে থাকেন, যেহেতু তাদের কাজ ও কাজের ধারা প্রায় একই রকম। তবে মূলত এই দুটি পদ ছিল আলাদা এবং সাধারণ বলে উল্লেখ করা হলেও এই পদ দুটো মণ্ডলীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পালক বা পুরোহিতরা মূলত বি-ভিন্ন মণ্ডলীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হতেন, যাদের কাজ ছিল মণ্ডলীর সদস্যদেরকে যথাযথভাবে যীশু খ্রীষ্টের নির্দেশিত পথ অনুসারে চালিত করা, নির্দেশনা দেওয়া ও তাদেরকে পাক বাক্যের আহার দান করা। তাদেরকে বিশপ বা প্রাচীন (উষফবৎ) নামের অভিহিত করা হত। অন্যদিকে শিক্ষক ছিলেন তারাই, যাদের কাজ ছিল সুসমাচার প্রচার করা ও লোকদেরকে ধার্মিকতার পথ অনুসরণ করার জন্য শিক্ষা দেওয়া। আমরা এখানে দেখতে পাই যে, যীশু খ্রীষ্ট অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে তাঁর মণ্ডলীতে তাঁর নিজ ইচ্ছা অনুসারে

তাঁর কর্মীদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ দান করেছেন। আর তাই মণ্ডলী কত না সমৃদ্ধ যে, এত বিভিন্ন পদের অধিষ্ঠিত পরিচর্যাকারীরা মণ্ডলীর খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের পরিচর্যা কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর প্রতি কত না সদয়! এর যত্ন বিধান ও সমৃদ্ধি সাধনে তিনি কত না আগ্রহী! যখন তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন, তিনি এই মণ্ডলীকে দিয়ে গেলেন পবিত্র আত্মার অসাধারণ দান। পবিত্র আত্মার এই দান ছিল অসীম, যা কেউ পেয়েছেন প্রচুর পরিমাণে, কেউ বা পেয়েছেন অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে। কিন্তু তারা সকলেই দেহরূপ মণ্ডলীর জন্য সুফলজনক, যাদের কাউকেই বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায় না বা বাদ দেওয়া যায় না।

৩. মানুষকে এই সকল দান দ্বারা ভূষিত করার পেছনে খ্রীষ্টের যে কী মহান উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নিহিত ছিল, তা এখন আমরা বিবেচনা করবো। খ্রীষ্ট দত্ত দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর মণ্ডলীর চিরকালীন মঙ্গল সাধন এবং তাঁর স্বর্গীয় রাজ্যের সুবৃদ্ধি সাধন। এই সমস্ত কিছুই সমন্বিতভাবে সকল খ্রীষ্টানের মাঝে ভ্রাতৃপ্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য উপযুক্ত কারণ হিসেবে কাজ করে। তাই আমাদের কারও অপরের আত্মিক দানের কারণে ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়। *তিনি তা করেছেন যেন পবিত্র লোকেরা পরিচর্যা কাজ করার জন্য পরিপক্ক হয়* (পদ ১২); অর্থাৎ, তাদের মানবীয় সত্তার মাঝে খ্রীষ্ট প্রবেশ করিয়েছেন এক অসাধারণ আত্মিক চেতনা ও কাঠামো, যার কারণে তারা সমস্ত পাপ ও কালিমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন এবং সেই সাথে উপযুক্ত পবিত্রতা ও ধার্মিকতায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণ করেছেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা তাদের পরিচর্যা কাজ করার জন্য, ঈশ্বরের সেবাকারী হিসেবে কাজ করার জন্য, অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে সুসমাচারের বার্তা প্রচার করা ও সুসমাচারের মণ্ডলীর পরিচর্যা করার জন্য প্রকৃত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এই পুরো কর্মপ্রক্রিয়া উদ্দেশ্য কিন্তু একটি লক্ষ্যতেই নিহিত, আর তা হচ্ছে আমাদেরকে স্বর্গে আরোহণের জন্য প্রস্তুত করা: *যেন আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিশ্বাস ও তত্ত্ব জ্ঞানের ঐক্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি*, পদ ১৩। যে সকল পদমর্যাদা ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে সেগুলো সেই সময় পর্যন্ত মণ্ডলীতে অধিষ্ঠান করবে, যে পর্যন্ত না সমস্ত পবিত্র লোকেরা উপযুক্ত হন, যে পর্যন্ত তারা সকলে বিশ্বাসের ঐক্যে না পৌঁছান। বিশ্বাসের ঐক্য হচ্ছে এমন এক অবস্থান, যেখানে যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র ও আমাদের পরিত্রাণকর্তা, মহান মধ্যস্থতাকারী, সে সম্পর্কিত কোন দৃশ্যনীয় জ্ঞান ও তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকবে না। আমাদের মধ্যে তখন খ্রীষ্টের প্রতি সমস্ত আকর্ষণ ও ভালবাসা এবং সেই সাথে সমস্ত সম্মান, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও বাধ্যতা পরিপূর্ণ ও নিখুঁত রূপ ধারণ করবে। আমরা হয়ে উঠব নিখুঁত মানুষ। আমরা আমাদের সকল দানে ও অনুগ্রহে পূর্ণ বৃদ্ধি লাভ করব, সকল শিশুসুলভ অযোগ্যতা থেকে মুক্ত হব, যা এখন আমাদের এই বর্তমান পার্থিব জীবনে রয়েছে। আমরা খ্রীষ্টের *পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী পরিপক্ক লোক* হয়ে উঠবো। আমরা তখন হতে পারব সত্যিকার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী, যাদের মধ্যে রয়েছে যীশু খ্রীষ্টের সমস্ত অনুগ্রহের পরিপূর্ণ প্রতিরূপ। আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের পূর্ণতা অবস্থান করবে বলেই আমরা তখন হতে পারব খ্রীষ্টের প্রকৃত আত্মিক দেহের অংশ। খ্রীষ্টে রয়েছে আমাদের পরিপূর্ণতা, এই পূর্ণতা তাঁর কাছ থেকেই আসে। সেই নির্দিষ্ট পূর্ণতার মাত্রা ঈশ্বরের বিধান অনুসারে প্রত্যেক

বিশ্বাসীদেরই অর্জন করা একান্ত দায়িত্ব। ঈশ্বরের সন্তানেরা এই পৃথিবীতে যত দিন অবস্থান করে, তত দিন ধরেই তারা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ড. লাইটফুট মনে করেন যে, প্রেরিত পৌল এখানে যিহূদী ও অযিহূদীদেরকে বিশ্বাসে এক হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের পুত্রের জ্ঞান ধারণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এই জ্ঞান তাদেরকে প্রকৃত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ করে তুলবে এবং খ্রীষ্টের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ করবে। পরবর্তী পদগুলোতে পৌল দেখিয়েছেন যে, এই পবিত্র বিধান স্থাপনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা কী ছিল এবং আমাদের উপরে তার প্রভাব কী।

(১) আমরা আর বালক থাকব না (পদ ১৪)। এর অর্থ হচ্ছে, জ্ঞানের দিক থেকে আমরা আর বালক থাকব না, বিশ্বাসে আর দুর্বল থাকব না ও আমাদের বিবেকে আর টলায়মান হব না, সহজেই প্রলোভনে পতিত হব না, প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতিশীল হব এবং প্রত্যেকের পাশে এসে দাঁড়াব। বালকদেরকে, বা শিশুদেরকে সহজেই নিজের মত করে চালানো যায়। আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেন কেউ আমাদেরকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে না পারে, নিজের মন মত চালাতে না পারে। আমরা যেন বাতাস বা তাতে ভেসে চলা মেঘের মত একবার এদিক বা একবার ওদিকে না দৌড়াই। মানুষ যেন তার ধূর্ততা ও ঠগবাজি দ্বারা আমাদেরকে চালিত করতে না পারে, আমাদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করতে না পারে, আমাদেরকে অধার্মিকতার পথে নিয়ে যেতে না পারে। লক্ষ্য করুন, তারা অবশ্যই ভক্তিহীন ও অধার্মিক লোক, যারা অন্যদেরকে মিথ্যা শিক্ষা ও ভ্রান্ত মতবাদ দ্বারা ভুল পথে চালিত করে ও ধোঁকা দেয়। প্রেরিত তাদেরকে নীচ চরিত্রের মানুষ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করা এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে নিজেকে বলীয়ান করা। যীশু খ্রীষ্টতেই আমরা একমাত্র সত্য জানতে পারি এবং আমাদের উচিত সেই সত্য আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

(২) আমরা ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হব (পদ ১৫)। এর অর্থ হচ্ছে, আমরা ভালবাসায় সত্যের অনুসন্ধান করবো ও আমাদের সহ-বিশ্বাসীদের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা ও ভালবাসায় আন্তরিক হব। খ্রীষ্টের শিক্ষার প্রতি অধিষ্ঠান করার অর্থ হচ্ছে, আমরা সর্বদা একে অন্যকে সত্যে ভালবাসোবো। ভালবাসা এক অসাধারণ জিনিস। কিন্তু আমাদেরকে এর সাথে সাথে সত্যকে ধারণ করার জন্য সদা সতর্ক থাকতে হবে। সত্য এক চমৎকার জিনিস, কিন্তু ভালবাসার কোন অবস্থান যদি এতে না থাকে, তাহলে তা পরিপূর্ণ হয় না। এই দুটো জিনিস সবসময় এক সাথে অবস্থান করে: সত্য ও শান্তি।

(৩) আমরা সমস্ত বিষয়ে খ্রীষ্টের উদ্দেশে বৃদ্ধি পাব। আমরা আরও গভীরভাবে খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হব। সমস্ত বিষয়ে; অর্থাৎ জ্ঞান, ভালবাসা, বিশ্বাস এবং নতুন মানুষের প্রত্যেকটি বিষয়। আমাদেরকে পরিপক্কতার দিকে ধাবিত হতে হবে, যা বালক হয়ে থাকার বিপরীত। তারা উন্নতি সাধনকারী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী, যারা খ্রীষ্টে বৃদ্ধি লাভ করে। যত বেশি আমরা খ্রীষ্টের জ্ঞান লাভ করব, তাঁর উপরে বিশ্বাস করবে, তাঁকে ভালবাসব, তত বেশি আমরা অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করবো। তিনি আমাদের মস্তক। এই মস্তকে আমাদের বৃদ্ধি পেতে হবে যেন

আমরা সর্বক্ষেত্রে তাঁর গৌরব প্রকাশ করতে পারি। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বৃদ্ধি খ্রীষ্টের জন্য গৌরবজনক।

(৪) আমাদের একে অপরের প্রতি সাহায্যের মনোভাব প্রকাশ করতে হবে। খ্রীষ্টের দেহের অংশ হিসেবে আমাদেরকে প্রত্যেকের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে, পদ ১৬। এখানে প্রেরিত পৌল সাধারণ মানবীয় দেহ ও খ্রীষ্টের আত্মিক দেহের মাঝে একটি তুলনা দেখিয়েছেন। খ্রীষ্টের আত্মিক দেহের মস্তক খ্রীষ্ট নিজেই। খ্রীষ্টের দেহের প্রতিটি অঙ্গ একে অপরের সাথে চমৎকারভাবে সংহতিপূর্ণ। তাদের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সাধনে পরস্পরের মধ্যে রয়েছে দারুন সামঞ্জস্য ও যোগাযোগ। তাদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক ভালবাসা ও একতা। এক সাথে মিলে তারা উৎপন্ন করে অনুগ্রহের ফল। এই অনুগ্রহের ফলই সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যকার শান্তি ও ভালবাসার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা একত্রিত ও সংযুক্ত হয়ে গঠন করেন যীশু খ্রীষ্টের দেহ। এই দেহের সাথে সংযুক্ত থেকে তারা সমস্ত অনুগ্রহ ও পবিত্র আত্মার দান সম্মিলিতভাবে পেয়ে থাকেন। এই দেহের মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্টের শক্তিতে দেহের প্রত্যেক সদস্য চালিত ও প্রভাবিত হয়ে থাকেন। তারা প্রত্যেকে যে দান ও অনুগ্রহ পাচ্ছেন তা একে অন্যের সাথে সহভাগিতা করেন এবং এক সাথে এই দেহের বৃদ্ধি সাধন করেন। তারা প্রত্যেকের আলাদাভাবে এক সাথে যখন বৃদ্ধি লাভ করেন, তখন পুরো দেহই সম্মিলিতভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাদের সমস্ত দান ও অনুগ্রহ পেয়ে থাকেন পুরো খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সমাজের উন্নতি ও বৃদ্ধি সাধন করার জন্য, নিজেদেরকে *ভালবাসায় গেঁথে তোলার জন্য*। আমরা দু'ভাবে বিষয়টিকে দেখতে পারিঃ- হতে পারে মণ্ডলীর সকল সদস্য খ্রীষ্টের প্রতি ও অন্য সকল সদস্যদের প্রতি, তথা পরস্পরের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে এক মহত্তর ভালবাসা প্রকাশ করেন; অথবা তারা খ্রীষ্টের প্রতি ও পরস্পরের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে এমন কাজ সাধন করে থাকেন। লক্ষ্য করে দেখুন, যীশু বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক ভালবাসা আত্মিক বৃদ্ধি লাভের উত্তম সঙ্গী। ভালবাসার কারণেই দেহ নিজের বৃদ্ধি সাধন করতে পারে। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, একটি বিভক্ত রাজ্য কখনোই টিকে থাকতে পারে না।

## ইফিষীয় ৪:১৭-৩২ পদ

প্রেরিত পৌল বিগত পদগুলোতে পারস্পরিক ভালবাসা, ঐক্য ও সংহতি নিয়ে আমাদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। আর এই পদগুলোতে তিনি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী শুদ্ধতা ও অন্তর ও জীবনের পবিত্রতা নিয়ে তাঁর পাঠকদের কাছে আবেদন রেখেছেন (পদ ১৭-২৪) এবং এরপর আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, পদ ২৫-৩২। তিনি বলতে গেলে আনুষ্ঠানিকভাবেই তাঁর কথা এভাবে শুরু করেছেন, *অতএব আমি এই কথা বলছি ও প্রভুতে দৃঢ়ভাবে আদেশ করছি*। এর অর্থ অনেকটা এমন, "এ যাবৎ যে কথাগুলো আমি তোমাদেরকে বললাম, তা ছিল খ্রীষ্টের দেহের সদস্য হিসেবে তোমাদের অবস্থান এবং তাঁর উত্তম আত্মিক দান গ্রহণে তোমাদের অংশীদারিত্ব নিয়ে। আর এখন আমি তোমাদের

বিবেকের কাছে আবেদন রাখছি এবং প্রভুর নামে তোমাদের দায়িত্ব পালনের জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি, যিনি আমাকে তোমাদের কাছে এই সকল বিষয়ে কথা বলার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন।” এখানে দেখুন:-

ক. অন্তরের ও জীবনের শুদ্ধতা ও পবিত্রতার প্রতি আরও সার্বজনীন আবেদন।

১. এই আবেদন শুরু করা হয়েছে এভাবে, “তোমরা আর অযিহূদীদের মত চলো না– কারণ এখন তোমাদের জীবনে এমন এক সময় এসেছে, যখন এই পথে তোমরা আর চলতে পার না। নিজেদের আচরণ শুদ্ধ কর, অযিহূদীদের মত অজ্ঞ ও মন পরিবর্তন না করে থেকো না। তারা সবসময় অসার বস্তুর চিন্তা দ্বারা চালিত হয়, তাদের প্রতিমা ও পার্থিব সম্পদ নিয়েই তারা থাকে, যেগুলো আত্মার প্রতি কোন সুফল বয়ে আনে এবং যেসব জিনিসের আশা করলে কেবল ঠকতেই হয়।” মন পরিবর্তনকারী অযিহূদীদের কোনভাবেই মন পরিবর্তন না করা অ-ইহুদীদের মত জীবন কাটালে চলবে না। যদিও তারা তাদের মধ্যেই বসবাস করবে, তবুও তাদের মত করে চলা যাবে না। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) পৌল এখানে অযিহূদী পৃথিবীর দুষ্টতা ও মন্দতার বিষয়ে কথা বলার জন্য সুযোগ নিয়েছেন, যেখান থেকে পুনর্জন্ম লাভকারী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে আগুনে পোড়ানো খাঁটি সোনার মত করে বের করে আনা হয়েছে।

[১] তাদের জ্ঞান ও উপলব্ধির মাত্র এখন অন্ধকারে পড়ে আছে, পদ ১৮। তাদের মধ্যে পরিত্রাণ লাভের কোন জ্ঞানই নেই। ঈশ্বরের পবিত্রতা ও ধার্মিকতা সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞানের আলো সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ। তারা এমন জাতি, যারা অন্ধকারে বসে আছে। তারা আলোর চেয়ে অন্ধকারকেই বেশি ভালবাসে। তাদের স্থূল অজ্ঞতার কারণে তারা ঈশ্বরীয় জীবন থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত হয়ে আছে। তারা পবিত্র জীবন থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে, যে জীবন ঈশ্বর শুধু যে আমাদের জীবনে দেখতে চান বা যে জীবনে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা বসবাস করে তা নয়, ঈশ্বর স্বয়ং এই পবিত্র জীবন-যাপন করেন। এই পবিত্রতা প্রকাশ করে স্বয়ং ঈশ্বরকে, তাঁর পবিত্রতাকে, তাঁর ধার্মিকতাকে, সত্যকে ও মঙ্গলময়তাকে। তাদের ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতাই ছিল তাদের অবনতির মূল কারণ, ঈশ্বরে পূর্ণ পবিত্র জীবন থেকে দূরে সরে আসার মূল কারণ, যে পবিত্র জীবনের সূচনা হয় ঈশ্বরের আলো ও জ্ঞানের মধ্য দিয়ে। ইচ্ছাকৃত ও ছোঁয়াচে অজ্ঞতা ধর্ম ও সত্যের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। তাদের এভাবে অজ্ঞ হয়ে থাকার কারণ কী ছিল? এর কারণ ছিল তাদের অন্ধত্ব ও হৃদয়ের কঠিনতা। এর কারণ এই নয় যে, ঈশ্বর তাঁর নিজ কাজের মধ্য দিয়ে তাদের কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরেন নি, বরং তারা স্বর্গীয় আলোর শিক্ষাকে তাদের অন্তরে স্থান দেয় নি। তারা অজ্ঞ, কারণ তারা অজ্ঞই থাকতে চেয়েছে। তারা তাদের অন্তরের অন্ধত্ব ও কাঠিন্যের কারণে চিরকালই অজ্ঞ থেকে গেছে। স্বর্গীয় জ্ঞানের আলো তাদের অন্তরে পৌঁছানোর জন্য যে ইচ্ছাশক্তি তাদের ভেতরে থাকা প্রয়োজন ছিল, সেই ইচ্ছা তাদের কখনোই ছিল না।

[২] তাদের বিবেক ছিল কলুষিত ও নোংরা: *তারা অসার হয়ে পড়েছে*, পদ ১৯। তারা যে পাপ করছে এ নিয়ে তাদের যেমন কোন বোধ ছিল না, তেমনি কোন দুর্দশাগ্রস্ততা বা বিপ-

ন্নতা বোধও তাদের ভেতরে কাজ করতো না। তারা নিজেদেরকে লাম্পট্যের গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দিয়েছিল; *লাগামহীন কামনার হাতে* নিজেদের তুলে দিয়েছিল। তারা নিজেদেরকে তাদের কুৎসিত কামনা-বাসনায় জর্জরিত করে রেখেছিল। তাদের ভেতরটা শুধু নোংরামি, শয়তানি, আর লোভের বশবর্তী সব রকম নাপাক কাজে ভরা ছিল। সব ধরনের অপরাধই তারা করতো। সব ধরনের অপবিত্রতা ও অশুচিতার কাজ তাদেরকে দিয়ে সম্ভব ছিল। বস্তুত সবচেয়ে জঘন্য ও ক্ষমার অযোগ্য পাপ করাই তাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষ যখন তার অন্তরকে লালসা ও কালিমায় এমন করে ঢেকে রাখে, তখন কি আর তার কাছ থেকে সবচেয়ে কুৎসিত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও লম্পটতা বাদে আর কিছু আশা করার থাকে? এমনটাই ছিল মন পরিবর্তন না করা অযিহূদীদের চরিত্র।

(২) খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে এমন অযিহূদীদের কাছ থেকে অবশ্যই পৃথক করতে হবে: *কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে এরকম শিক্ষা পাও নি*, পদ ২০। এই উক্তিটি এভাবেও বলা যায়, "কিন্তু তোমরা এমন নও, কারণ তোমরা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা পেয়েছ।" যারা যীশু খ্রীষ্টকে জেনেছে ও তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, তারা অন্ধকার ও পাপের কলুষতা থেকে মুক্ত থাকবে। যেহেতু তারা তাঁর সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে আরও ভাল জানে, তাই তাদের উচিত অন্যদের চেয়ে আরও পবিত্র জীবন-যাপন করা। পাপের বিরুদ্ধে এটি অত্যন্ত সুন্দর একটি বক্তব্য যে, আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে এমনটা শিখি নি। খ্রীষ্টকে শেখা! খ্রীষ্ট কি কোন বই, পাঠ, পথ, না কি জীবিকা? আসলে এই কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে, "তোমরা অযথাই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ধর্মে দীক্ষা নাও নি। খ্রীষ্ট দত্ত জ্ঞান ও তাঁর দ্বারা নির্দেশিত জীবন-যাপন প্রণালী তোমরা শিক্ষা পেয়েছ। এ কারণে তোমাদেরকে এমনভাবে চলতে হবে, যা অন্যদের চলার পথ থেকে আলাদা। সবাই যে পথে তোমাদের সে পথে চললে হবে না। *তোমরা তাঁর বিষয় শুনেছ এবং যীশুতে যে সত্য আছে সেই অনুসারে তাঁতেই শিক্ষা লাভ করেছ* (পদ ২১)। আমরা প্রেরিতরা তাঁর যে শিক্ষা প্রচার করি তোমরা তা শুনেছ, অর্থাৎ তোমার খ্রীষ্টেরই শিক্ষা গ্রহণ করেছ। কাজেই এখন ভেতরে ও বাইরে সবসময় তাঁর আত্মা অনুসারে চল।" খ্রীষ্ট হলেন একটি জীবন-পাঠ; আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, কারণ খ্রীষ্ট নিজেই সত্য। দু'ভাবে এই কথাটি উপলব্ধি করা যায়: একটি হচ্ছে, "তোমাদেরকে প্রকৃত সত্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা খ্রীষ্ট নিজে তাঁর মতবাদ ও তাঁর জীবন দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।" অথবা অন্যটি হচ্ছে, "এই সত্য তোমাদের অন্তরে এমনভাবে স্থান দখল করেছে ও প্রভাব ফেলেছে যে, তোমরা তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্টকে জেনেছে ও তাঁর জ্ঞান ও তাঁর সত্যকে অনুভব করেছ।" খ্রীষ্টের সত্য তখনই তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ও শক্তিমত্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়, যখন তা ঠিক খ্রীষ্টের অন্তরের মত করেই আমাদের অন্তরে স্থাপিত হয়।

২. এই পদগুলোতে পৌলের আবেদনের আরেকটি দিক দেখতে পাওয়া যায়: *যেন তোমরা পুরানো জীবন-পথ, সেই পুরানো মানুষকে ত্যাগ কর* (পদ ২২-২৪)। "তোমাদেরকে যে মহান শিক্ষা দান করা হয়েছে, বা যা তোমরা শিখেছ এটি তারই একটি বৃহত্তর অংশ।" এখানে প্রেরিত নিজেকে পোশাকের রূপক অর্থে প্রকাশ করেছেন। আত্মার নীতি, অভ্যাস ও

প্রকাশভঙ্গিকে অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে, আর তা করতে হবে জীবন রক্ষাকারী পরিবর্তন সাধন করার সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই। অবশ্যই জীবনে পবিত্রীকরণ আসতে হবে, যেখানে থাকবে দুটি বিষয়ঃ-

(১) পুরাতন মানুষটিকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। কলুষিত স্বভাবকে একজন মানুষ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কারণ মানব দেহের মতই এর বিভিন্ন অংশ রয়েছে, যা পরস্পরকে শক্তি যোগায় ও চলতে সাহায্য করে। সেই আদিপিতা আদমের মতই এই পুরাতন মানুষটি, যার কাছ থেকে আমরা আমাদের এই মানবীয় স্বভাব পেয়েছি। আমাদের মজ্জায় এই স্বভাবের জন্ম হয়, আর আমরা আমাদের সাথে করে এই পৃথিবীতে তা বহন করে নিয়ে আসি। পুরাতন মানুষের মতই তা ধূর্ত; কিন্তু পুরাতন মানুষের মাঝে আবদ্ধ থেকে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাওয়ার আগেই তাকে ঈশ্বরের পবিত্র লোক হয়ে উঠতে হবে। এই স্বভাবকে বলা হয়েছে কলুষিত, কারণ এর সর্বাঙ্গ জুড়ে রয়েছে পাপের বিচরণ। এই স্বভাব যখন পরিশোধিত হয় না, তখন তা দিনে দিনে ক্রমাগতভাবে আরও মন্দ থেকে মন্দতর হতে থাকে এবং তা ধ্বংসের দিকে গড়াতে থাকে: *যা প্রতারণার নানা রকম অভিলাষ দ্বারা ভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে*। পাপপূর্ণ অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে প্রতারণাপূর্ণ পাপ। এই সকল পাপ মানুষকে সুখ দেওয়ার কথা দেয়, কিন্তু সুখ না দিয়ে বরং তাদেরকে আরও দুর্দশার মধ্যে ফেলে ও তাদেরকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে ঠেলে নিয়ে যায়। এ কারণে এই স্বভাবগুলোকে ঠিক পুরাতন পোশাকের মতই খুলে ফেলে দিতে হবে, যা আমাদের জন্য লজ্জাদায়ক। অবশ্যই এই পাপময় পথ আমাদের ত্যাগ করতে হবে। তাদের পুরানো জীবন -পথে, অর্থাৎ তাদের কলুষতাময় ও পৌত্তলিকতায় পূর্ণ জীবনধারায় এই সকল লালসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

(২) নতুন মানুষটিকে পরিধান করতে হবে। পুরাতন নিয়ম নীতি ঝেড়ে ফেলাটাই যথেষ্ট নয়, বরং সেই সাথে আমাদেরকে অবশ্যই উত্তম নীতি ধারণ করতে হবে। আমাদের উচিত ঈশ্বরীয় বিধান আমাদের নিজ নিজ অন্তরে বরণ করে নেওয়া, দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং আমাদের হৃদয়-ফলকে তা চিরকালের জন্য খোদাই করে রাখা। মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকাটাই যথেষ্ট নয়, বরং সেই সাথে আমাদেরকে ভাল কাজ করতেও শিখতে হবে। "তোমরা নিজ নিজ মনকে ক্রমশ নতুন করে গড়ে তোল (পদ ২৩); এর অর্থ হল, এক নতুন আত্মা দ্বারা মনকে উপযুক্ত ও পবিত্র মনোভাব নিয়ে তৈরি করা।" *সেই নতুন মানুষকে বরণ কর*, পদ ২৪। এই নতুন মানুষের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে এক নতুন স্বভাব, এক নতুন প্রাণীকে, যা এক নতুন নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়, পুনর্জীবনের অনুগ্রহ লাভ করে। এই স্বভাব ও প্রকৃতি একজন মানুষকে একটি নতুন জীবনের দিক নির্দেশনা দিতে সাহায্য করে, যে ধার্মিকতা ও পবিত্রতার জীবন প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জীবনে প্রয়োজন রয়েছে। এই নতুন মানুষ ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তায় সৃষ্টি হয় বা তৈরি হয়, যেখানে কোন দ্বিধা বা শূন্যতার অবকাশ থাকে না। এই নতুন মানুষ ঈশ্বরের হাতের নিখুঁত সৃষ্টিকর্ম; তা অতি চমৎকার ও শোভনীয়। এই নতুন মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে, তাঁরই মহান বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুসারে। আমাদেরকে এই নতুন মানুষ পরিধান করতে

হবে এবং ঈশ্বরের নির্দেশিত বিধান অনুসারে আমাদেরকে এই নতুন অন্তর ধারণ করতে হবে। এটাই অন্তর ও জীবনের পবিত্রতা ও শুদ্ধতাকে সবচেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করে।

খ. প্রেরিত পৌল কিছু কিছু জিনিস আরও স্পষ্ট করে বোঝাতে চেয়েছেন। যেহেতু সাধারণভাবে বললে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় আমরা বুঝতে পারি না ও সেগুলো কার্যকর হয় না, সে কারণে আমাদেরকে সেই পুরানো মানুষের কিছু কিছু প্রত্যঙ্গের কথা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে যা অবশ্যই বাদ দেওয়া দরকার এবং নতুন মানুষটিরও কিছু কিছু অঙ্গের কথা বলা হচ্ছে যা আমাদের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী জীবনে অবশ্যই পরিধান করা দরকার।

১. মিথ্যা কথা বলা ত্যাগ করতে হবে এবং সবসময় সত্য কথা বলার জন্য সতর্ক থাকতে হবে (পদ ২৫): "অতএব, যেহেতু তোমাদেরকে তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে ভাল করে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং তোমরা তা পালনের জন্য যথাযথভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ, সে কারণে এখন থেকেই তোমরা এই সকল নির্দেশনা অনুসারে কাজ করা শুরু কর এবং সর্ব প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, *তোমরা মিথ্যা ত্যাগ কর*।" অযিহূদী পৌত্তলিকরা এই দোষে দারুনভাবে দোষী ছিল। তারা এ কথা বুক ফুলিয়ে বলত যে, ক্ষতি সাধনকারী সত্য কথা বলার চেয়ে লাভ বয়ে আনে এমন মিথ্যা বলা ভাল। তারা সত্যের বিপরীত সমস্ত কাজ করতো। এই কারণে প্রেরিত পৌল তাদেরকে সর্ব প্রকার মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিচ্ছেন। এই মিথ্যা বলাটা হচ্ছে সেই পুরানো মানুষের একটি অংশ, যা অবশ্যই কেটে ফেলতে হবে। ঈশ্বরের সন্তানদের চরিত্র প্রকৃত অর্থেই সরল ও কোমলমতি শিশুদের মত, যারা কখনো মিথ্যা কথা বলে না, যারা মিথ্যা বলা ঘৃণা করে। যাদের মধ্যে সত্যিকার অনুগ্রহ রয়েছে, তারা কখনো মিথ্যা কথা বলে না এবং মিথ্যা কথা বলে কোন লাভ আদায়ের চেষ্টা করে না। এখানে মিথ্যা না বলার অন্যতম যে কারণটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, আমরা একে অপরের সদস্য। সত্য এমন একটি ঋণ, যে ঋণের দায়ে আমরা বিশ্বাসীরা সবাই পরস্পরের কাছে দায়বদ্ধ। যদি আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, তাহলে আমরা কখনো কারও কাছে মিথ্যা কথা বলব না। লক্ষ্য করুন, মিথ্যা কথা বলা একটি মস্ত বড় পাপ। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা পরস্পর সে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের মাঝে জীবন ধারণ করে, সেই ভালবাসাকে এই মিথ্যা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সমাজের জন্য মিথ্যা বলা অত্যন্ত ক্ষতির কারণ ও ধ্বংসাত্মক।

২. "তোমাদের রাগ ও অনিয়ন্ত্রিত মেজাজ প্রতিহত কর। *তোমরা ক্রুদ্ধ হলে পাপ করো না*," পদ ২৬। এখানে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি, *ক্রুদ্ধ হলে চুপ করে থাক এবং পাপ কোরো না*। এই কথাটিকে একটি চির পালনীয় আদেশ হিসেবে দেখা উচিত। রাগ হলে পর আমরা খুব সহজেই নিজেদের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি ও ঈশ্বরের সামনে পাপ করে বসি। এ কারণে আমাদের নিজেদেরকে সংযত করতে হবে। যতই রাগ হই না কেন, নিজেদেরকে শান্ত রাখতে হবে, যেন কোনভাবে কথায় বা চিন্তায় আমরা পাপ করে না বসি। আমাদেরকে সবসময় ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করার জন্য নিজেদের মনকে স্থির রাখতে হবে। যখন আমরা কোন কারণে অনেক বেশি ক্রোধান্বিত হয়ে উঠতে যাব, সে সময় আমাদের উচিত হবে প্রভুর গৌরব ও প্রশংসা করতে শুরু করা। ঈশ্বরের প্রশংসা ও

গৌরব ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে আমাদের মুখকে সংযত করতে হবে এবং যে কোন প্রকার কটুবাক্য উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এভাবে আমরা আমাদের মধ্য থেকে অন্তরের তিক্ততা দূর করতে পারব। লক্ষ্য করুন, যদিও নির্দিষ্টভাবে বিচার করলে ক্রোধ করা পাপ নয়, কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমরা যা করি তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাপের পর্যায়ে চলে যায়। সে কারণে জ্ঞানী ব্যক্তিও ন্যায্য কারণে ক্রোধ করতে পারেন। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তির ক্রোধ না করাই ভাল, কারণ জ্ঞানবানের মত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার কম। যারা পাপপূর্ণ ক্রোধ নিজেদের মধ্যে জমা করে রাখে তারা নিজেদের অন্তরে শয়তানকে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেয় এবং তাকে নিজেদের উপরে জয় লাভ করতে দেয়, যে পর্যন্ত না শয়তান সম্পূর্ণভাবে তাকে ধ্বংস করে দেয়। মিথ্যা অপবাদকারীকে কখনো সুযোগ দেওয়া যাবে না। এ ধরনের মানুষের কথাবার্তার সামনে আমাদের কান বন্ধ করে রাখতে হবে।

৩. এখানে আমাদেরকে চুরি করার পাপের বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, যা দশ আজ্ঞার অষ্টম আজ্ঞার স্পষ্ট লঙ্ঘন। সততা ও বিশ্বস্ততার প্রশ্নে সতর্ক হওয়ার জন্য আমাদেরকে বলা হয়েছে, *চোর আর চুরি না করুক*, পদ ২৮। এখানে জোরপূর্বক বা ঠগবাজি করে করা সকল প্রকার মন্দ কাজের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র পাপ থেকে নিবৃত্ত থাকলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সেই সাথে আমাদেরকে সবসময় এই পাপের বিপরীত কাজটি করতে হবে, অর্থাৎ আমাদেরকে সবসময় সৎ পথে চলতে হবে, সততা অবলম্বন করতে হবে। চোর শুধু চুরি করা থেকে বিরত থাকলেই চলবে না, *বরং নিজের হাতে সৎভাবে পরিশ্রম করুক*। অলসতা চৌর্যবৃত্তির সূচনা ঘটায়। ক্রিসোসটম (Chrysostom) বলেছেন, *To gar kleptein argias estin* – *অলসতার ফলাফল চুরি*। যারা কোন কাজ করে না এবং যারা ভিক্ষা করতেও লজ্জা পায় না, তারা নিজেদেরকে চুরি করার মত বড় আকারের প্রলোভনে পতিত হতে সুযোগ দেয়। তবে পরিশ্রমী হওয়ার পেছনে আরেকটি উদ্দেশ্য প্রেরিত পৌল এখানে উল্লেখ করেছেন: *যেন দীনহীনকে দেবার জন্য তার হাতে কিছু থাকে*। লক্ষ্য করুন, যারা তাদের উপার্জনের দ্বারা কোন মতে বেঁচে থাকে, তাদেরও উচিত কিছু না কিছু পরিমাণে দান করা। যারা নিজেরা শ্রম করতে পারে না, যাদের সেই সামর্থ্য নেই, তাদেরকে সাহায্য করা প্রত্যেক সক্ষম মানুষের কর্তব্য। তবে ঈশ্বরের চোখে যে উপার্জন ও তা থেকে প্রদত্ত যে দান দেওয়া হবে, তা কখনোই অবৈধ আয় বা অসৎ উপায়ের উপার্জন হতে পারবে না, বরং সততা ও পরিশ্রমে মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ হতে হবে।

৪. এই পদে আমাদেরকে খারাপ কথার বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং যা উত্তম ও গঠনমূলক এমন কথা বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (পদ ২৯): *তোমাদের মুখ থেকে কোন রকম খারাপ কথা বের না হোক, কিন্তু প্রয়োজনে গেঁথে তুলবার জন্য ভাল কথা বের হোক*। নোংরা ও অশোভনীয় কথাবার্তা বিষাক্ত ও সংক্রামক, পচে যাওয়া মাংসের মত। এই সকল কথা বক্তার অন্তরের কুৎসিত অবস্থা ও তার কলুষতাকেই প্রকাশ করে। এই কথা যারা শোনে তাদের অন্তরও তার মত একই নোংরা চিন্তা করে ও কুৎসিত হয়ে পড়ে। এ

কারণে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উচিত সমস্ত কথায় ও কাজে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা। সাধারণভাবে এ কথা সকলেরই মাথায় রাখা উচিত যে, অন্যদের মধ্যে লালসা বা লোভ জাগিয়ে তোলে এমন কথা বলা বা কাজ করা কখনোই উচিত নয়। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে কথা বলার সময় অবশ্যই অন্যদেরকে গেঁথে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে: *যেন যারা শোনে তারা অনুগ্রহ পায়*। কাজেই বিশ্বাসীরা যে সকল কথা বলবেন সেগুলো অবশ্যই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য, যথাযথ পরামর্শমূলক, সান্ত্বনামূলক, প্রশংসামূলক ও গঠনমূলক হতে হবে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দায়িত্ব হচ্ছে, তাদের ঠোঁট দিয়ে তারা যেন কখনোই পাপ বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ না করেন, বরং সবসময় যেন অপরের মঙ্গল সাধনের জন্য চেষ্টা করে যান সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা; সর্বোপরি সবার মঙ্গল সাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাওয়া।

৫. ক্রোধ ও রাগ সম্পর্কে এখানে আবারও কিছু কথা বলা হয়েছে। পরস্পরের প্রতি দয়ার মনোভাব প্রদর্শন ও পারস্পরিক ভালবাসা প্রদর্শনের ব্যাপারে পৌল আরও কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, পদ ৩১, ৩২। তিক্ততা, রোষ ও ক্রোধ বলতে বোঝানো হয়েছে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রকাশ করা তীব্র ক্ষোভ ও রাগের বহিঃপ্রকাশ। কলহ, বড় বড় কথা বলা, জোর গলায় হুমকি দেওয়া এবং কাম্য নয় এমন অন্যান্য বাজে কথা জন্ম দেয় তিক্ততা ও ক্রোধের। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উচিত তাদের অন্তরকে এই সকল আচরণ দ্বারা পূর্ণ না রাখা এবং তাদের জিহ্বার মাধ্যমে এই মনোভাবে বহিঃপ্রকাশ না ঘটানো। নিন্দা করা হচ্ছে মানুষর খুঁত খুঁজে বের করা, দুর্বল দিক ধরে আঘাত করে কথা বলা, কোন বিষয় নিয়ে তিরস্কার করা, বিশেষ করে যখন আমরা রাগান্বিত হই। সব রকম হিংসা বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে আমাদের ভেতরে গেঁথে থাকা রাগ, যা আমাদেরকে অপরের ক্ষতি করতে ও অপরের দুর্নাম করতে প্ররোচিত করে। কিন্তু এর বিপরীতে আমাদের যা করতে বলা হয়েছে তা হচ্ছে: *তোমরা একে অন্যের প্রতি দয়ালু ও উদারমনা হও*। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অন্তরে ভালবাসা পোষণ করতে হবে এবং তার বাহ্যিক প্রকাশও থাকতে হবে, যা বোঝা যাবে তাদের নম্র, ভদ্র ও সহানুভূতিশীল আচরণের মধ্য দিয়ে। তাদের মধ্যে থাকতে হবে ক্ষমার মনোভাব: *একে অন্যকে ক্ষমা কর*। মানুষের মধ্যে ভুল-ত্রুটি দেখা দিতেই পারে। কিন্তু যে ভুল করেছে তাকে ক্ষমা করে দেওয়াই প্রকৃত ভালবাসার প্রকাশ। খ্রীষ্ট সমস্ত মানুষের ভুল-ত্রুটি, অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন, নিজেকে ক্রুশে উৎসর্গ করে সমস্ত মানুষকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার ও পবিত্র করে দিয়েছেন। কাজেই আমাদেরও উচিত মানুষকে ক্ষমা করতে কার্পণ্য না করা।

লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর আমাদের মাঝে অবস্থান করেন এবং খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজে সকল পাপের ভার সয়েছেন বলেই আমাদের মধ্যে ক্ষমা করা মানসিকতা থাকতে হবে। আবারও লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর যাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাদের মধ্যেও ক্ষমা করার মনোভাব থাকা দরকার এবং ঈশ্বর যেভাবে সবাইকে ক্ষমা করেন সেভাবে তাদেরও যে কাউকে ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আন্তরিকভাবে ও আনন্দের সাথে, তাৎক্ষণিকভাবে ও সন্তুষ্ট মনে ক্ষমা করতে হবে। অন্যায়কারী ক্ষমা ভিক্ষা করলে তাকে চিরতরে ক্ষমা করে

দিতে হবে এবং এ নিয়ে আর কোন রাগ, ক্ষোভ বা অসন্তোষ পুষে রাখা যাবে না। আমরা যখন প্রভুর প্রার্থনা করি তখন উচ্চারণ করি, *আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও নিজ নিজ অপরাধীদেরকে ক্ষমা করেছি*। কাজেই যদি আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমা পেতে চাই, তাহলে আমাদের সাথে যারা যারা অন্যায় কাজ করেছে তাদের প্রত্যেককেই আমাদের ক্ষমা করে দিতে হবে। এখন এই সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করে আমরা সকলে বুঝতে পারি যে, প্রেরিত পৌল এই পদগুলোতে দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় প্রস্তর ফলক, অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে দশম আদেশ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ও তা পালনের জন্য আমাদেরকে নির্দেশনা দিচ্ছেন। বর্তমান যুগের সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উচিত এই আদেশগুলো পালন করা ও সে অনুসারে পবিত্র জীবন-যাপন করা।

এই সকল আবেদন ও সতর্কতামূলক নির্দেশনার মাঝে প্রেরিত পৌল আমাদেরকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন, আর তা হচ্ছে, ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিও না, পদ ৩০। বিগত পদগুলোতে আমাদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সকল প্রকার লম্পটতা ও নোংরামি, মিথ্যা কথা বলা ও অনৈতিক কাজ করা, অর্থাৎ যা অৈ নতিকতা, অপবিত্রতা ও অধার্মিকতা কাজ, এর সবই ঈশ্বরের আত্মাকে দুঃখ দেয়। আলোচ্য পদের পরবর্তী পদগুলোতে আমরা দেখি যে, অন্তরের তিক্ততা, ক্রোধ, রোষ, পরনিন্দা, বাজে কথা বলা ও হিংসা করা পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দেয়। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই সকল মন্দ ও অপবিত্র কাজ শুধু যে আমাদের পরিবার, পরিজন, প্রতিবেশী ও বন্ধুদেরকেই কষ্ট দেয় তা নয়, স্বয়ং ঈশ্বর ও তাঁর পবিত্র আত্মাও এতে কষ্ট পান, দুঃখ পান। কাজেই আমাদের এমন কোন কিছুই করা উচিত নয় যা তাঁদেরকে দুঃখ দেয়। এমন যে কোন কিছু আমাদের পক্ষে করা অনুচিত যা ঈশ্বরের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে, যা আমাদের চারপাশের মানুষের জন্য ক্ষতিকর, যা আমাদের নিজেদের আত্মার জন্য ক্ষতিকর। ঈশ্বরের নির্দেশনা ও আদেশ অমান্য করা আমাদের জন্য একেবারেই অসম্ভব একটি কাজ। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরকে অমান্য করা। আর ঈশ্বরকে অমান্য করা হলে তিনি নিদারুন বেদনাগ্রস্ত হন। এ কারণে ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মার প্রতি বিরূপ আচরণ প্রকাশ পায় এমন কোন কিছুই আমাদের করা উচিত নয়। এ ধরনের কাজের জন্য শেষ বিচারের দিনে ভয়ঙ্কর শাস্তি অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক সত্যিকার বিশ্বাসীকে সেই দিনের জন্য সীলমোহর করে রাখা হয়েছে। ঈশ্বর তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রেখেছেন, তাদেরকে চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন। তিনি তাদেরকে তাঁর মহা আনন্দ ও গৌরবের জীবন লাভের প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন। ঈশ্বর আত্মাই আমাদের সেই সীলমোহর। এই অনুগ্রহশীল আত্মা আমাদের জীবনের পবিত্রতা আনয়নকারী হিসেবে কাজ করেন। তিনি চান পরিত্রাণের দিনে আমাদের প্রত্যেকের জন্য আনন্দ ও মহিমা করতে। তাই আমরা যদি অধার্মিকতার কোন কাজ করে বা কথা বলে এই পবিত্র আত্মাকে আমাদের অন্তর ও আমাদের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিই, তাহলে আমাদের প্রতি ঈশ্বর যত অনুগ্রহ করেছেন ও আমাদের জন্য যে উত্তরাধিকার রেখেছেন, তার সবই মুছে যাবে।

# ইফিষীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

## অধ্যায় ৫

বিগত অধ্যায়ের শেষ ভাগে আমরা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আবেদন দেখতে পেয়েছি, যা এই অধ্যায়েও চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশেষ করে:-

ক. এখানে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়ার প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে, পদ ১,২।

খ. যে কোন প্রকার অশুচিতা থেকে বিরত থাকতে আবেদন জানানো হয়েছে, সেই সাথে পাপ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য কিছু পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু দায়িত্ব ও সাবধানতার বিষয় সম্পর্কে জানানো হয়েছে, পদ ৩-২০।

গ. প্রেরিত পৌল প্রাসঙ্গিক দায়িত্বগুলোর সঠিক পালনের ব্যাপারে উপযুক্ত নির্দেশনা দিয়েছেন, পদ ২১-৩৩; যা পরবর্তী অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি পদ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

### ইফিষীয় ৫:১-২ পদ

এখানে আমরা পারস্পরিক ভালবাসা, বা খ্রীষ্টীয় ভালবাসার বিষয়ে আবেদন দেখতে পাই। প্রেরিত পৌল বিগত অধ্যায়ে এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিশেষ করে শেষ পদটিতে তিনি অতএব শব্দটি যুক্ত করে এই অধ্যায়ের প্রথম পদটিকে একই প্রসঙ্গের সাথে সংযুক্ত করেছেন। এতে করে দুটি পদ একত্রিত করে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে: "যেমন ঈশ্বরের খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তোমাদের ক্ষমা করেছেন, অতএব তেমন প্রিয় সন্তানের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও।" ধার্মিক ব্যক্তিদের সবসময় উচিত যাঁকে তারা উপাসনা করেন, সেই ঈশ্বরের অনুসারী হওয়া, অন্ততপক্ষে তাদের সামর্থ্য অনুসারে যেটুকু তারা অনুসরণ করতে পারেন। তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের সকল দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে চলতে হবে এবং তাঁর প্রতিবিম্ব নিজেদের উপরে ধারণ করতে হবে। বাস্তব ধর্মচর্চায় ঈশ্বরকে অনুকরণ করার এক চমৎকার মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। বস্তুত ঈশ্বর পবিত্র, তাই আমাদেরও সকলকে পবিত্র হতে হবে। ঈশ্বর দয়াময় বলে আমাদেরও দয়াশীল হতে হবে। তিনি যেহেতু নিখুঁত তাই আমাদেরও নিখুঁত হতে হবে। ঈশ্বরের মঙ্গলময়তাকে অনুকরণ করা ছাড়া অন্য আর কিছুর মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর প্রতি এত বেশি ভক্তি প্রকাশ করতে পারি না। ঈশ্বরের প্রতিটি অনুগ্রহে ও বিশেষ করে তাঁর ভালবাসায়, তাঁর ক্ষমা দানকারী মঙ্গলময়তায় আমাদের ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব হয়ে উঠতে হবে, তাঁর অনুকারী হয়ে উঠতে হবে, আমাদের মাঝে তাঁরই প্রতিরূপ প্রকাশ করতে হবে। ঈশ্বর নিজেই ভালবাসা; আর যারা ভালবাসায় চলে তারা

ঈশ্বরের সাথেই চলে এবং ঈশ্বরের তাদের মাঝে বিরাজ করেন। এভাবেই তিনি তাঁর নাম ঘোষণা করেছেন: *অনুগ্রহপূর্ণ ও দয়াময় এবং মঙ্গলময়তায় পরিপূর্ণ*। সন্তান বা উত্তরাধিকারী হিসেবে (যাদের নিজ পার্থিব পিতা-মাতাও তাদেরকে এতটা গভীরভাবে ভালবাসতে পারবে না) চিহ্ন প্রকাশ করা যায় সাধারণত বংশতালিকা নির্ণয় করে বা তাদের চেহারা দেখে, সেই সাথে তাদের মনের চিন্তা ও অন্তরে স্বভাব অবলোকন করে। আর ঈশ্বরের সন্তানদেরকে চেনা যায় তাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভালবাসার প্রকাশ দেখে। পিতা-মাতার ভাল বিষয়গুলো সন্তানদের অনুকরণ করতে হবে। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমরা যে চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য বহন করি তা তাঁকেই প্রকাশ করবে, বিশেষ করে তাঁর ভালবাসা ও মঙ্গলময়তাকে, তাঁর দয়া ও ক্ষমার মনোভাবকে। তারাই শুধু ঈশ্বরের স্নেহের সন্তান হতে পারে, যারা ঈশ্বরের সমস্ত স্বভাব অনুকরণ করে। এরপরেই বলা হয়েছে, *আর ভালবাসায় চল*, পদ ২। এই ঈশ্বরীয় অনুগ্রহ আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে এবং আমাদের জীবনকে এমনভাবে পরিচালিত করে যেন আমরা ঈশ্বরের ভালবাসায় চলতে পারি। এটাই আমাদের জীবনের প্রধান অনুসরণীয় নীতি হওয়া উচিত ও এ অনুসারেই আমাদের কাজ করা উচিত। মানুষকে ভালবাসাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের পরস্পরকে ভালবাসার ক্ষেত্রে আন্তরিকতা প্রকাশে আরও বেশি যত্নবান হতে হবে।

*যেমন খ্রীষ্ট তোমাদেরকে ভালবাসোলেন*। এই কথা বলার মধ্য দিয়ে প্রেরিত পৌল আমাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, যাঁকে অনুকরণ করা সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিশ্বাসী দায়িত্ব। তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিনামূল্যে দত্ত ও মহান ভালবাসার নিদর্শন দেখতে পেয়েছি। সেই মহান ভালবাসায়, সেই মহিমান্বিত ভালবাসায় তিনি আমাদেরকে সিক্ত করেছেন। আমরা সকলে এই ভালবাসার অংশীদার এবং এই সান্ত্বনার ভাগীদার। এ কারণে আমাদের উচিত পরস্পরকে ভালবাসা । খ্রীষ্ট আমাদের সকলকে ভালবেসেছেন ও তাঁর মহান ভালবাসার প্রমাণ আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন; কারণ তিনি *আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য ও সৌরভযুক্ত উৎসর্গ হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করলেন*। তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন, উৎসর্গ করলেন, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নৈবেদ্য হিসেবে উপস্থাপন করলেন। এটি ছিল একটি বদলিমূলক উৎসর্গ, যার মাধ্যমে আমাদের পাপের ক্ষমা ক্রয় করা হয়েছিল। এ ছিল এক সৌরভযুক্ত উৎসর্গ, যা ঈশ্বরের সন্তুষ্টি সাধনের জন্য করা হত। অনেকে এখানে দ্বিমত প্রকাশ করে বলেন যে, পাপ উৎসর্গকে কখনো সৌরভযুক্ত উৎসর্গ বলা হত না। কিন্তু এই উৎসর্গ ঈশ্বরের মেষশাবকের উৎসর্গ, যাকে পৃথিবীর পাপের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন ঈশ্বরের কাছে গৃহীত হওয়ার জন্য, আর ঈশ্বর তাঁকে গ্রহণও করে নিয়েছেন, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এই উৎসর্গর কারণে প্রীত হয়েছেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের উৎসর্গ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ছিল, সে কারণে তিনি আমাদের সামনে এই উদাহরণটি স্থাপন করেছেন যেন আমরা অত্যন্ত সাবধানতার সাথে তা অনুকরণ করি।

## ইফিষীয় ৫:৩-২০ পদ

এই পদগুলোতে সকল প্রকার অশুচিতার বিপক্ষে সাবধান হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো

হয়েছে, সেই সাথে কিছু উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরও কিছু সাবধানতা ও দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নোংরা লালসা অবশ্যই মুছে ফেলতে হবে, যেন আমরা আমাদের অন্তরে পবিত্র ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে পারি। *ভালবাসায় চল* এবং *পতিতাগমন ও সব রকম অশুচিতা বা লোভ* ত্যাগ কর। *পতিতাগমন* বা ব্যভিচারের মত জঘন্য পাপ ঘটে থাকে বিবাহ বহির্ভূত নারী ও পুরুষের মধ্যে। *সব রকম অশুচিতার* মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সব ধরনের পাপ, নোংরামি, অপবিত্রতা, কুৎসিত লালসা, যা অযিহূদী পৌত্তলিকদের মধ্যে হর-হামেশাই দেখা যেত। এরপরে উল্লেখ করা হয়েছে *লোভ*, যা আগের দুটো পাপের সাথে সম্পর্কিত। অনেকের মতে এই লোভ বলতে আসলে অস্বাভাবিক লালসা বা কামনা-বাসনার কথা বোঝানো হয়েছে। সোজা ভাষায় বলতে গেলে এই লোভ আসলে পার্থিব ধন সম্পদ লাভ করা ও নিজের হস্তগত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে ও আসক্তিকে বোঝায়। এটি আসলে আত্মিক ব্যভিচার, আত্মার পতিতাগমন। এই কাজ করার কারণে আত্মা ঈশ্বরের কাছ থেকে বহু দূরে সরে যায় এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পার্থিব বস্তু ও সম্পদের প্রতি আসক্ত করে ফেলে। পৃথিবীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের অর্থ হল ঈশ্বরের সাথে শত্রুতা তৈরি করা। এই সকল পাপ অবশ্যই সবচেয়ে জঘন্য ও কুৎসিত পাপ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে: এ সমস্ত পাপের *নামও যেন তোমাদের মধ্যে শোনা না যায়*। ঘৃণা প্রকাশের চিন্তা নিয়ে, বা বিরক্তি প্রকাশের কথা ভেবে, কোনভাবেই যেন আমরা এই সকল পাপের নাম আমাদের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা করি। যারা পবিত্র লোক, যাদেরকে স্বর্গের ঈশ্বরের জন্য পৃথিবীর অন্য সকল মানুষের মধ্য থেকে পৃথক করা হয়েছে, তারা কোনমতেই এই সকল পাপের নাম মুখে আনতে পারবেন না, কারণ সেগুলো অত্যন্ত অপবিত্র ও নোংরা। প্রেরিত শুধু যে এই পাপগুলো থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে বলেছেন তা নয়, তিনি আমাদেরকে ঘুণাক্ষরেও এই সকল পাপের কথা মাথায় আনতে, এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে ও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছেন। এ সমস্ত বিষয় নিয়ে ভাবা ও কথা বলা ক্ষমার অযোগ্য।

*কুৎসিত ব্যবহার* (পদ ৪) বলতে মানুষের প্রতি দুর্ব্যবহার ও অশোভন আচরণ বোঝানো হয়। *বোকামি ও তামাশার কথাবার্তা* হচ্ছে অশ্লীল ও চটুল আলোচনা। অন্যভাবে বললে এটি এমন কথা বলাকে বোঝায়, যা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য জন্য, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বা বোকা বানানোর জন্য বলা হয়ে থাকে। গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল তার নীতিগ্রন্থে গ্রীক শব্দ ঊঁঃৎধঢ়বষরধ উল্লেখ করেছেন এবং একটি গুণ হিসেবে এটিকে ব্যবহার করেছেন। এর মূল অর্থ হচ্ছে বাকচারিতার শোভনীয়তা। আমরা নিঃসন্দেহে এ কথা ধারণা করতে পারি যে, কোন ধরনের নিষ্পাপ ও গঠনমূলক বিনোদন উপভোগ করতে প্রেরিত পৌল নিশ্চয়ই নিষেধ করেন নি। অনেকে মনে করেন পৌল অত্যন্ত গোঁড়া একজন ব্যক্তি ছিলেন বলে হাসি-ঠাট্টা করাকে তিনি পাপ বলে আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এই পদগুলোর প্রেক্ষাপট থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, নেতিবাচক সকল ঠাট্টা-তামাশা ও নোংরা বিনোদনকে তিনি ভ্রুকুটি দেখিয়েছেন। তিনি সেই সকল *খারাপ কথা* তাদের মুখ থেকে বের করতে নিষেধ করেছেন, যে বিষয়ে তিনি ৪:২৯ পদে এর আগে বলেছেন। এ বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন, *এ সব উপযুক্ত নয়*। এ সমস্ত

কথাবার্তা বলা যে উপযুক্ত নয় তাই শুধু নয়। এ সমস্ত আলোচনা যারা করে ও যারা শোনে তারা সকলেই কলুষিত হয় ও তাদের কান বিষাক্ত হয়ে ওঠে। যারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী, তাদের পক্ষে এ ধররে অশ্লীল, অশোভন ও নোংরা কথাবার্তা বলা ও শোনা শোভা পায় না। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে সবসময় শ্রুতিমধুর ও গঠনমূলক কথা বলতে হবে, সুস্থ বিনোদন উপভোগ করতে হবে। তাদেরকে কথায় ও কাজে স্বর্গীয় আনন্দ ও জ্ঞানের পরিচয় দিতে হবে। প্রেরিত পৌল আরও যুক্ত করেছেন, *কিন্তু এর পরিবর্তে যেন ধন্যবাদ দেওয়া হয়*। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মুখ থেকে যেন কখনো কটু বাক্য, দুর্ব্যবহার, অশোভনীয় কথা বের না হয়, বরং তারা যেন সর্ব বিষয়ে ও সব সময়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করতে থাকে। ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও আমাদের প্রতি তাঁর মহা করুণার কথা চিন্তা করে সবসময় তাঁর প্রতি আমাদের অন্তরের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। লক্ষ্য করুন:-

১. আমাদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহ দানের জন্য তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জানানোর সামান্যতম কোন সুযোগও যদি আমাদের সামনে আসে, তা কখনোই আমাদের হাতছাড়া করা উচিত নয়।

২. আমাদের উপর ঈশ্বরের সমস্ত অনুগ্রহ ও মঙ্গলময়তার কথা ভেবে তাঁর প্রতি অন্তরের সমস্ত কৃতজ্ঞতা জানানোর ইচ্ছা যদি আমরা অন্তরে সবসময় অটুট রাখি, তাহলে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সমাজের প্রতিটি মানুষের মন থাকবে সজীব ও প্রফুল্ল এবং তা ঈশ্বরকেও সন্তুষ্ট করে তোলে।

ড. হ্যামন্ড মনে করেন যে, Eucharistia শব্দটির মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে অনুগ্রহপূর্ণ, ধার্মিক, ভক্তিপূর্ণ বক্তির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়। অন্ততপক্ষে পৌল যে সমস্ত কাজের বিরোধিতা করেছেন এই পদগুলোতে, সেগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে এই গ্রীক শব্দটি দারুনভাবে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে। আমাদের আনন্দ ও উৎফুল্লতা প্রকাশের ধারা অবশ্যই ভক্তিপূর্ণ হতে হবে, যেন এর মধ্য দিয়ে আমাদের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। সর্ব প্রকার কলুষতা পরিহার করে এমন উপায়ে আমাদের চলা উচিত যেন তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরবই কেবল প্রকাশ পায়। মানুষ যত বেশি ভক্তি ও ধার্মিকতায় নিজেকে আবৃত রাখবে, তত তার মধ্য থেকে অশোভনীয়তা ও অপবিত্র চিন্তা ও কথা দূরে সরে যাবে; কারণ *একই মুখ থেকে কি আশীর্বাদ ও অভিশাপ*, কুৎসা ও কৃতজ্ঞতা নির্গত হতে পারে?

ক. এই সকল অশুচিতার পাপ থেকে আমাদেরকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য প্রেরিত পৌল একাধিক ক্ষেত্র থেকে আবেদন রেখেছেন এবং কয়েকটি প্রতিকারের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. তিনি আমাদের জন্য বেশ কয়েকটি যুক্তি ও আবেদন রেখেছেন, যেমন:-

(১) আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে, এগুলো এমন পাপ যা মানুষের জন্য স্বর্গের দরজা বন্ধ করে দেয়: *কেননা তোমরা নিশ্চয় জেনো*, পদ ৫। তারা ইতোমধ্যেই এ কথা জানতো; খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তারা অবশ্যই এ কথা জেনে গেছে। একজন

লোভী মানুষ বলতে সাধারণত আমরা বুঝি সম্পদের প্রতি লালায়িত একজন মানুষ, যে নিজেকে সেই সকল ঘৃণ্য লালসায় মত্ত রাখে, যার জন্য অযিহূদী ও পৌত্তলিকরা এই পৃথিবীতে কুখ্যাত হিসেবে বিবেচিত। একজন পেটুক লোক যেমন তার পেটকে ভরিয়ে রাখার জন্য সবসময় ব্যস্ত থাকে, সুস্বাদু খাবার দেখলে সে লালায়িত হয়ে পড়ে, সেভাবে একজন লোভী মানুষ অর্থ সম্পদকেই তার দেবতা বলে মানে, টাকাকে সে তার জীবনের প্রধান ভালবাসার পাত্র বলে বিবেচনা করে। সে ঈশ্বরের বদলে মিথ্যা দেবতার পূজা করে। এ ধরনের মানুষের জন্যই বলা হয়েছে যে, স্বর্গীয় রাজ্যে এদের কোন স্থান নেই। স্বর্গীয় রাজ্য হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের রাজ্য, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর। এই রাজ্য খ্রীষ্ট নিজে তাঁর শিষ্যদের জন্য ক্রয় করেছেন। এখানে স্বর্গে রাজ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ রাজ্য শব্দটির সাথে এক ভিন্ন মাত্রার গৌরব ও মহিমা সংযুক্ত হয়, এর পূর্ণতা ও সমৃদ্ধি প্রকাশ পায়। এই স্বর্গীয় রাজ্যে ঈশ্বরের পবিত্র ব্যক্তিরা এবং তাঁর চিরকালীন পরিচর্যাকারী দাসরা উত্তরাধিকার সূত্রে বসবাস করবেন। আমরা প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা আমাদের পূর্বনিয়তি হিসেবে মানবীয় জীবন-যাপন শেষে স্বর্গে উন্নীত হব। কাজেই এ কারণে আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে, যেন এমন কোন পাপ আমাদেরকে দখল করে না ফেলে, যার জন্য স্বর্গের দরজা আমাদের সামনে থেকে চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

(২) এই সকল পাপের দোষে দোষী যারা, তাদের উপরে নেমে আসে ঈশ্বরের মহা ক্রোধ: *অনর্থক কথা দ্বারা কেউ যেন তোমাদের না ভুলায়; কেননা এসব দোষের জন্য অবাধ্যতার সন্তানদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসে*, পদ ৬। কেউ যেন আমাদের তোষামোদি করে আমাদের মনকে বিপথে চালিত করতে না পারে। আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। নিজেদের মনকে প্রবোধ দিতে হবে, কারণ এ সবই অসার বাক্য। লক্ষ্য করুন, যারা নিজেদেরকে লোকদের মিষ্টি কথায় বিশ্বাস করতে দেয় ও মিথ্যা আশায় ভেসে পাপের পথে ধাবিত হয়, তারা নিজেদের সাথে ও সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সাথে প্রতারণা করে। এভাবেই শয়তান আমাদের আদি পিতা-মাতাকে মিথ্যা ও অসার কথা দ্বারা ভুলিয়েছিল, যখন সে তাদেরকে অত্যন্ত চাতুরির সাথে বলেছিল, *তোমরা কোনমতেই মরবে না*। এগুলো অবশ্যই অসার কথাবার্তা। যারা এ ধরনের কথা বলা লোকদের বিশ্বাস করে, তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয় ও তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ ধরনের পাপের কারণে ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসে।

(৩) এই সমস্ত পাপীদের পথ থেকে দূরে এসে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হওয়ার জন্য কতটা বাধা পেরোতে হয় তা এখানে বিবেচনা করুন: *কারণ তোমরা একসময়ে অন্ধকার ছিলে, কিন্তু এখন প্রভুতে আলো হয়েছ*, পদ ৮। এর অর্থ হচ্ছে, "এ ধরনের পথ তোমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য খুবই অনুপযুক্ত। কারণ, তোমরা যখন অযিহূদী ছিলে ও মন পরিবর্তন না করা অবস্থায় ছিলে, সে সময় তোমরা বস্তুত অন্ধকারে ছিলে। আর এখন তোমাদের মধ্যে বহু পরিবর্তন এসেছে।" প্রেরিত পৌল তাদের পূর্ববর্তী অবস্থাকে অন্ধকারাচ্ছন্নতা বলে উল্লেখ করেছেন, কারণ প্রকৃত অর্থেই তারা সে সময় পাপের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও আবদ্ধ হয়ে ছিল। তারা মন্দ ও কলুষতাময় জীবন ধারণ করতো, তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার

উপস্থিতি বা অনুগ্রহ কিছুই ছিল না। লক্ষ্য করুন, পাপে পূর্ণ একটি অবস্থা হচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা। অন্ধকারে যে মানুষেরা বসে থাকে তারা যেমন জানে না যে, কোথায় যেতে হবে, সেভাবেই যারা পাপের অন্ধকারে বসে থাকে তারাও জানে না তাদের কী করা উচিত। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ যখন তাদের উপরে প্রকাশিত হয়, তাঁর মহান করুণাদায়ী আলো যখন তাদের পথ আলোকিত করে তোলে, তখন তাদের আত্মায় আসে মহা পরিবর্তন: *এখন তোমরা প্রভুতে আলো হয়েছ*। তারা তখন প্রভুর আত্মার পরিপূর্ণ হয়ে আলোর পথের যাত্রী হয়ে ওঠে। তারা আলোর সন্তানের মত পথ চলে। তাদের মধ্যে স্বর্গীয় আলোকিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হয়। যা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য সেটাই তাদের ভেতরে দেখা দেয় (পদ ১০)। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষা ও বহিঃপ্রকাশ তাদের ভেতরে দেখা দেয়। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের কাছে যা অপ্রিয় তা ত্যাগ করা ও তা ঘৃণা করাই শুধু আমাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়, বরং সেই সাথে যা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য তা খুঁজে বের করা ও তা করা আমাদের জন্য এক মহান দায়িত্ব। এভাবেই আমরা পাপের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতে পারব।

২. প্রেরিত পৌল এখানে ইফিষীয়দের জন্য অনুসরণীয় কিছু পন্থা বাৎলে দিয়েছেন:-

(১) যদি আমরা নিজেদেরকে মাংসিক কামনা ও লালসায় জড়িয়ে না ফেলি, তাহলে আমরা অবশ্যই পবিত্র আত্মার ফল বহন করতে পারব, পদ ৯। আলোর সন্তানদের কাছ থেকে এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে আশা করা যায়। তারা আলোকিত হবে, তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্রীকৃত ও অভিষিক্ত হবে এবং তারা পবিত্র আত্মার ফল বহন করবে, আর সেই ফল হচ্ছে সর্ব বিষয়ে মঙ্গলময়তা। তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে ধার্মিকতা। এটি আমাদের ন্যায় বিচার ও পবিত্রতাকেই প্রতিফলিত করে। এভাবেই আমরা আরও বেশি করে নিজেদেরকে পবিত্র ও ধার্মিক করে তুলতে পারি, যদি আমরা পবিত্র আত্মাকে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করার সুযোগ করে দিই। আমরা একমাত্র এভাবেই সত্যে, আন্তরিকতায় ও অন্তরের সারল্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারি।

(২) আমাদের কোনভাবেই পাপ বা পাপীর সাথে কোন সম্পর্ক স্থাপন করলে চলবে না, পদ ১১। পাপপূর্ণ কাজ হচ্ছে অন্ধকারের কাজ। এই কাজ আসে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে, যা খোঁজে শুধু অন্ধকারাচ্ছন্ন কলুষতা এবং যা নিয়ে যায় নরকের অন্ধকার পাতালে। অন্ধকারের কাজ হচ্ছে ফলহীন কাজ। সময়ে পরিক্রমায় এর থেকে মঙ্গলজনক কোন কিছু বের হয়ে আসে না। পাপ থেকে যত লাভ হবে বলে ধারণা করা হোক না কেন, আসলে পাপ কেবলই বয়ে আনে দুর্দশা ও ধ্বংস। ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই পাপ দ্বারা সাধিত হয় না। মন পরিবর্তন না করা পাপীর জন্য লেখা আছে ভয়ঙ্কর পতন ও ধ্বংস। যদি আমরা অন্যদের পাপে অংশীদার হই, তাহলে তাদের পতনেও আমাদের শরীক হতে হবে, কারণ তাদের মতই আমরাও সমান অপরাধ করেছি। তাই তাদের সাথে কোনভাবে সংযুক্ত হওয়া ও তাদেরকে উৎসাহিত করার বদলে আমাদের উচিত হবে তাদেরকে সব দিক থেকে নিরুৎসাহিত করা, তাদেরকে এভাবে পাপ করা থেকে বিরত থাকতে তাগাদা দেওয়া। আমাদেরকে এই কাজ করতে হবে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ও নিঃস্বার্থভাবে। আমাদের

জীবনের পবিত্রতা আনয়ন ও আরেকটি জীবনকে আলোর পথে নিয়ে আসার সঙ্কল্প নিয়ে এই কাজ আমাদেরকে করতে হবে। তাদেরকে পাপের জন্য তিরস্কার না করা ও তা থেকে বিরত থাকতে অনুনয় না করার অর্থ হচ্ছে আমাদের কাজে ফাঁকি দেওয়া। অন্য দিক থেকে, এই দায়িত্ব আমাদের জন্য অনেকটা পরস্পর বিরোধী বলে প্রতীয়মান হতে পারে, যেহেতু আমাদেরকে এ কথাও বলা হয়েছে যে, *এ সব লোকেরা গোপনে যেসব কাজ করে তা উচ্চারণ করাও লজ্জার বিষয়*, পদ ১২। এই সকল পাপ এতটাই নোংরা ও কলঙ্কযুক্ত যে, এ সম্পর্কে কথা বলাও অত্যন্ত লজ্জাজনক কাজ। কিন্তু এই সকল পাপ নিয়ে তিরস্কার করার বেলায় তা আমাদের জন্য লজ্জাজনক কাজ হবে না, বরং যে কেউ এই পাপ ও পাপীদের সাথে মিলিত হয়ে এই পাপ কাজে উৎসাহী হয় বা এই পাপ করার জন্য আগ্রহী হয়, তারাই লজ্জিত হবে। প্রেরিত পৌল এখানে মূলত বলতে চেয়েছেন অযিহূদী পৌত্তলিকদের মূর্তিপূজার কথা, তাদের মূর্তিপূজার সাথে সম্পর্কিত জেনা, অজাচার ও নানা প্রকার লম্পটতার কথা, যা আমাদের জন্য কল্পনা করাও অনুচিত। এই সকল পাপের নিশ্চিত পরিণতি বেদনাদায়ক মৃত্যু। লক্ষ্য করুন, একজন ভাল মানুষ যে কাজের কথা মুখ দিয়ে বলতে লজ্জিত হন, মন্দ মানুষেরা তা করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু ভাল মানুষদেরকেই এই পাপের বিপক্ষে সোচ্চার হতে হবে। এর পর আমরা দেখি এমন তিরস্কারের আরেকটি কারণ: *কিন্তু আলো দ্বারা দোষ দেখিয়ে দেওয়া হলে পর সমস্তই প্রকাশ হয়ে পড়ে*, পদ ১৩। এই বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, "অন্ধকারের যে সকল ফলবিহীন কাজ করার মধ্য দিয়ে তোমরা নিজেদের উপরে পাপের বোঝা টেনে আনছ এবং নিজেদেরকে মহা পাপী বলে প্রতীয়মান করছ, তোমাদেরকে সুসমাচারের আলোতে, তথা ঈশ্বরের মুখঃনিসৃত বাক্য দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করা হবে। ঈশ্বরের বিশ্বস্ত অনুসারীরা পাপী ও আত্মিক অপরাধীদেরকে তাদের স্বরূপ দেখিয়ে দেন, আর পবিত্র আত্মা ও সুসমাচারের আলো তাদেরকে পৃথিবীর সামনে উন্মোচিত করে দেয়।

এই সকল মহা পাপীদেরকে ঈশ্বর যখন জেগে উঠতে বলেন, তার অর্থ হচ্ছে তাদেরকে অপরাধ স্বীকার করার মধ্য দিয়ে অনুতাপ করতে হবে ও মন পরিবর্তন করতে হবে। তিনি তাদেরকে পাপের পথ পরিবর্তন করে পবিত্র বাধ্যতায় তাঁর অনুগত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি তাদেরকে উৎসাহ দেন যেন তারা তাদের সর্বসাধ্য অনুযায়ী সেই পাপের পথ থেকে ফিরে আসে। তাদেরকে ঈশ্বর এই গৌরবময় প্রতিজ্ঞা দিচ্ছেন যে, খ্রীষ্ট তাদেরকে আলোকিত করবেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাদেরকে জ্ঞান, পবিত্রতা ও সান্ত্বনার এমন এক অবস্থান দান করবেন যা তাদেরকে পূর্বে পাপময় জীবন থেকে পুরোপুরি বদলে দেবে, তাদেরকে দান করবে এক মহা আনন্দে পরিপূর্ণ পবিত্র জীবন। লক্ষ্য করুন, যখন আমরা পাপ থেকে মন পরিবর্তন করি যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি এবং সুসমাচারের মধ্য দিয়ে যে মহান পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হওয়ার কথা রয়েছে তা আমাদের মধ্য দিয়েই পরিপূর্ণ হয়। অনেকে এই জাগরণের ও উত্থানের আহ্বানকে পাপী ও পবিত্র ব্যক্তি উভয়ের জন্য বিবেচনা করে থাকেন। পাপীদের ক্ষেত্রে মন পরিবর্তন করে পাপ থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং পবিত্র ব্যক্তিদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে জেগে ওঠার আহ্বান জানানো হয়েছে। পাপীকে আত্মিক মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে

উঠতে হবে এবং পবিত্র ব্যক্তিদেরকে আত্মিক সুপ্তাবস্থা থেকে জেড়ে উঠতে হবে।

(৩) পাপের বিরুদ্ধে আরেকটি প্রতিষেধক হচ্ছে সাবধানতা, সবসময় সদা সতর্ক থাকা (পদ ১৫): *সেজন্য তোমরা কিভাবে চলছো সেই বিষয়ে সাবধান হও*। আমাদেরকে সবসময় চিন্তা করতে হবে কীভাবে আমরা নিজেদেরকে পাপ থেকে দূরে রাখব সে বিষয়ে। আমরা যদি আমাদের দায়িত্বে বিশ্বস্ত থাকি ও নিজেদের কাছে সৎ থাকি, তাহলে আমাদের আর পাপে পতিত হওয়ার ভয় থাকে না। বস্তুত আমাদেরকে অবশ্যই সবসময় নিজেদের আচরণ ও ব্যবহার ঠিক রাখতে হবে। এছাড়া আমাদের এমন পাপের জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে যে সকল পাপে আমরা অনেকটা অজান্তেই পতিত হই। প্রেরিত পৌল আরও বলেছেন, *অজ্ঞানের মত না চলে জ্ঞানবানের মত চল*। যে ব্যক্তি জ্ঞানী, সে যে কোন পথে এগোনোর ক্ষেত্রে সদা সতর্ক থাকে। পবিত্র শাস্ত্রের নির্দেশনা, পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমাদেরকে পথ চলতে হবে। পবিত্রতা ও ধার্মিকতা অনুসারে আমাদেরকে পথ চলতে হবে। আমাদের আত্মার যে কোন প্রকার অবহেলা ও অসাবধানতা আমাদের জন্য ধ্বংসাত্মক বলে বিবেচিত হবে। এর পরেই আমাদেরকে বলা হয়েছে, বর্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার কর, কেননা এই কাল মন্দ (পদ ১৬)। আক্ষরিক অর্থেই এখানে সুযোগ কিনে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা এ ধরনের রূপক শব্দ ব্যবহার করে থাকে, যা এমন একজন দক্ষ ব্যবসায়ীকে নির্দেশ করে, যে তার ব্যবসার উন্নতি সাধনের সুযোগ ও ভাল মৌসুম কখন আসবে তা দেখার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী জ্ঞানের অন্যতম একটি দিক হচ্ছে সুযোগ পেলে তা সদ্ব্যবহার করা, এতটুকু অপচয় না করা। উত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে তাদের সময়ের উত্তর প্রভু হতে হবে এবং তা সবচেয়ে ভালভাবে কী উপায়ে কাজে লাগানো যায় সে চেষ্টায় রত থাকতে হবে। আমাদেরকে সবসময় প্রলোভনের বিপক্ষে আমাদের নজর সজাগ রাখতে হবে। আমাদের হাতে যতক্ষণ সেই ক্ষমতা আছে ততক্ষণ আমাদের নিজেদেরকে সাবধানে ও সুরক্ষিত রাখতে হবে। সঠিক সময় সঠিক কাজটি না করলে ভাল সুযোগ চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে। বর্তমান অনুগ্রহের কালকে আমাদের যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে, যেন কোনভাবেই আমাদের জন্য রক্ষিত সুযোগগুলো আমরা না হারাই। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর পরিকল্পনা সাধনের জন্য এই মহা সুযোগ দান করছেন। তাই আমাদের কোনমতেই উচিত হবে না আমাদের নিজেদের ভুলে তা হারিয়ে ফেলা ও আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের পরিকল্পনা সাধিত হওয়ার এমন মহা সুযোগ হাতছাড়া করা। আমাদের সামনে এমন সময় আসতে পারে যখন প্রতিটি মুহূর্তই কাটবে প্রলোভনের মাঝে। প্রেরিত পৌলও বলেছেন যে, তিনি সহ বহু খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে বিরতিহীনভাবে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, যা আমাদের প্রত্যেকের জন্যই এক ভয়ঙ্কর পরীক্ষা। মানুষ খুব সহজেই তাদের খারাপ সময়ে অভিযোগ করে বসে, যা ঈশ্বরের প্রতি তাদের অবাধ্যতাকে ও বিশ্বাসহীনতাকেই প্রকাশ করে। এই কাল মন্দ। এ কারণে আমাদেরকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে আমাদের আত্মাকে কলুষতা ও পাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে, বিশ্বাসে ও পবিত্রতায় স্থির রাখতে হবে। আমাদের আত্মার প্রতি ঈশ্বরের যে মহান পরিকল্পনা ও প্রতিজ্ঞা রয়েছে, তা আমাদেরকে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে সবসময় অন্তরে গেঁথে রাখতে হবে।

লক্ষ্য করুন, আমাদের দায়িত্বের প্রতি অবহেলা ও আত্মার মঙ্গলের প্রতি অবজ্ঞা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বোকামির প্রমাণ। অপরদিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ও তা পালন করার জন্য সর্বাঙ্গিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় ও সত্যিকারের জ্ঞানের পরিচয়।

খ. এর পরবর্তী তিনটি পদে প্রেরিত পৌল কিছু বিশেষ পাপের বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং আরও কিছু দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

১. পৌল আমাদেরকে মত্ততার পাপ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন: *আঙ্গুর-রসে মাতাল হয়ো না*, পদ ১৮। এটি এমন একটি পাপ যা পৌত্তলিকদের মাঝে প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত, বিশেষ করে যখন তাদের মূর্তিপূজার বিভিন্ন উৎসব চলতো। তারা নিজেদেরকে মদ্যপানে আসক্ত করে তুলত। তারা মদ খেয়ে মাতলামি করতো এবং নিজেদেরকে অবাধ কামনা ও লালসার স্রোতে ভাসিয়ে দিত। এ কথা সুস্পষ্ট যে, কৌমার্য্য ও জীবনের পবিত্রতার সাথে মদ্যপানের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। মত্ততা মানেই হচ্ছে ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিত হয়ে নিজেকে অবৈধ সুখের মাঝে হারিয়ে ফেলা। লক্ষ্য করুন, মদ্যপান এমন একটি পাপ যা খুব কমই অন্য পাপের সাথে যুক্ত হয় না। অর্থাৎ মদ্যপান করে মত্ত হয়ে উঠলে তা অন্য পাপ সাধনের পথ সুগম করে দেয়।

২. আঙ্গুর রসে পূর্ণ হওয়ার বদলে আমাদের উচিত নিজেদেরকে পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণ করা। যারা মদ্য পানে নিজেদেরকে পূর্ণ করে, তারা পবিত্র আত্মার পূর্ণতায় কখনোই পরিপূর্ণ হতে পারে না। মানুষকে পবিত্র আত্মার পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালাতে হবে, যা তাদের আত্মাকে মহা আনন্দে, শক্তিতে ও উৎসাহে পূর্ণ করবে, যে অনুভূতির সাথে মদ্যপানে মত্ত হওয়ার কোন তুলনাই চলে না। পবিত্র আত্মায় সামান্য পরিমাণে পূর্ণ হওয়াতেই আমাদের চলা থেমে থাকলে চলবে না। আমাদেরকে পবিত্র আত্মায় সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হতে হবে। পবিত্র আত্মাকে আমাদের অন্তরে ধারণ করার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের জীবনে প্রকৃত অর্থে ঈশ্বর ইচ্ছা কী। প্রভু আমাদের জীবনে কী সাধন করতে চান, আমাদের জন্য তাঁর কী কী অনুগ্রহ অপেক্ষা করছে তার সবই আমরা জানতে পারি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে। শুধু জানা নয়, আমাদেরকে এই সমস্ত কিছুর নিশ্চয়তাও ব্যক্ত করে আমাদের মাঝে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি।

৩. প্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত করা, পদ ১৯। মাতালরা কখনো প্রভুর প্রশংসা সঙ্গীত গায় না। তারা গায় অশ্লীল ও চটুল গান। পৌত্তলিকরা তাদের দেবতাদের পূজায় গেয়ে থাকে তাদের নিজস্ব পৌত্তলিক সঙ্গীত, যা তাদের কাল্পনিক দেবতাকেই খুশি করে থাকে, যাকে তারা আঙ্গুর-রসের দেবতা বলে সম্বোধন করে থাকে। এভাবে তারা প্রত্যেকে তাদের মনের আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশিত হয় ঈশ্বরের উদ্দেশে গাওয়া প্রশংসা সঙ্গীতের মাধ্যমে। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে গান ও যে সুর বের হয়ে আসে, সেটাই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রকৃত ভক্তি নির্দেশ করে। বর্তমান যুগে প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উচিত একত্রিত হয়ে মাণ্ডলিক সমাবেশে ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব গুণকীর্তনে সমবেত হওয়া, পরস্পরের আত্মাকে ঈশ্বরের প্রশংসা করার

মাধ্যমে আরও পবিত্রতা ও ধার্মিকতায় পূর্ণ করে তোলা। গীতসংহিতার গান বলতে আমরা বুঝি রাজা দায়ূদ কর্তৃক রচিত গান, বা এ ধরনের ধার্মিকতাপূর্ণ পবিত্র সঙ্গীত, যা ঈশ্বরের প্রশংসা প্রকাশ করে। প্রশংসা সঙ্গীত বলতে আমরা বুঝি ঈশ্বরের প্রশংসা নির্দেশক সঙ্গীত, যে সঙ্গীত গেয়েছিলেন সখরিয়, শিমিয়োন, প্রমুখ। আত্মিক গানের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরীয় বিধান, শিক্ষা, ভবিষ্যদ্বাণী, ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদির সুস্পষ্ট বিবরণ সমৃদ্ধ গীতিকাব্য। এখানে লক্ষ্য করে দেখুনঃ-

(১) গান ও প্রশংসা সঙ্গীত গাওয়ার অর্থ হচ্ছে সুসমাচারের বিধান প্রকাশ করা। এই বিধান ঈশ্বর কর্তৃত্ব স্থাপিত বিধান, যা তিনি তাঁরই গৌরবার্থে আমাদের জন্য প্রণয়ন করেছেন।

(২) যদিও খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস পার্থিব ভোগ লালসার ঘোর বিরোধী, তথাপি তা উপযুক্ত ও পবিত্র আনন্দকে সমর্থন জানায়। যারা পবিত্র আনন্দ প্রকাশ করবে তাদেরকে অবশ্যই পবিত্রভাবেই এই আনন্দের ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে হবে। তারা *নিজ নিজ অন্তঃকরণে বাদ্যের ঝঙ্কারে* প্রভু ঈশ্বরের গৌরব কীর্তন করবে। শুধু যে তাদের কণ্ঠস্বর দিয়ে তা নয়, তাদের নিজ নিজ অন্তরের অনুভূতির আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাদেরকে প্রভুর ধন্যবাদ, প্রশংসা ও গৌরব করতে হবে। তবেই তা প্রভুর কাছে গ্রাহ্যনীয় হবে।

৪. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের আরেকটি দায়িত্ব হচ্ছে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান, যে বিষয়ে প্রেরিত পৌল বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, পদ ২০। আমাদেরকে প্রশংসা গান গাইতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, যেন আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। যদিও আমরা প্রতিটি মুহূর্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসা সঙ্গীত গাই না, তথাপি আমাদের উচিত সর্ব বিষয়ে সবসময় তাঁর প্রতি ধন্যবাদ দিতে অবিরত থাকা। শুধুমাত্র আত্মিক দান প্রাপ্তির জন্য নয়, সেই সাথে তিনি অনন্তকালে আমাদের জন্য যে মহা উত্তরাধিকার নিহিত রেখেছেন এবং এই পৃথিবীতে তিনি আমাদেরকে যে সুন্দর জীবন দিয়েছেন, তার প্রেক্ষিতে আমাদেরকে সবসময় প্রভুর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। পবিত্র অন্তকরণ ও ধার্মিক মনোভাব নিয়ে প্রভুর কাছে আমাদের অন্তর উপস্থাপন করতে হবে। শুধুমাত্র আমাদের প্রতি নয়, পৃথিবী নিবাসী সকলের প্রতি ঈশ্বরের সমস্ত দয়া ও অনুগ্রহের জন্য তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। *সবসময় সব কিছুর জন্য আমাদের যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা* আমাদের একান্ত কর্তব্য। ধার্মিক ও পবিত্র অন্তর নিয়ে খ্রীষ্টের নামে আমাদের সকল প্রার্থনা, সকল প্রশংসা ও সকল আত্মিক নিবেদন ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করা হলে তা সবচেয়ে কার্যকরভাবে ঈশ্বরের কাছে গৃহীত হয়।

## ইফিষীয় ৫:২১-৩৩ পদ

এখানে পৌল প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের বিষয়ে উৎসাহ যুগিয়েছেন। এই সকল দায়িত্ব পালনের সাধারণ ভিত্তি হিসেবে তিনি একটি নিয়ম স্থির করেছেন, পদ ২১। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ বাধ্যতার অধীন। তারা একে অপরের বোঝা বহন করার জন্য একান্তভাবে দায়বদ্ধ। তাদের মধ্যে পরস্পরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছা

থাকবে না, বরং এক সাথে প্রত্যেককে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার বাসনা থাকবে। পৌল ছিলেন সত্যিকার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী মনোভাবের এক সুনিপুণ উদাহরণ, কারণ তিনি সকলের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। আমাদেরকে অবশ্যই এক বাধ্য আত্মা নিজেদের মাঝে ধারণ করতে হবে এবং ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আমাদেরকে যে সকল বিভিন্ন দায়িত্ব আরোপ করেছেন তা আমাদেরকে আন্তরিকভাবে পালন করতে হবে। ঈশ্বরের জন্য দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে এই প্রমাণ দিতে হবে যে, আমরা একাধারে তাঁকে ভালবাসি ও তাঁকে ভয় করি। যেখানে এই পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বাধ্যতা থাকে, সেখানে সম্পর্কগত সমস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হয়। ২২ থেকে ৩৩ পদ পর্যন্ত পৌল স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি এ সম্পর্কে একজন খাঁটি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মতই কথা বলেছেন। তিনি মণ্ডলীকে স্ত্রীর বাধ্যতার সাথে তুলনা করার জন্য উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং স্বামীর ভালবাসার ক্ষেত্রে মণ্ডলীর প্রতি খ্রীষ্টের ভালবাসাকে উপমা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ক. স্ত্রীদের যে দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে প্রভুতে তাদের স্বামীর প্রতি অনুগত থাকা (পদ ২২)। এখানে আনুগত্য বলতে বোঝানো হয়েছে স্বামীকে সম্মান করা ও তার কথার বাধ্য হয়ে চলা, আর এই কাজগুলো করতে হবে ভালবাসার নীতি থেকে। তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে থেকে এই আনুগত্য পালন করতে হবে, যিনি তাদেরকে এই আদেশ দান করেছেন। এখানে অন্যভাবে কথাটিকে ব্যাখ্যা করা যায়, “যেভাবে তোমরা ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থাক, সেভাবে তোমাদের স্বামীদের প্রতিও অনুগত থাকবে।” প্রথম ধারণাটি থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসেবে ন্যূনতম সম্মান, স্বামী হিসেবে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা স্ত্রীর অবশ্যই দিতে হবে, কারণ ঈশ্বর এতে সন্তুষ্ট হন। আমরা যেভাবে আমাদের প্রতিবেশীদেরকে ভালবাসি, সেভাবে স্বামীকেও ভালবাসতে হবে ও সম্মান করতে হবে। প্রেরিত এখানে স্ত্রীদের বশীভূতা হওয়ার কারণটি উল্লেখ করেছেন: *কেননা স্বামী স্ত্রীর মাথা*, পদ ২৩। এখানে যে রূপক চিত্রটি আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে তা হচ্ছে, একটি মানব দেহের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মাথা, যেখানে থাকে জ্ঞান, যুক্তি, অনুভূতি ও আবেগের উৎস, যা দেহের অবশিষ্ট অংশের চেয়ে উৎকৃষ্ট। ঈশ্বর মানুষকে একটি চেতনা দিয়েছেন ও তাঁর সৃষ্টিজগতকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও শাসন করার একটি অধিকার দিয়েছেন। এই অধিকার মানুষ লাভ করে প্রকৃতিগত নিয়মেই। যেখানে এই অধিকারের অপব্যবহার চলে আসে, সেখানেই মানুষের পাপ পৃথিবীকে করে তোলে অরাজকতাময়। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ অন্য যে কোন প্রাণীর চেয়ে জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে উৎকৃষ্টতর স্তরের। এ কারণে সে পুরো সৃষ্টিজগতের মস্তক, যেভাবে খ্রীষ্ট স্বয়ং মণ্ডলীর মস্তক। এখানে আমরা দেখতে পাই মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে খ্রীষ্টের বিশেষ অবস্থানের একটি প্রতিকৃতি, যাকে ঈশ্বর স্বয়ং মণ্ডলীর মস্তক ও প্রধান হিসেবে স্থাপন করেছেন। প্রেরিত এখানে আরও যুক্ত করেছেন যে, *তিনি তাঁর দেহের পরিত্রাণকর্তা*। খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা মণ্ডলীকে সমস্ত মন্দতা থেকে মুক্ত করে ও তার জন্য যে সমস্ত উত্তম বস্তু প্রয়োজন হয় তা দান করে। একজন স্বামী যেভাবে তার স্ত্রীর নিরাপত্তা বিধান করে থাকে, ঠিক সেভাবেই খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে নিরাপদে ও সুরক্ষিত রাখেন। মণ্ডলীরও তাই

উচিত খ্রীষ্টে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পিত করা। তাই এর পরে প্রেরিত আবারও বলেছেন, *কিন্তু মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশীভূত*, আনন্দ, স্বইচ্ছা ও নম্রতার সাথে মণ্ডলী যেমন নিজেকে খ্রীষ্টের অধীন রাখে, *তেমনি স্ত্রীরা সমস্ত বিষয়ে নিজ নিজ স্বামীর বশীভূতা হোক* (পদ ২৪)। মণ্ডলীকে হতে হবে খ্রীষ্টের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধীন, তাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য ও অনুগত হতে হবে।

খ. অপর দিকে স্বামীদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের স্ত্রীদেরকে ভালবাসা (পদ ২৫); কারণ এই ভালবাসা না থাকলে তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রধানত্বের অপব্যবহার করবে। আর যেখানে ভালবাসার অভাব দেখা দেয়, সেখানে অন্য সকল দায়িত্ব পালনেও ঘাটতি দেখা দেয়। মণ্ডলীর প্রতি খ্রীষ্টের ভালবাসা হচ্ছে এর এক অপূর্ব নিদর্শন, যে ভালবাসা অত্যন্ত আন্তরিক, পবিত্র, একাগ্র ও চিরকালীন। মণ্ডলীর শত ভুল ও ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে এমন করেই ভালবাসেন। মণ্ডলীর প্রতি তাঁর ভালবাসার মহত্ত্ব প্রকাশ পাওয়া যায় তার জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করায়। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের প্রতি মণ্ডলীর আনুগত্য যেমন স্ত্রীদের জন্য স্বামীদের প্রতি বাধ্য থাকবার উদাহরণ, তেমনি মণ্ডলীর প্রতি খ্রীষ্টের ভালবাসাও স্বামীদের জন্য স্ত্রীদেরকে ভালবাসার উদাহরণ। দু'জনেরই দু'জনার জন্য নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। স্ত্রীর জন্য যে ভালবাসা ঈশ্বর স্বামীর কাছ থেকে কামনা করেন, সেই একই ভালবাসা তিনি স্বামীর জন্য স্ত্রীর কাছ থেকে কামনা করেন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যই স্বামীর প্রতি তার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ, যা ঈশ্বর সর্বদা আশা করে থাকেন। প্রেরিত পৌল মণ্ডলীর প্রতি খ্রীষ্টের ভালবাসাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, কেন খ্রীষ্ট নিজেকে তাঁর মণ্ডলীর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। এর কারণ ছিল এই যে, তিনি যেন এই ভালবাসার মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে পবিত্রীকৃত করতে পারেন এবং গৌরবে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারেন; *যেন তিনি বাক্য দ্বারা জলে ধুয়ে তাকে শুচি করেন* (পদ ২৬)। তিনি চেয়েছেন তাঁর মণ্ডলীর সদস্যরা প্রত্যেকের যেন পবিত্রতার নীতিতে বিধৌত হয় এবং পাপের সমস্ত দোষ, কলঙ্ক ও অধীনতা থেকে মুক্ত হয়। এর মাধ্যম ছিল তাঁর বাক্য, যে বাক্যের শক্তিতে তিনি আমাদেরকে পরিত্রাণ দান করেছেন, আমাদেরকে পবিত্র করে নতুন জীবন দান করেছেন। এই আত্মোৎসর্গের আরেকটি কারণ ছিল, *যেন তিনি মহিমান্বিত অবস্থায় তাঁর নিজের কাছে মণ্ডলীকে উপস্থিত করেন*, পদ ২৭। ড. লাইটফুট মনে করেন যে, প্রেরিত পৌল এখানে যিহূদীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তারা এতটাই সতর্ক থাকত নিজেদেরকে ধৌত করার সময় যে, কোন দাগ বা এতটুকু পরিমাণ ধুলাও তাদের চোখ এড়িয়ে যেত না। অন্যান্যরা মনে করেন তিনি একটি নতুন বিধৌত পোশাকের কথা বলছেন, যা সবেমাত্র নির্মিত হয়েছে। তিনি নিজেকে শুদ্ধ ও পবিত্ররূপে উপস্থাপন করেছেন, যেন এক মহান দিনে মণ্ডলীর সাথে নিজেকে সম্মিলিত করে তুলতে পারেন। সেই দিনে মণ্ডলী ও তাঁর মধ্যে কোন ব্যবধান থাকবে না। মণ্ডলীর তখন তাঁর মত দাগহীন, নিখুঁত ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে উঠবে। মণ্ডলী, তথা সমগ্র খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সমাজ যে পর্যন্ত না যীশু খ্রীষ্টের সাথে সম্মিলিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতা, ধার্মিকতা ও গৌরবের শিখরে পৌঁছাতে পারেন না। এই পদ ও আগের কয়েকটি পদ একত্রে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে,

মণ্ডলীর পবিত্রীকরণের মধ্য দিয়ে তার গৌরব সাধনেরই পরিকল্পনা করা হয়েছে। যারা পবিত্র হবে, তারাই এই গৌরব লাভ করতে পারবে।

এর পরে পৌল আমাদেরকে বলছেন, *এভাবে স্বামীরাও নিজ নিজ স্ত্রীকে নিজ নিজ দেহ বলে ভালবাসোতে বাধ্য*, পদ ২৮। স্ত্রী তার স্বামীর সাথে এক দেহ হয়ে পূর্ণাঙ্গ হবে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, স্বামী নিজেকে যেভাবে ভালবাসে সেভাবেই তার স্ত্রীকেও ভালবাসতে হবে। *কেউ তো কখনও নিজের দেহের প্রতি ঘৃণা করে না*, পদ ২৯। সত্যিকার অর্থেই কোন মানুষ নিজেকে সজ্ঞানে ঘৃণা করতে পারে না। সে নিজে যতই কুৎসিত হোক না কেন, তার যত দোষ থাক না কেন, সে নিজের যত্ন করতে থাকে, নিজেকে খাবার দেয়, পোশাক দেয়। নিজের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। নিজেকে কষ্ট পেতে দেয় না, নিজেকে আঘাত করে না। এমন কি প্রভুও তাঁর মণ্ডলীর প্রতি তেমনটা করে থাকেন। প্রভুও তাঁর মণ্ডলীর যত্ন নিযে থাকেন, তার সমস্ত চাহিদা ও অভাব মিটিয়ে থাকেন, যেন সে চিরকালে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে। এখানে পৌল যুক্ত করেছেন, *কেননা আমরা তাঁর দেহের অংশ*, পদ ৩০। তিনি এখানে এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কেন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর যত্ন নেন ও তার প্রতিপালন করেন– কারণ এই মণ্ডলীর সকল সদস্য তাঁর দেহের অঙ্গ, অর্থাৎ তাঁর আত্মিক দেহের অঙ্গ। আমরা সকলে তাঁর দেহের অঙ্গস্বরূপ। মণ্ডলী যে সকল অনুগ্রহ ও মহিমার অংশীদার হয়েছে তার সবই খ্রীষ্টের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে, ঠিক যেভাবে হাওয়াকে আদমের মধ্য থেকে বের করা হয়েছিল। আমরা খ্রীষ্টের স্বর্গীয় দেহের অঙ্গ, তাঁর মহান মণ্ডলীর সদস্য– এ কথা বিবেচনা করেই আমাদেরকে এই পদের অর্থ অনুধাবন করতে হবে। *এই কারণে মানুষ তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হবে এবং তারা একাঙ্গ হবে*; প্রেরিত পৌল এখানে আদমের কথা উল্লেখ করেছেন, যখন হাওয়াকে তার সঙ্গী হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, আদিপুস্তক ২:২৪। এখানে এমনটা বোঝানো হয় নি যে, বিয়ের সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার কারণে মানুষের অন্যান্য স্বাভাবিক সম্পর্ক চুকে যাবে। কিন্তু এই সম্পর্ক তখন হয়ে পড়বে অন্যান্য সকল মানবীয় সম্পর্কের চেয়ে গভীর ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ এক নিগূঢ়তত্ত্ব, পদ ৩২। আদমের যে উক্তি প্রেরিত এই মাত্র উদ্ধৃত করলেন তা বিয়ের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে আত্মিক অর্থে বিচার করলে খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর মধ্যেও এই একই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কাজেই এখানে আদম ও সকল জাতির মাতা হবা হলেন প্রতীক। ঈশ্বর নিজে এই চিহ্ন আমাদের জন্য চিরকালীন মানবীয় ও আত্মিক সম্পর্কের জন্য স্থির করেছেন।

এর পরবর্তী অংশে প্রেরিত পৌল সংক্ষেপে স্বামী ও স্ত্রীর দায়িত্ব উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে তাঁর আলোচনার এই প্রসঙ্গটি শেষ করছেন, পদ ৩৩। "*যাহোক* (যদিও ঈশ্বরের এই বিধানে এক মহা নিগূঢ়তত্ত্ব লুকিয়ে আছে, তথাপি আক্ষরিক অর্থেও তা আমাদের জন্য বিবেচ্য) *তোমরাও প্রত্যেকে নিজের মত করে নিজ নিজ স্ত্রীকে ভালবাসো*। সে নিজের প্রতি যেমন ভালবাসা ও যত্ন প্রকাশ করে, তার স্ত্রীর প্রতি তার সেই একইভাবে ভালবাসা প্রকাশ করা উচিত। *আর স্ত্রীরও উচিত যেন সে স্বামীকে সম্মান করে*।" সম্মান করার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, যা থাকলে স্ত্রীরা তাদের স্বামীদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়,

তাদের প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভয় করে, আর এ কারণে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত কোন পরিস্থিতির উদয় হয় না। স্ত্রী যে তার স্বামীকে সম্মান করবে, সেটা ঈশ্বরের একান্ত ইচ্ছা এবং সম্পর্কের বিধান।

# ইফিষীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

## অধ্যায় ৬

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব:-

ক. প্রেরিত পৌল বিগত অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে যে আলোচনা করছিলেন তা তিনি এই এখানেও চালিয়ে গেছেন, বিশেষভাবে পিতা মাতার ও সন্তানদের দায়িত্ব সম্পর্কিত বিষয় এবং দাস ও মনিবের দায়িত্ব সম্পর্কিত বিষয়, পদ ১-৯।

খ. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা কীভাবে তাদের শত্রুদের আত্মার মঙ্গল সাধনের জন্য সচেষ্ট হবে সে বিষয়ে তিনি তাদেরকে বিশেষভবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করছেন, পৌল তাদেরেকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী অনুগ্রহের উত্তরণ সাধনের চর্চা করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে বিভিন্ন আত্মিক অস্ত্র ও বর্মের কথা বলেছেন, যা তারা নিজেদেরকে আত্মিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময় সজ্জিত করার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে, পদ ১০-১৮।

গ. এই অংশে আমরা পত্রটির উপসংহার দেখতে পাই, যেখানে পৌল বিশ্বাসী ইফিষীয়দেরকে তাঁর নিজের জন্য প্রার্থনা করার আবেদন জানিয়েছেন এবং তাদের জন্যও তিনি যে প্রার্থনা করবেন সে বিষয়ে কথা দিয়েছেন, পদ ১৯-২৪।

### ইফিষীয় ৬:১-৯ পদ

এখানে আমরা প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনা দেখতে পাই, যা প্রেরিত পৌল অত্যন্ত যত্ন নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন।

ক. পিতামাতার প্রতি সন্তানদের দায়িত্ব। *তোমরা যারা সন্তান, তোমরা আমার কথা শোন, আমি তোমাদেরকে প্রভুর প্রতি কীভাবে ভক্তিপূর্ণ ভয় করতে হয় সে শিক্ষা দেব*। সন্তানদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব হচ্ছে তাদের পিতা মাতার বাধ্য হওয়া (পদ ১)। পিতা মাতা সন্তানদের এই পৃথিবীর আলো দেখার কারণ, তাই ঈশ্বর স্বয়ং প্রকৃতিগতভাবেই পিতা মাতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করাকে সন্তানদের জন্য অবধারিত কর্তব্য হিসেবে ধার্য করেছেন। ধার্মিক পিতা মাতার প্রতি যথাযথ সম্মান স্থাপনের মধ্য দিয়ে সন্তানরাও হয়ে ওঠে ধার্মিকতায় পূর্ণ। ঈশ্বর প্রত্যেকটি সন্তানের কাছ থেকে এই বাধ্যতা আশা করে থাকেন। বাহ্যিক বিভিন্ন বাধ্যতা নির্দেশক কাজের পাশাপাশি তাদের অন্তরেও পিতা মাতার প্রতি বাধ্যতা ও সম্মান ধারণ করতে হবে। প্রভুতে বাধ্য থাকতে হবে। আমাদের পার্থিব পিতা মাতাকে সম্মান করার অর্থ হল আমাদের স্বর্গীয় পিতাকে সম্মান করা। আমাদের কখনোই

উচিত নয় পার্থিব পিতা মাতাকে অসম্মান ও অশ্রদ্ধা করা, কারণ তাতে করে স্বর্গীয় পিতাকেই অসম্মান করা হয়। সন্তানদেরকে পিতা মাতার বাধ্য থাকার জন্য উৎসাহিত কর-ার জন্য প্রেরিত পৌল অত্যন্ত সুচিন্তিত বক্তব্য দিয়েছেন: "সন্তানেরা, তোমাদের পিতা মাতার বাধ্য হও; কারণ প্রভু এমনটাই আদেশ দিয়েছেন। প্রভুর বাধ্য থাকার জন্যই তাদের প্রতি বাধ্য হও। প্রভুকে সম্মান করবে বলে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর।" পিতা মাতা আমাদেরকে ধার্মিকতার পথ শিক্ষা দেন, আমাদেরকে সুসমাচারের বাক্যের আলোতে গড়ে তোলেন। সে কারণে তাদের প্রতি আমাদের বিশেষ ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ থাকা প্রয়োজন। ধার্মিক পিতা মাতা থাকা যে কোন সন্তানের জন্য ভাগ্যের বিষয়। ধার্মিক পিতা মাতা সবসময় তাদের সন্তানদেরকে ঈশ্বরের পথে চালিত করেন, আদিপুস্তক ১৮:১৯। তারা তাদের সন্তানদেরকে ঈশ্বরের প্রতি তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য সবসময় উৎসাহিত করেন ও প্রেরণা যুগিয়ে থাকেন। সে কারণে পিতা মাতার বাধ্য থাকাটা সন্তানদের জন্য একান্ত কর্তব্য। একটি সাধারণ যুক্তি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে: *কেননা তা ন্যায্য*। ঈশ্বরের চোখে তা ন্যায্য। ধার্মিক পিতা মাতার আদেশ পালনের মধ্য দিয়ে আমরা হয়ে উঠতে পারি ধার্মিক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী। তাই পিতা মাতার প্রতি আমাদের বাধ্যতাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা একান্ত কর্তব্য আমাদের জন্য।

এই সকল নির্দেশনার প্রমাণ হিসেবে পৌল দশ আজ্ঞার পঞ্চম আজ্ঞাটি আমাদের জন্য উদ্ধৃত করেছেন, যা খ্রীষ্ট নিজে তাঁর জীবনে পালন করেছেন ও আমাদের সামনে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত হিসেবে স্থাপন করেছেন, মথি ১৫:৪। "তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে সমাদর করো," (পদ ২)। এখানে সমাদর বলতে বোঝানো হয়েছে শ্রদ্ধা, বাধ্যতা ও কর্তব্য পালন। প্রেরিত আরও বলেছেন, *এটাই তো প্রথম আদেশ যার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা রয়েছে*। এই অংশটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকে সমস্যায় পড়েন, যা আমাদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়, কারণ অনেকে এই যুক্তি আনতে পারেন যে, খ্রীষ্ট আমাদেরকে পবিত্র শাস্ত্র ও ব্যবস্থার সমস্ত বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করেছেন। এ কারণে আমরা কেউ আর ব্যবস্থার অধীন নই। কাজেই দশ আজ্ঞা হুবুহু মেনে চলারও আবশ্যকতা নেই। কিন্তু ঈশ্বরের এই আদেশ কেবল সাধারণ কোন আদেশ বা প্রতিজ্ঞা নয়, বরং এটি আমাদের জন্য সারা জীবনের একটি পথ চলার নির্দেশনা। এই নির্দেশনার সাথে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হাজারো আদেশ জড়িত। প্রকৃত অর্থে এই উক্তিটির অর্থ হচ্ছে, "এটি একটি প্রধান বা অপরিহার্য আদেশ এবং এর সাথে একটি প্রতিজ্ঞা জড়িত রয়েছে। এটাই দ্বিতীয় পাথরের ফলকে লেখা প্রথম আদেশ, যার সাথে একটি প্রতিজ্ঞা যুক্ত করা হয়েছে।" প্রতিজ্ঞাটি হচ্ছে, *যেন তোমার মঙ্গল হয় এবং তুমি দেশে দীর্ঘায়ু* হও, পদ ৩। লক্ষ্য করুন, আজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাটি করা হয়েছে কেনান দেশকে ঘিরে, কিন্তু প্রেরিত পৌল আমাদেরকে দেখাচ্ছেন যে, এটি এবং অন্যান্য আদেশগুলো যা আমরা পুরাতন নিয়মে পেয়েছি, যেগুলো কেনান দেশের সাথে জড়িত, সেগুলো আরও নিগূঢ় অর্থ রয়েছে। শুধুমাত্র যিহূদীদের জন্য এই প্রতিজ্ঞা করা হয় নি। আমাদের কখনোই এই কথা ভাবা উচিত হবে না যে, যাদের জন্য এই আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, সেই যিহূদীরা শুধু এই পঞ্চম আদেশটি পালন করবে এবং তারাই এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা লাভ করবে। বরং আমাদের জন্যও এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা কাজ করবে। বাহ্যিক

সমৃদ্ধি ও দীর্ঘ জীবন হচ্ছে সেই সকল আশীর্বাদ যা তাদের প্রতি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, যারা এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে। এভাবেই আমাদের প্রতিও এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা লাভ করবে। বাধ্য সন্তানেরা খুব দ্রুত পিতা মাতার স্নেহাসিক্ত উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে। সবসময় যে এমনটা হয়ে থাকে তা নয়। এমন অনেক বাধ্য সন্তানের উদাহরণও আমরা দেখতে পাই যাদেরকে সারা জীবন বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে বাধ্যতার পুরস্কার এভাবেই প্রদান করা হয়ে থাকে। লক্ষ্য করুন:-

১. সুসমাচারে যেমন পার্থিব জীবনের জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, তেমনি এতে রয়েছে আত্মিক জীবনের জন্য প্রতিজ্ঞা।

২. যদিও ঈশ্বর কর্তৃত্ব আমাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্বে নিযুক্ত রাখার জন্য যথেষ্ট, তথাপি আমাদেরকে প্রতিজ্ঞাকৃত পুরস্কার লাভের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

৩. যদিও এই প্রতিজ্ঞায় অনেক পার্থিব সুযোগ সুবিধা রয়েছে, তারপরও তা আমাদের মাঝে বাধ্যতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদেরকে দেওয়া হতে পারে।

খ. পিতা মাতার কর্তব্য: *আর তোমরা যারা পিতা*, পদ ৪। এখানে পিতা ও মাতা উভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে।

১."*তোমরা নিজ নিজ সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না*। যদিও ঈশ্বর তোমাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন, তথাপি তোমাদের কখনোই এই ক্ষমতার অপব্যবহার করা উচিত নয়। তোমাদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, তোমাদের সন্তানেরা এক অর্থে তোমাদেরই অংশ। সে কারণে তাদের সাথে অত্যন্ত স্নেহশীল ও ভালবাসায় পূর্ণ আচরণ করতে হবে। তাদের সাথে অধৈর্য হবে না, তাদের উপরে কোন ধরনের অযৌক্তিক শাস্তি বা অযথা দোষ চাপিয়ে দেবে না। যখন তোমরা তাদেরকে কোন বিষয়ে সাবধান করবে, তখন বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে পরামর্শ দানের মধ্য দিয়ে তা করবে। যখন তাদেরকে তিরস্কার করবে, তখন এমনভাবে তা করবে যেন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে না ওঠে। এ ধরনের সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের সাথে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাথে আচরণ করতে হবে, তাদের ভেতরে চেতনা ও বিবেক বোধ জাগ্রত করে তুলতে হবে। সর্বোপরি সমস্ত কিছু যুক্তি সহকারে করতে হবে।"

২. *প্রভুর শাসনে ও চেতনা প্রদানে তাদেরকে মানুষ করে তোল*। সঠিক শৃঙ্খলা, স্নেহপূর্ণ সংশোধন ও ঈশ্বর তার কাছ থেকে যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের আশা করেন সে সব বিষয়ে শিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে সন্তানদেরকে সবচেয়ে ভালভাবে শাসন করা যায়। তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করতে হবে। তাদেরকে ঈশ্বরের শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে। সন্তানদেরকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাটা পিতা মাতার জন্য এক মহান দায়িত্ব। শুধুমাত্র তাদেরকে বড় করে তুললে চলবে না, কারণ পশুরাও তাদের শাবকদেরকে বড় করে। কিন্তু সন্তানদের প্রতি যত্ন নিতে হবে, তাদেরকে প্রতিপালন করতে হবে ও সমস্ত ভাল আচরণ ও সৌজন্যতাবোধ শিক্ষা দিতে হবে। সন্তানদেরকে শুধু ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তুললেও চলবে না, বরং তাদেরকে ভাল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে গঠন করতে হবে, যেন তারা প্রভুর পথে সর্বদা চলতে পারে। তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত

করে তুলতে হবে। তাদের অন্তরে পাপের প্রতি ভীতি জন্মাতে হবে। ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্ব পালন ও তাঁর সেবা কাজ করার জন্য তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে ও উজ্জীবিত করতে হবে।

গ. সেবাকারীদের দায়িত্ব। এই পুরো অংশটিকেও এক কথায় প্রকাশ করা যায়, আর তা হচ্ছে বাধ্যতা। এই অংশটি তিনি সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন এই প্রসঙ্গের গুরুত্ব কতখানি। এই দাসেরা ছিল মূলত ক্রীতদাস। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রচলিত দাসত্ব অপ্রাসঙ্গিক নয়। যারা মানুষের দাসত্ব করে, তারা ঈশ্বরের কাছে স্বাধীন। *যারা এই পৃথিবীতে তোমাদের মনিব* (পদ ৫), এর অর্থ হচ্ছে এই সকল দাসদের দেহের উপরে যাদের কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু আত্মা বা চেতনার উপরে কর্তৃত্ব নেই; কারণ একমাত্র ঈশ্বরই মানুষের আত্মার উপরে কর্তৃত্ব করে থাকেন। এখন দেখুন, দাসদের প্রতি যথা বিহিত সম্মান দেখিয়ে পৌল কী বলছেন:-

১. তাদেরকে অবশ্যই *ভয় ও কম্প সহকারে* বাধ্য হতে হবে। যারা পৃথিবীর পদমর্যাদার দিক থেকে তাদের উপরে অবস্থান তাদেরকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে, তাদেরকে যেন অসন্তুষ্ট না করে ও তাদের মনে ক্রোধ জাগিয়ে না তোলে সে জন্য দাসদের মনে ভয় থাকতে হবে।

২. তাদেরকে বাধ্যতা প্রদর্শনে আন্তরিক হতে হবে: *তোমাদের অন্তরের সরলতায় এই পৃথিবীর মনিবদের বাধ্য হও*। বাধ্য হওয়ার ভান করে অন্তরে অবাধ্যতা ধরে রাখলে চলবে না, বরং সত্যিকার অর্থেই বাধ্য হতে হবে। তাদেরকে বিশ্বস্ততার সাথে সেবা প্রদান করতে হবে।

৩. তাদের প্রভুদের প্রতি তারা যত বিশ্বস্ত হোক না কেন, তাদেরকে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে (পদ ৫-৭), *তোমরা মানুষের সেবা বলে নয়, বরং প্রভুরই সেবা করছো বলে সন্তুষ্ট মনে দাসত্বের কাজ কর*। দাসেরা সেবা করবে পার্থিব প্রভুর, কিন্তু তাদের আত্মা অনুগত থাকবে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি। এই সেবা কাজের মধ্য দিয়ে তাদেরকে খ্রীষ্টের প্রতি নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

৪. মনিব যখন চোখের সামনে থাকে তখনই শুধু তাকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা যাবে না (পদ ৬)। তারা যদি ভেবে থাকে যে, মনিব সামনে না থাকলে তাদেরকে দেখতে পায় না এবং তারা কাজে ফাঁকি দিতে পারবে, তা একেবারেই ভুল একটি ধারণা। কারণ খ্রীষ্ট সবসময় তাদেরকে লক্ষ্য করেন, সবসময় তাদের উপরে চোখ রাখেন। কাজেই পার্থিব প্রভুকে ফাঁকি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে খ্রীষ্টকে ফাঁকি দেওয়া। তাই *যখন মনিবদের চোখের সম্মুখে থাকে মাত্র তখন নয়*, বরং সবসময় বিশ্বস্ততা সহকারে কাজ করতে হবে।

৫. তারা যে কাজই করুক না কেন, তা আনন্দ সহকারে করতে হবে: *প্রভুরই সেবা করছো বলে সন্তুষ্ট মনে দাসত্বের কাজ কর*। সন্তুষ্ট মন নিয়ে প্রভুর সেবা করার অর্থ হচ্ছে কোন রাগ বা ক্ষোভ পুষে না রেখে, চাপ না নিয়ে, ভালবাসার নীতিতে মনিবের সেবা করা। এটাই হল *প্রাণের সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন* করা (পদ ৭), যা তাদের কাজকে করে তোলে

আরও সহজ ও আরও কম কষ্টসাধ্য। তাদের মনিবের প্রতি, মনিবের পরিবারের প্রতি ও মনিবের সমস্ত সম্পদের প্রতি যথাযথ আগ্রহ সহকারে সেবা করার মনোভাব থাকতে হবে। তাতে করে এই আন্তরিক মনোভাব প্রভু যীশুও প্রতি বিশ্বস্ততার পরিচয় বলে গণ্য করা হবে।

৬. বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের বেতন পাওয়ার ব্যাপারে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে এবং একই সাথে প্রভুর প্রতি সম্ভ্রম বজায় রাখতে হবে: *জেনে রাখ, কোন সৎকর্ম করলে প্রত্যেক ব্যক্তি, সে দাস হোক বা স্বাধীন হোক, প্রভুর কাছ থেকে তার ফল পাবে* (পদ ৮)। প্রতিটি মানুষকে তার কর্মফল অনুযায়ী ফল প্রদান করা হবে। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করবে, সে অবশ্যই ভাল ফল পাবে। কাজেই যে দাস তার মনিবের অবাধ্য না হয়ে, কাজে অবহেলা না করে তা যে দায়িত্ব রয়েছে তা সুচারুভাবে পালন করে যায়, তাহলে অবশ্যই সে ঈশ্বরের কাছ থেকে তার প্রাপ্য মজুরি তো পাবেই, উপরন্তু আরও মহা পুরস্কার লাভ করবে। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবেন ও স্বর্গীয় রাজ্যের একজন স্বাধীন নাগরিকে পরিণত করবেন। ঈশ্বর তাঁর প্রত্যেক বিশ্বস্ত দাসের প্রতি অবশ্যই এই অনুগ্রহ দান করবেন ও প্রত্যেকের সৎকর্মের যথাযোগ্য পুরস্কার এই পৃথিবীতেই বুঝিয়ে দেবেন।

ঘ. মনিবদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ: "*আর তোমরা যারা মনিব, তোমরাও তাদের প্রতি তেমনি ব্যবহার কর* (পদ ৯); অর্থাৎ একইভাবে আচরণ কর। তাদের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার কর, যেভাবে তোমরাও চাও যেন তারা তোমাদের প্রতি ন্যায্য কর্তব্য পালন করে। তাদের প্রতি যত্ন কর ও তাদের অবস্থা কী করে আরও উন্নত করা যায় সে ভাবনা মাথায় রাখ। সেই সাথে তাদেরকে দিয়ে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি যেন সন্তুষ্ট থাকেন সে ব্যাপারে সতর্ক থাক।" লক্ষ্য করুন, দাসরা বা কর্মচারীরা যেমন মনিবদের অধীনে বিশ্বস্তভাবে দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে দায়বদ্ধ, ঠিক তেমনি মনিবরাও দাসদের বা কর্মচারীদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সদয় মনোভাব ও নিয়ম অনুসরণের জন্য দায়বদ্ধ। *ভর্ৎসনা ত্যাগ কর; ধহরবহঃবং* – অযথা বকাঝকা করা থেকে বিরত থাক। তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, তোমাদেরকে ও তোমাদের দাসদেরকে একই উপাদান দিয়ে ঈশ্বর নিজে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে তাদের উপরে কোন অন্যায় অত্যাচার চালিও না, কারণ এ কথা জেনে রেখো যে, স্বর্গে তোমাদের সকলের সার্বজনীন মনিব রয়েছে এবং তিনি সমস্ত কিছু লক্ষ্য করছেন।" একজন মানুষ যতই ধনী, সম্মানের পাত্র এবং প্রভাবশালী হোক না কেন, সে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে তার প্রতিটি কাজের জন্য দায়বদ্ধ। এই পৃথিবীতে তার অধীনস্থ সকল দাস ও কর্মচারীদের প্রতি যদি সে কোন অসদাচরণ করে থাকে, তার জন্য তাকে অবশ্যই মহান স্বর্গীয় প্রভুর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। মনিব ও দাস যদি ঈশ্বরের প্রতি যথাযথ বাধ্যতা ও আনুগত্য প্রদর্শন করে একে অপরের সম্পর্কের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং পরস্পরের যতটুকু সম্মান ও অধিকারের দাবী রয়েছে তা প্রদান করে, তাহলে তারা চমৎকারভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। এরই মধ্য দিয়ে প্রেরিত পৌল প্রাসঙ্গিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোর বিষয়ে তাঁর আবেদন নির্দেশনা

প্রদান শেষ করেছেন।

# ইফিষীয় ৬:১০-১৮ পদ

এখানে আমরা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী জীবন যাপনের ব্যাপারে একটি সার্বজনীন নির্দেশনা দেখতে পাই। সেই সাথে পৌল এখানে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমাদের পুরো জীবনটাই কি একটি যুদ্ধ নয়? আসলেই তাই, কারণ প্রতিনিয়ত আমাদেরকে জীবনের নানা ক্ষেত্রে সংগ্রাম করে যেতে হয় বেঁচে থাকার জন্য। আমাদের ধর্ম কি আরেকটি যুদ্ধের সামিল নয়? এটাও তাই, কারণ প্রতিনিয়ত আমাদেরকে অন্ধকারের শক্তি ও আরও অনেক শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে হয় যারা আমাদেরকে ঈশ্বরের ও স্বর্গের কাছে যাওয়া থেকে বাধা দিয়ে রাখে। আমাদের সামনে শত্রু রয়েছে যাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, আমাদের একজন সেনাপতি রয়েছেন এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার, একটি পতাকা আমাদের রয়েছে যার তলে দাঁড়িয়ে আমরা লড়াই করবো এবং নির্দিষ্ট কিছু যুদ্ধরীতিও আছে যা মেনে আমাদেরকে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। "*শেষ কথা এই*, ভাইয়েরা (পদ ১০), তোমরা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সেনা হিসেবে পরিচয় পেয়েছ এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী যুদ্ধে লড়াই করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছ।" এই সৈনিকদেরকে এখন দৃঢ় অন্তর ও উপযুক্ত যুদ্ধসজ্জা ধারণ করতে হবে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যদি যীশু খ্রীষ্টের সৈনিক হতে চায়, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই এই বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে:-

ক. তাদেরকে অবশ্যই দৃঢ় চিত্তের অধিকারী হতে হবে। দৃঢ় চিত্ত সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে: *তোমরা প্রভুতে ও তাঁর শক্তির পরাক্রমে বলবান হও*। যারা বহু যুদ্ধে লড়াই করেছে ও যারা স্বর্গে গমনের পথে রয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই ছোরা ব্যবহার করে প্রত্যেকটি বাধা পেরিয়ে আসতে হবে এবং তাদেরকে প্রচুর সাহস সঞ্চয় করতে হবে। এ কারণে তাদেরকে প্রভুর পরাক্রমে বলবান হতে হবে। প্রভুর সেবায়, তাঁর জন্য কষ্টভোগে ও তাঁর জন্য লড়াইয়ে বলবান হতে হবে। একজন সৈনিকের যত ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও বর্মই থাকুক না কেন, তার যদি দৃঢ় অন্তর ও সাহস না থাকে, তাহলে কোন বর্মই তাকে শত্রুর আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। লক্ষ্য করুন, আমাদের আত্মিক যুদ্ধের জন্য আত্মিক শক্তি ও সাহস খুবই জরুরি। প্রভুতে আমাদের প্রত্যয়ী হতে হবে, তাঁর নামের উপর ভরসা করতে হবে। আমাদের স্বভাবগত ভীতিকে সাহস দিয়ে জয় করতে হবে। ঈশ্বরের সর্বময়তা ও তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় আমরা আমাদের সমস্ত প্রলোভন প্রতিহত করার জন্য নির্ভর করতে পারি।

খ. তাদেরকে অবশ্যই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হতে হবে: "*ঈশ্বরের সমস্ত যুদ্ধের সাজ-পোশাক পর* (পদ ১১), শয়তানের প্রলোভন ও চাতুরির প্রতিরোধ করা সম্ভব এমন সমস্ত প্রতি-রক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক অস্ত্র ব্যবহার কর, সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী অনুগ্রহ দ্বারা নিজেদেরকে সুসজ্জিত কর, পরিপূর্ণভাবে বর্ম পরিধান কর, তোমাদের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী দেহের এতটুকু অংশও যেন শত্রুর চোখে উন্মোচিত না থাকে।" লক্ষ্য করুন, যারা নিজেদের জীবনে সত্য

ও পবিত্র অনুগ্রহ গ্রহণ করে, তা তাদের জীবনে শয়তানের সমস্ত ছল-চাতুরির বিরুদ্ধে বর্ম ও হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। একে বলা হয় ঈশ্বরের বর্ম, কারণ তিনিই তা প্রস্তুত করেছেন ও আমাদেরকে দান করেছেন। কোন কিছুই ঈশ্বরের এই বর্মের সামনে টিকে থাকতে পারে না। যত ছল-চাতুরি, যত মন্দ কাজ, যত শয়তানী প্রলোভন, যত ষড়যন্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে সাধন করা হোক না কেন, তার সবই দূর হয়ে যায় এই বর্মের সামনে থেকে। প্রেরিত পৌল এই বর্মের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন ও এ নিয়ে আমাদেরকে আরও কিছু কথা বলেছেন:-

১. আমাদের ঝুঁকিগুলো আসলে কী এবং এই বর্মটি সম্পূর্ণভাবে পরিধান করা আমাদের জন্য কেন জরুরি তা আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে আমরা কী ধরনের শত্রুর মোকাবেলা করছি তা বিবেচনা করে– শয়তান ও অন্ধকারের সমস্ত শক্তি: *কেননা রক্তমাংসের সঙ্গে নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সঙ্গে, কর্তৃত্ব সকলের সঙ্গে, এই অন্ধকারের পৃথিবীর অধিপতিদের সঙ্গে, আকাশের পাপী আত্মাদের সঙ্গে আমাদের মল্লযুদ্ধ হচ্ছে*, পদ ১২। এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যে প্রস্তুতি নেওয়া হয় তেমন প্রস্তুতি নিলে চলবে না। আমরা এখানে রক্ত-মাংসের কোন মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি না, কিংবা আমাদের নিজেদের কলুষিত বিবেকের সাথেও যুদ্ধ করছি না, বরং শয়তান ও তার বিভিন্ন স্তরের মন্দ-আত্মাদের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছি, যাদের শাসন ব্যবস্থা এই পৃথিবীতে বিরাজমান রয়েছে, যারা এই পুরো পৃথিবীতে বিচরণ করছে।

(১) আমাদের শত্রু অত্যন্ত ধূর্ত, যারা আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও আমাদের মনের চিন্তা ব্যবহার করে আমাদেরকে আক্রমণ করে, পদ ১১। তার কাছে রয়েছে আত্মাকে বিপথগামী করার হাজারটা উপায়। এ কারণেই তাকে বলা হয় পুরাতন সর্প, যে তার ধূর্ততার জন্য সু-পরিচিত, যে একবার হবাকে ভুলিয়েছিল তার চাতুরিতে, যে মিথ্যা কথা বলা ও ছলনা করায় সেরা।

(২) সে একজন ক্ষমতাশালী শত্রু: *আধিপত্য, কর্তৃত্ব* ও *অন্ধকারের পৃথিবীর অধিপতি*। তারা সংখ্যায় প্রচুর, তারা সকলে ভয়ঙ্কর। তারা পৌত্তলিক অবিশ্বাসী জাতিদের মধ্যে রাজত্ব করে, যারা এখনো পর্যন্ত অন্ধকারে বসে আছে। এই পৃথিবীর অন্ধকার স্থানগুলো শয়তানের রাজত্বের সিংহাসন। পৃথিবীর যে সকল অধিপতি, যে সকল রাষ্ট্রপ্রধান এখনও পাপ ও অজ্ঞতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তাদের উপরে এই অন্ধকারের রাজা রাজত্ব করে। শয়তানের রাজ্য অন্ধকারে পূর্ণ, অপরদিকে খ্রীষ্টের রাজ্য আলোয় পূর্ণ।

(৩) তারা আমাদের আত্মিক শত্রু: তারা *আকাশের পাপী আত্মা*, বা মন্দ-আত্মা। শয়তান হচ্ছে এটি আত্মা, একটি মন্দ-আত্মা। আর আমাদের এই শত্রুরাই আমাদের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, কারণ তারা অদৃশ্য। আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে, কারণ তারা যে কোন মুহূর্তে আমাদের অজান্তেই আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে। শয়তান তার মন্দ-আত্মাদেরকে দিয়ে ঈশ্বরের পবিত্র ব্যক্তিদেরকে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করে থাকে। তারা এই সকল পবিত্র ব্যক্তিদের মধ্যে গর্ব, ঈর্ষা, ক্রোধ ইত্যাদি জাগিয়ে তুলে তাদেরকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করতে থাকে, যেন তারা পাপ করে বসেন। এই বিরাট বাহিনী পৃথিবীর

তলদেশ থেকে শুরু করে আকাশের তারকারাজির নিম্নস্থল পর্যন্ত বিচরণ করে ও আমাদের সকলকে আক্রমণ করার চেষ্টায় রত থাকে। তারা আক্রমণ করে আমাদের আত্মাকে, যা আমাদের অন্তরে স্বর্গীয় পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি। এ কারণে আমাদের উচিত নিজ নিজ আত্মাকে সুরক্ষিত রাখা। আমাদেরকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী যুদ্ধে বিশ্বাস সহকারে অবতীর্ণ হতে হবে, কারণ আমাদের আত্মিক শত্রুরা আমাদের বিশ্বাসকেই আঘাত করার চেষ্টা করতে থাকবে। এভাবেই আমাদেরকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে।

২. আমাদের দায়িত্ব কী: ঈশ্বরের সমস্ত যুদ্ধের সাজ-পোশাক গ্রহণ করা, আমাদের অবস্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এবং আমাদের শত্রুদের প্রতিহত করা।

(১) আমাদেরকে অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে, পদ ১৩। শয়তানের চাতুরিতে প্রলোভিত হয়ে বা তার আক্রমণে ভীত না হয়ে আমাদেরকে তা মোকাবেলা করতে হবে। শয়তান অবশ্যই আমাদের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াবে, ১ বংশাবলি ২১:১। যদি সে আমাদের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ায়, তাহলে আমাদেরও তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এবং শয়তানের বিরোধিতা করতে হবে। শয়তান হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে মন্দ সত্তা এবং তার রাজ্য হচ্ছে পাপের রাজ্য। শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার অর্থ হচ্ছে পাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা।

(২) আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের অবস্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে: *সকলই সম্পন্ন করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে*। আমাদের অন্তরে অবশ্যই দৃঢ় প্রত্যয় ধারণ করতে হবে। শয়তানের আক্রমণে বিহ্বল না হয়ে আমাদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি দৃঢ় অবস্থান ধারণ করতে হবে; শয়তানকে প্রতিহত করতে হবে এবং সে পালিয়ে যাবে। আমাদের কাজ হচ্ছে শয়তানের সকল আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা এবং এরপর যীশু খ্রীষ্টের একজন উত্তম সৈনিক হিসেবে অপ্রতিরোধ্য হয়ে এগিয়ে যাওয়া।

(৩) আমাদেরকে অবশ্যই অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হয়ে শয়তানের প্রতিরোধ করতে হবে। এ বিষয়ে পৌল বিশেষভাবে বিবৃতি দিয়েছেন। এখানে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সম্পূর্ণ যুদ্ধসজ্জার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যে সজ্জা আত্মিক: ঈশ্বর যুদ্ধে সাজ-পোশাক, রোমীয় ১৩:১২। ধার্মিকতার বর্ম, ২ করি ৬:৭। প্রেরিত পৌল এই সাজ-পোশাকের আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক প্রতিটি অংশের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন: সৈনিকদের কোমরবন্ধনী, বুকপাটা, সৈনিকদের জুতা, ঢাল, শিরস্ত্রাণ এবং তলোয়ার। এই সকল বর্ম ও অস্ত্রই মধ্যযুগীয় পটভূমি থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় একটি বিষয় হচ্ছে, কোন অস্ত্র বা বর্মই শরীরের পেছনের অংশকে আবৃত বা রক্ষা করে না, কারণ আমরা যদি শত্রুদের পিঠ ঘুরিয়ে থাকি, তাহলে আমাদের এই সমস্ত প্রস্তুতি ও প্রত্যয় কেবলই মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

[১] সত্য ও আন্তরিকতা হচ্ছে আমাদের কোমরবন্ধনী, পদ ১৪। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে (যিশাইয় ১১:৫): *ধর্মশীলতা তাঁর কোমরবন্ধনী ও বিশ্বস্ততা তাঁর কোমরে জড়াবার পটি হবে*। খ্রীষ্ট যা দ্বারা তাঁর নিজের কোমর বেঁধেছিলেন, তাই দিয়ে প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কোমর বাঁধতে হবে। ঈশ্বর চান আমাদের অভ্যন্তরে প্রতিটি স্থানে যেন সত্য ও আন্তরিকতায় পূর্ণ থাকে। আন্তরিকতা না থাকলে কোন ধর্ম পালন করাই সম্ভব

নয়। অনেকে মনের করেন এই কোমরবন্ধনী হচ্ছে সুসমাচারের সত্য। এই কোমরবন্ধনী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধের সময় প্রকৃত লক্ষ্য ও সত্যে স্থির রাখবে। এই কোমরবন্ধনী না থাকলে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা তাদের প্রকৃত অনুগ্রহ ও ঈশ্বরের সকল অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে।

[২] ধার্মিকতাই হবে আমাদের বুকপাটা। এই বুকপাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিকে রক্ষা করে থাকে, আমাদের হৃদয়কে সুরক্ষিত রাখে। আমাদের উপরে খ্রীষ্টের ধার্মিকতা স্থাপন করার মধ্য দিয়ে শয়তানের সকল চাতুরি ও আক্রমণ থেকে আমাদের আত্মা, আমাদের অন্তর রক্ষা পায়। ১ থিষ ৫:৮ পদে প্রেরিত পৌল এ বিষয়ে বলেছেন: *এসো, মিতাচারী হই, বিশ্বাস ও ভালবাসারূপ বুকপাটা পরি*। সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী অনুগ্রহের মধ্যে বিশ্বাস ও ভালবাসা বিদ্যমান রয়েছে; কারণ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হই এবং আমাদের ভাইদের প্রতি ভালবাসায় সম্মিলিত হই। এই ধার্মিকতা পালন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের মহান দায়িত্ব ও মানুষের প্রতি এক পবিত্র কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত। ন্যায় বিচার, সত্য ও দয়ায় ধার্মিকতাই সব কিছুকে এক সাথে গেঁথে রেখেছে।

[৩] আমাদের প্রত্যয় প্রকাশিত হতে হবে আমাদের পা প্রস্তুত করার মধ্য দিয়ে: *শান্তির সুসমাচার প্রচারের জন্য পায়ে জুতা পরে দাঁড়িয়ে থাক*, পদ ১৫। এখানে জুতা বলতে মূলত সৈনিকদের বিশেষ বর্ম আকৃতির জুতা বোঝানো হয়েছে, যা ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি করা হত (১ শমূয়েল ১৭:৬)। এর কাজ ছিল শক্ত করে মাটি আঁকড়ে ধরা, যেন যুদ্ধে সময় শত্রুপক্ষের পদাতিক সৈন্যদেরকে বাধা দেওয়া সহজ হয়। শান্তির সুসমাচার বা শান্তির সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রস্তুত হতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই সকল প্রকার বাধা বিপত্তি প্রতিরোধ করার ও তা পার হয়ে যাওয়ার মত শক্তি ধারণ করতে হবে। আমাদেরকে অন্তর থেকে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠতে হবে, যেন যে কোন মূল্যে আমরা এই সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে সামনে এগিয়ে যেতে পারি। ড. হুইটবাই-এর মতে এখানে ব্যাপক অর্থে এই কথাগুলোই বলা হয়েছে, "তোমাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, শান্তির সুসমাচার সর্বশক্তি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সুসমাচারের আহ্বান জানানোর জন্য এক শান্তিপূর্ণ ও শান্ত মন ধারণ করতে হবে। সহজে তাদের উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ হলে চলবে না, সহজে বিবাদে জড়ালে চলবে না। সমস্ত মানুষের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণুতা ও নম্রতা প্রদর্শন করতে হবে। আর এতে করেই তোমরা বহু প্রলোভন ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবে, যেভাবে যুদ্ধের সময় সৈন্যরা ব্রোঞ্জের জুতো পরে আঘাত মোকাবেলা করতো।"

[৪] বিশ্বাসই হবে আমাদের বর্ম: *এসব ছাড়া*, বা প্রধানত, বিশ্বাসের *ঢালও গ্রহণ কর*, পদ ১৬। অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রলোভনের মুহূর্তে আমাদের কাছে বিশ্বাসই একমাত্র অস্ত্র হিসেবে উপস্থিত হয়। বুকপাটা শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি প্রতিরক্ষা করে, কিন্তু ঢাল আমাদেরকে আসল আঘাতগুলো মোকাবেলা করতে সক্ষম করে তোলে। আমাদের বিশ্বাসই সারা পৃথিবীর উপরে আমাদেরকে বিজয়ী হতে সক্ষম করে তোলে। ঈশ্বরের সকল প্রতিজ্ঞা ও সকল সতর্কবাণীর সত্যতা প্রমাণে আমাদেরকে সচেষ্ট থাকতে হবে। প্রলোভনের বিরুদ্ধে এভাবেই আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় রাখতে হবে। বিশ্বাসকে বিবেচনা করতে হবে এমন বস্তু প্রমাণ হিসেবে, যা দেখা যায় না

কিন্তু স্বর্গীয় জীবনে পাওয়ার জন্য আশা করা যায়। খ্রীষ্টকে গ্রহণ করা, তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণের সুফল লাভ করা এবং তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ অর্জন করাই হচ্ছে বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আর এই বিশ্বাস আমাদেরকে পৃথিবীর সকল বাধা বিপত্তি, প্রলোভন ও পরীক্ষার ব্যর্থতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এখানে শয়তানকে আমাদের বিশ্বাসের প্রধান শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। শয়তান চায় আমাদের বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে বিশ্বাসহীনতা সৃষ্টি করতে, যেন আমাদের আত্মা নরকের আগুনের উপরে স্থাপিত হয় এবং শয়তান আমাদের উপরে বিজয় লাভ করে। কিন্তু এই বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে আমাদের অন্তরে স্থাপন করলে তা আমাদেরকে শয়তানের প্রলোভন এবং নরকের আগুন থেকে রক্ষা করে। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তা প্রয়োগ করলে এবং যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে তা আরও সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা রাখলে প্রলোভন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা সহজ হয়।

[৫] অবশ্যই পরিত্রাণকে করতে হবে আমাদের শিরস্ত্রাণ (পদ ১৭); এর অর্থ হচ্ছে, আশা, যার পরিত্রাণ প্রাপ্তির অন্যতম ভিত্তি। ১ থিষলনীকীয় ৫:৮ পদে আমরা এমনটাই দেখতে পাই। শিরস্ত্রাণ মাথাকে রক্ষা করে। পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যাশা যদি উত্তমরূপে গ্রথিত ও স্থাপিত হয়, তাহলে কোনভাবেই আমাদের আত্মা শয়তানের হাতে কলুষিত হতে পারবে না, এমন কি শয়তান তাতে কোন আঘাতও করতে পারবে না। এই শিরস্ত্রাণই আমাদের আত্মাকে সান্ত্বনা দান করে ও শয়তানের সমস্ত পীড়ন থেকে রক্ষা করে থাকে। শয়তান আমাদেরকে নিরাশায় পূর্ণ করে তোলার জন্য সবসময় ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে। কিন্তু পরিত্রাণ লাভের প্রত্যাশা আমাদের মাঝে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ধরে রাখে এবং ঈশ্বরে আনন্দ করতে শেখায়।

[৬] ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে পবিত্র আত্মার তলোয়ার। একজন সৈনিকের জন্য একটি ছোরা অত্যন্ত অপরিহার্য একটি অস্ত্র। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জীবনেও তেমনি ঈশ্বরের বাক্য একান্ত অপরিহার্য, যা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী যুদ্ধে সঠিকভাবে তার আত্মিক যুদ্ধ পরিচালনা করা ও বিজয় লাভ করার জন্য ঈশ্বরের বাক্য এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাম। একে বলা হয় আত্মার তলোয়ার, কারণ পবিত্র আত্মা স্বয়ং এই তলোয়ারকে কার্যকরী ও ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলেন। এই ছোরা হচ্ছে একটি দ্বি-ধার তরবারি। এই ছোরা দিয়ে আমরা আমাদের সমস্ত শত্রুদেরকে নিঃশেষ করি। সত্যিকার প্রলোভন পড়লে তা প্রতিহত করার জন্য পবিত্র শাস্ত্রের  বাক্যই আমাদের জন্য সবচেয়ে ভাল অস্ত্র হয়ে ওঠে। খ্রীষ্ট স্বয়ং নিজেকে শয়তানের প্রলোভন থেকে রক্ষা করার জন্য পবিত্র শাস্ত্র ব্যবহার করে বলেছেন, পবিত্র শাস্ত্রে *লেখা আছে*, মথি ৪:৪,৬,৭,১০। আমাদের অন্তরে এই পবিত্র বাক্য স্থাপন করা হলে তা আমাদেরকে পাপ থেকে রক্ষা করবে (গীত ১১৯:১১) এবং আমাদের অন্তরে যত সুপ্ত লালসা ও কলুষতা রয়েছে তা চিরতরে বিনাশ করে দেবে।

[৭] আমাদের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী যুদ্ধে সাজ-পোশাকের প্রতিটি অংশে অবশ্যই প্রার্থনা দ্বারা বাঁধুনি দিতে হবে, পদ ১৮। আমাদেরকে অবশ্যই এই সকল আত্মিক শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য আমাদের অনুগ্রহ ব্যবহার করার পাশাপাশি প্রার্থনাও যুক্ত করতে হবে, যেন ঈশ্বর

আমাদেরকে সাহায্য করেন। আমাদেরকে সবসময় প্রার্থনা করে যেতে হবে। এমন নয় যে প্রার্থনা বাদে আমরা অন্য আর কিছু করবো না, কিন্তু আমাদের আরও অন্যান্য ধর্মীয় দায়িত্ব রয়েছে যা আমাদেরকে পালন করতে হবে। এছাড়া এই পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে আমাদের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার রয়েছে। কিন্তু আমাদেরকে প্রার্থনার জন্য সময় নির্ধারণ করে রাখতে হবে। সমস্ত বিষয়ের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। নিজেদের ও পরিবারের জন্য প্রার্থনা করার পাশাপাশি পৃথিবীর অন্য সকল মানুষের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। অন্যান্য পার্থিব দায়িত্বের মত প্রার্থনা করাকেও আমাদের নিত্যদিনের অপরিহার্য একটি দায়িত্ব করে তুলতে হবে। সব ধরনের প্রার্থনাতেই আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে: ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, মাণ্ডলিক, গোপন, আনুষ্ঠানিক ও আকস্মিক। প্রার্থনার সবক'টি দৃষ্টান্তই আমাদের জীবনে দেখা দেওয়ার প্রয়োজন আছে: পাপ স্বীকার করে প্রার্থনা, ঈশ্বরের দয়া লাভের জন্য প্রার্থনা এবং তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক প্রার্থনা। পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদেরকে প্রার্থনা করতে হবে। আমাদের আত্মাকে প্রার্থনা করার এই দায়িত্বে নিয়োজিত করতে হবে এবং অবশ্যই ঈশ্বরের সর্বোত্তম আত্মার অনুগ্রহে পূর্ণ হয়ে আমাদেরকে তা করতে হবে। এই দায়িত্ব পালনের প্রতি আমাদের অন্তরের সমস্ত প্রবণতাকে চালিত করতে হবে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদেরকে সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। যখন ঈশ্বর বলেন, *আমার মুখের খোঁজ কর*, তখন আমাদের অন্তরকে অবশ্যই এই দায়িত্বে নিয়োজিত করতে হবে, গীতসংহিতা ২৭:৮। বিনতি *সহকারে* আমাদেরকে তা করতে হবে। পরিবেশ যতই ভিন্ন হোক বা যত বাধা বিপত্তিই আসুক না কেন, প্রার্থনা করা থেকে আমাদের কখনোই বিরত হওয়া চলবে না। আমাদেরকে শুধু নিজেদের জন্য নয়, এর পাশাপাশি ঈশ্বরের সকল পবিত্র ব্যক্তির জন্যও প্রার্থনা করতে হবে; কারণ খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে আমরা একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। তাই তাদের প্রার্থনা আমাদেরও প্রার্থনা হওয়া উচিত। লক্ষ্য করুন, এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা যতই অনুগ্রহে পূর্ণ হোন না কেন, আমাদের প্রার্থনা তাদের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে এবং তাদের প্রার্থনাও আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। এই কথা বলার মধ্য দিয়ে প্রেরিত পৌল এই পত্রটির যবনিকায় প্রবেশ করেছেন।

## ইফিষীয় ৬:১৯-২৪ পদ

এখানে দেখুন:-

ক. প্রেরিত পৌল ইফিষীয়দের প্রতি এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছেন, যেন তারাও তাঁর জন্য প্রার্থনা করেন, পদ ১৯। *সমস্ত পবিত্র লোকের জন্য বিনতি সহকারে মিনতি* করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করে তিনি তাঁর নিজের জন্যও প্রার্থনা করার অনুরোধ রেখেছেন। আমাদের অবশ্যই সমস্ত পবিত্র লোকদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে, বিশেষ করে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের জন্য। পৌল তাঁর নিজের জন্য তাদেরকে কীভাবে প্রার্থনা করতে বলছেন

তা দেখুন: "*আমার জন্যও প্রার্থনা কর যেন মুখ খুলবার উপযুক্ত বক্তৃতা আমাকে দেওয়া হয়*। আমি যেন আমার বর্তমান যে সমস্ত বাধা বিপত্তি রয়েছে সেগুলো কাটিয়ে উঠতে পারি এবং খ্রীষ্টের প্রতি আমার বিশ্বাস দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করার স্বাধীনতা পেতে পারি। আমি যেন নিজেকে প্রকাশ করার মত উপযুক্ত যোগ্যতা ও সামর্থ্য লাভ করি। *যেমন কথা বলা আমার উচিত, তেমনি যেন সেই বিষয়ে সাহস দেখাতে পারি*; অর্থাৎ আমি যেন ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও নিগূঢ়তত্ত্ব কোন প্রকার ভয়, লজ্জা বা পক্ষপাতিত্ব ব্যতিরেকে প্রচার করতে পারি; *যাতে আমি সাহসপূর্বক সেই সুসমাচারের নিগূঢ়তত্ত্ব জানাতে পারি*।" সুসমাচারের নিগূঢ়তত্ত্ব জানানো অর্থ বলতে অনেকে মনে করেন অযিহূদীদের প্রতি জানানো আহ্বান সম্পর্কিত নিগূঢ়তত্ত্ব, যা সমস্ত মানুষের কাছে এক নিগূঢ়তত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তা সকলের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়ার আগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুসমাচারই একটি রহস্য হিসেবে পরিগণিত হত। লক্ষ্য করুন, বক্তা হিসেবে পৌলের এক দারুন দক্ষতা ছিল। গ্রীকরা পৌলকে হার্মিস বা মার্কারি উপাধি দিয়েছিল, কারণ তিনিই ছিলেন প্রধান বক্তা (প্রেরিত ১৪:১২) এবং তথাপি তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে বলছেন যেন তারা ঈশ্বরের কাছে তাঁকে আশীর্বাদ করার জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি এক অসম সাহসী মানুষ ছিলেন এবং এর জন্য তিনি অত্যন্ত সুপরিচিতও ছিলেন। তথাপি তিনি তাদের কাছে আবেদন করছেন যেন তাঁকে সাহস দানের জন্য তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। তিনি যে বিশেষ যুক্তি সহকারে তাঁর এই আবেদন রেখেছেন তা হচ্ছে, তিনি *শিকলে বাঁধা পড়েও রাজদূতের কাজ* করছেন, পদ ২০। সুসমাচার প্রচার করার জন্য তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল ও নির্যাতন করা হয়েছিল। তথাপি কোথায় প্রতিহত না হয়ে তিনি খ্রীষ্টের জন্য দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন ও খ্রীষ্টের সুসমাচার জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। লক্ষ্য করুন:-

১. বন্দী হওয়াটা খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের জন্য নতুন কোন অভিজ্ঞতা নয়।

২. যখন তারা বন্দী অবস্থায় থাকেন, তখন সাহসিকতার সাথে কথা বলা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

৩. সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বিখ্যাত পরিচর্যাকারীদেরও অনেক সময় সর্বস্তরের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রার্থনার মাধ্যমে শক্তি অর্জনের দরকার হয়ে পড়ে। সে কারণে তাদের উচিত সবসময় বিশ্বাসীদের প্রার্থনায় নিজেদেরকে শরীক করার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা।

খ. এরপর পৌল তুখিককে ইফিষীয়দের কাছে পাঠানোর কথা বলছেন, পদ ২১,২২। তিনি তুখিকের হাতে এই পত্রটি দিয়ে ইফিষীয়দের কাছে পাঠিয়েছিলেন, যেন তিনি গিয়ে তাদের কাছে অন্যান্য মণ্ডলীগুলোর অবস্থা, পৌলের ও অন্যান্য সকল পরিচর্যাকারীর কাজের বিবরণ সম্পর্কে জানাতে পারেন। তিনি তুখিকের মাধ্যমে তাদেরকে বিস্তারিতভাবে জানাতে চেয়েছেন যে, তিনি কীভাবে রোমীয়দের হাতে বন্দী অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন এবং কীভাবে এখন তিনি তাঁর পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করছেন। উত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী পরিচর্যাকারীদের জন্য এই আকাঙ্ক্ষা করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত যে, তারা তাদের সহ-বিশ্বাসীদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইবেন এবং সেই সাথে তাদেরকেও নিজেদের বিষয়ে জানাবেন। তুখিককে

তাদের কাছে পাঠানোর আরেকটি উদ্দেশ্য হল, *তিনি যেন তোমাদের অন্তরে উৎসাহ দেন*। সুসমাচার প্রচার করার জন্য পৌল যেভাবে কষ্টভোগ করছেন এবং যেভাবে তিনি তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা কী পরিমাণ তা জানানোর মধ্য দিয়ে পৌল ইফিষীয়দেরকে উৎসাহিত করে তুলতে চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন ইফিষীয়বাসী যেন তাঁর এই কষ্টভোগের মধ্যেও তাঁর আনন্দ করা ও বিশ্বস্ত থাকার কথা শুনে দারুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। আর এ জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন তুখিককে। তিনি তাদেরকে জানাচ্ছেন যে, তুখিক *প্রভুতে প্রিয় ভাই ও বিশ্বস্ত পরিচারক*। তিনি ছিলেন একজন আন্তরিক ও নিবেদিত প্রাণ বিশ্বাসী, সেই সাথে একজন বিশ্বাসী ভাই। তিনি যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের একনিষ্ঠ একজন পরিচারক ছিলেন। পৌলের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ও স্নেহের পাত্র ছিলেন, যে কারণে তাকে ইফিষীয়দের কাছে পাঠানোর ইফিষীয়দের প্রতি পৌলের ভালবাসা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। প্রভু যীশুও বিশ্বস্ত সেবাকারীরা তাদের নিজেদের মঙ্গলের চেয়ে তাদের সহ-বিশ্বাসীদেরমঙ্গল সাধনের প্রতি আরও বেশি আগ্রহী হয়ে থাকেন।

গ. প্রত্যেক ইফিষীয়বাসীর জন্য এবং সেই সাথে সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ভাইদের জন্য শুভ কামনা ও প্রার্থনা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে পৌল তাঁর পত্রটি শেষ করেছেন, পদ ২৩,২৪। পৌলের গতানুগতিক বিদায় সম্ভাষণ হচ্ছে *শান্তি ও অনুগ্রহ* কামনা করা। এখানে আমরা দেখি, *পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে শান্তি এবং বিশ্বাসের সঙ্গে ভালবাসা ভাইদের প্রতি বর্ষিত হোক*। শান্তি বলতে আমরা সব ধরনের শান্তিই বুঝতে পারি– ঈশ্বরের সাথে শান্তি, বিবেকের শান্তি, নিজেদের মধ্যে শান্তি। আমাদের বাহ্যিক সমস্ত সমৃদ্ধি এই একটি শব্দের মধ্যে নিহিত। পৌল মূলত বলতে চেয়েছেন, “আমি চাই তোমাদের মধ্যে চিরকাল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ অবস্থিতি করুক।” বিশ্বাসের *সঙ্গে ভালবাসা*; এই উক্তিটি অংশত এ কথা ব্যাখ্যা করে যে, তিনি পরবর্তী পদে অনুগ্রহ বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন; শুধুমাত্র অনুগ্রহের ঝর্ণা নয়, বা ঈশ্বরের ভালবাসা ও অনুগ্রহও নয়, বরং অনুগ্রহের স্রোতধারা, যা স্বর্গীয় অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে আসে ও বিশ্বাসীদেরকে সিক্ত করে তোলে এবং ভালবাসা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ করে। এটি হচ্ছে সেই অনুগ্রহেরই প্রতিফলন যা পৌল সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জীবনে দেখতে চেয়েছেন, যা আমরা আমাদের জীবনে দেখতে চাই। সমস্ত অনুগ্রহ, আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে, খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে। সমাপনী আশীর্বাদ-বাণীতে পৌল আরও নিবিড়ভাবে তাঁর শুভ কামনা জ্ঞাপন করেছেন। এখানে তিনি ইফিষের ও সেই সাথে সারা পৃথিবীব্যাপী সকল প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। নিঃসন্দেহে সকল পবিত্র ব্যক্তি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আন্তরিকভাবে ও নিখাদ অন্তরে ভালবাসেন। খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসা কখনোই তাঁর কাছে গ্রাহ্যনীয় হতে পারে না, যে পর্যন্ত আমাদের ভালবাসার মধ্যে আন্তরিকতা প্রকাশ না পায়। যারা সবসময় খ্রীষ্টের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করবে, তারা তাঁর অপার অনুগ্রহ দ্বারা পরিপূর্ণ হবে; ঈশ্বরের অসীম আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ তারা লাভ করবে। খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা রয়েছে এমন প্রত্যেক বিশ্বাসীদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা হওয়া উচিত এই, যেন তার প্রত্যেক সহ-বিশ্বাসী ও খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ভাই এই অনুগ্রহের অংশীদার হয়। আমেন। সকলের প্রতি খ্রীষ্টের অনুগ্রহ সহবর্তী হোক।